ব্রাহ্মণ-ইতিহাস।

চুঁচুড়া ও চাঁদপুর স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেডমাষ্টার, দীক্ষা-প্রণালী,
পদরত্ন-মালা, বৈষ্ণব-ইতিহাস, পূজা-পদ্ধতি
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ।

সন ১৩৩৩ সাল।

[মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

চক্রবর্ত্তী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২নং নিমু গোস্বামী লেন,

নিবেদন।

পিতা ধর্ম্মঃ পিতা সর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ ॥

বেদ, পুরাণ ও সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টিতত্ত্ব সহ লৌকিক ও সামাজিক ইতিহাস এবং বংশ পরিচয় প্রভৃতি বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মধ্যযুগে হিন্দুরাজগণের অনুগ্রহে ও আনুকূল্যে কুলাচার্য্য ও ঘটকগণের দ্বারায় ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে বংশাবলী সংরক্ষিত হইত। শেষকালে বংশ পরিচয়াদি মৌখিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে কালের কুটিল প্রকোপে পাশ্চত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে, বংশপরিচয়াদি জ্ঞাপক সামাজিক ও জাতীয় ইতিহাস প্রায় বিলুপ্ত হইতেছে, প্রাচীন রীতি নীতির পরিবর্ত্তন হইতেছে, সমাজ বন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হইতেছে। ঋষিগণ হইতে পিতৃলোক পিতৃলোক হইতে পুর্ব্বপুরুষগণের উদ্ভব; তাঁহারা দেবতা; তাঁহাদিগের স্মরণ কীর্ত্তন আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে সমাজস্থ ভূদেবগণ তাঁহাদিগকে স্মরণ করতঃ স্ব স্ব আভিজাত্য—বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে প্রকৃতিস্থ করেন তাহার জন্যই এই গ্রন্থের প্রকাশ। ইহার দ্বারা কোন ব্রাহ্মণ বংশ বা সমাজের আংশিক কোন উপকার সাধিত হইলেই শ্রম সফল মনে করিব।

গ্রন্থ প্রণয়নে বেদ, উপনিষদ, গীতা, মনুসংহিতা, অমরকোষ, শব্দকল্পদ্রুম, ব্রহ্মযামল, রুদ্রযামল, বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, কুলরাম, সাগর প্রকাশ, কুলতত্ত্বার্ণব, দেবীবরের মেলপর্য্যায়, কুলকল্পদ্রুম, মিশ্রকারিকা * * * প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক বহু গ্রন্থের বিশেষভাবে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এজন্য উল্লিখিত গ্রন্থ গুলির গ্রন্থকারগণের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

এরূপ কার্য্য আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা অভ্রান্ত ভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে এজন্য উপসংহারে নিবেদন 'সমাজের যে কোন মহাত্মা গ্রন্থ সম্বন্ধে যে কোন অভিমত বা সমালোচনা প্রেরণ করিবেন তাহা সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

পোঃ ও গ্রাম বুতনী, জেলা ঢাকা
১৩২৬ সাল। ২৮ জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সমাজস্থ ভূদেবগণের আগ্রহাতিশয়ে ব্রাহ্মণ ইতিহাস ২য় বার মুদ্রিত হইল। ভরসা করি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও গ্রন্থখানি সমাজে সাদরে পরিগৃহীত হইবে। বংশের প্রধান পুরুষগণের বাসস্থান নির্ণয় আবশ্যক বোধে ভূদেবগণের নিকট নিবেদন এই যে যিনি উল্লিখিত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া জানাইবেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিব এবং পরবর্ত্তী সংস্করণে মুদ্রিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। কতিপয় মহোদয় ব্রাহ্মণ ইতিহাস প্রণয়ণ হেতু প্রশংসা পত্র পাঠাইয়াছেন আমি উক্ত প্রশংসা লাভের সম্পুর্ণ অযোগ্য হইলেও তাহা কৃতজ্ঞতাসহ আশীর্ব্বাদ স্বরূপ গ্রহণ করিলাম।

পোঃ ও গ্রাম বুতনী, জেলা ঢাকা
১৩২৯ সাল, ২৮ জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

তৃতীয় সংস্করণ।

ব্রাহ্মণ সমাজ পরিবর্দ্ধিত আকারে ৩য় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ভরসা করি গ্রন্থখানি সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে।

পোঃ ও গ্রাম বুতনী জেলা ঢাকা
১৩৩৩ সাল, ১লা বৈশাখ। } শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

ব্রাহ্মণ-ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ব্রহ্মা।

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমং সংবভূব।"

মুণ্ডকোপনিষৎ।

সৃষ্টিকর্তা প্রথমে জীবভাবাপন্ন দেহ ধারণ করেন এবং সেই দেহে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান হইলে তিনি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া "ব্রহ্মা" নামে অভিহিত হইলেন।

ব্রহ্মার নাম।

"ব্রহ্মাত্মভূঃ সুরজ্যেষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী পিতামহঃ।
হিরণ্যগর্ভো লোকেশঃ স্বয়ম্ভু শ্চতুরাননঃ।
ধাতাব্জযোনি র্দ্রুহিণো বিরিঞ্চিঃ কমলাসনঃ।
স্রষ্টা প্রজাপতি-র্বেধা বিধাতা বিশ্বসৃগ্বিধিঃ॥"

অমরকোষ।

১। ব্রহ্মা। ২। আত্মভু। ৩। সুরজ্যেষ্ঠ। ৪। পরমেষ্ঠি।

৫। পিতামহ। ৬। হিরণ্যগর্ভ। ৭। লোকেশ বা লোকনাথ। ৮। স্বয়ম্ভূ। ৯। চতুরানন। ১০। ধাতা। ১১। অব্জযোনি। ১২। দ্রুহিণ। ১৩। বিরিঞ্চি। ১৪। কমলাসন। ১৫। স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৬। প্রজাপতি। ১৭। বেধা। ১৮। বিধাতা। ১৯। বিশ্বসৃক্। ২০। বিধি।

কল্প।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে এক দিব্য যুগ হয় সহস্র দিব্যযুগে ব্রহ্মার একদিবস হয়; এইরূপ সহস্র দিব্য যুগে তাহার একরাত্রি হয়। এইভাবে বর্ষগণনা দ্বারা যে শতবর্ষ হয় সেই শতবর্ষই ব্রহ্মার আয়ুঃ। এইরূপ কত ব্রহ্মা গত হইয়াছেন এবং কত ব্রহ্মা আসিবেন। উল্লিখিত দিব্য যুগে বৎসর গণনা করিয়া দেখা যায় যে বর্ত্তমান ব্রহ্মার ৫০ বৎসর গত হইয়া একপঞ্চাশ বৎসরের প্রথম দিন চলিতেছে। ব্রহ্মার দিনই কল্প বলিয়া অভিহিত। বর্ত্তমান ব্রহ্মার একপঞ্চাশ বৎসরের এই প্রথম দিনকে "বরাহ কল্প" বলা হইয়া থাকে।

মনু ও প্রজাপতি।

"তপস্তপ্ত্বাসৃজদ্ যন্তু স স্বয়ং পুরুষো বিরাট্।
তং মাং বিত্তাস্য সর্ব্বস্য স্রষ্টারং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩৩
অহং প্রজা সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ ॥৩৪
মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥৩৫"

মনুসংহিতা প্রথম অধ্যায়।

ব্রহ্মা বেদধ্বনি গ্রহণ করতঃ সনক, সনন্দ, সনৎকুমার প্রভৃতি ব্রহ্মচারী মহর্ষিগণকে সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মাই মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতা বশিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ এই দশটি ব্রাহ্মণ প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। ইহারা সকলেই ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং প্রজাপতি ও আদি ঋষি বলিয়া খ্যাত। এই সকল প্রজাপতি হইতে চতুর্দ্দশ মনুর সৃষ্টি বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ব্রহ্মা বিরাট নামক পুত্রের পুত্রই স্বায়ম্ভুব মনু। উল্লিখিত প্রজাপতিগণকে পুত্ররূপে প্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিলে প্রজাপতিগণ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন।

চতুর্দ্দশ মনু।

শাস্ত্রে যে চতুর্দ্দশটি মনুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

১। স্বায়ম্ভুব। ২। স্বারোচিষ। ৩। উত্তম। ৪। তামস। ৫। রৈবত। ৬। চাক্ষুষ। ৭। বৈবস্বত। ৮। সাবর্ণি। ৯। দক্ষসাবর্ণি। ১০। ব্রহ্মসাবর্ণি। ১১। ধর্ম্মসাবর্ণি। ১২। রুদ্র-সাবর্ণি। ১৩। দেবসাবর্ণি। ১৪। ইন্দ্রসাবর্ণি।

বর্ত্তমানে বৈবস্বত মনুর একপঞ্চাশৎ বৎসরের প্রথম দিন অর্থাৎ বরাহ কল্প চলিতেছে।

বৈবস্বত সাবর্ণ মনু।

স্বারোচিষ মন্বন্তরে কোলাবিধ্বংশী রাজগণ সুরথ রাজার রাজত্ব আক্রমণ করিলে সুরথ রাজা পরাজিত হইয়া মেধষ মুনির নিকট নিজ পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, ভগবানের মহামায়া যোগমায়া দ্বারাই এই সকল কার্য্য হইয়া

থাকে। আপনি সেই যোগমায়া ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার তৃপ্তি সাধন করিলে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইবেন। তখন সুরথরাজা নদীতীরে ভগবতীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ৩ বৎসর মহামায়ার উপাসনা করেন। মহামায়া সুরথ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করেন যে, তুমি বর্ত্তমানে বিদ্রোহী রাজগণকে পরাভূত করিয়া নিজ অপহৃত রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং পরজন্মে সাবর্ণি মনুরূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

এদিকে সূর্য্যদেব বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সঙ্গাকে বিবাহ করেন। সূর্য্যপত্নী সঙ্গা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারায় তাহার সবর্ণা ছায়াকে নির্ম্মাণ করেন এবং এই ছায়াকে সূর্য্য সন্নিধানে রাখিয়া সঙ্গা তাহার পিত্রালয়ে প্রস্থান করেন। এই সময় সূর্য্যের ঔরসে এই ছায়ার গর্ভে যে সন্তান জন্মে তিনিই সঙ্গার সবর্ণা ছায়ার গর্ভে উৎপন্ন বলিয়া সাবর্ণি মনু নামে অভিহিত হইলেন এই মনুই বৈবস্বত সাবর্ণি নামে অভিহিত। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে দক্ষপুত্র সাবর্ণি মনু, ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণি মনু, রুদ্রপুত্র সাবর্ণি মনু, ইন্দ্রপুত্র সাবর্ণি মনু প্রভৃতির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পিতৃলোক, দেবগণ ও অন্যান্য সৃষ্টিতত্ত্ব।

ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি দক্ষের উৎপত্তি হয় এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রসূতির সৃষ্টি হয়। এই দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ৫১টী কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম যে ১০টী কন্যা ধর্ম্মের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তাহাদিগের নাম নিম্ন-লিখিতরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথাঃ—(১) কীর্ত্তি (২) ধৃতি (৩) মেধা (৪) পুষ্টি (৫) শ্রদ্ধা (৬) ক্রিয়া (৭)

(৮) লজ্জা (৯) মতি (১০) লক্ষ্মী। এই দশটী কন্যার পর ২৭টী কন্যার চন্দ্রের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সেই ২৭টী কন্যা ২৭টী নক্ষত্ররূপে পরিচিতা। ঐ ২৭টী কন্যার নাম— ১। অশ্বিনী। ২। ভরণী। ৩। কৃত্তিকা। ৪। রোহিণী। ৫। মৃগশিরা। ৬। আর্দ্রা। ৭। পুনর্ব্বসু। ৮। পুষ্যা। ৯। অশ্লেষা। ১০। মঘা। ১১। পূর্ব্বফল্গুনী। ১২। উত্তরফল্গুনী। ১৩। হস্তা। ১৪। চিত্রা। ১৫। স্বাতী। ১৬। বিশাখা। ১৭। অনুরাধা। ১৮। জ্যেষ্ঠা। ১৯। ২০। পূর্ব্বাষাঢ়া। ২১। উত্তরাষাঢ়া। ২২। শ্রবণা। ২৩। ধনিষ্ঠা। ২৪। শতভিষা। ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ। ২৬। উত্তরভাদ্রপদ। ২৭। রেবতী। এই ২৭টী কন্যার পরবর্ত্তী যে ১৩টী কন্যার প্রজাপতি মরীচির পুত্র কশ্যপের সহিত বিবাহ হয়, তাহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইল। ১। অদিতি। ২। দিতি। ৩। দনু। ৪। কালা। ৫। দনায়ু। ৬। সিংহিকা। ৭। ক্রোধা। ৮। প্রধা। ৯। বিশ্বা। ১০। বিনতা। ১১। কপিলা। ১২। মুনি। ১৩। কদ্রু। সর্ব্বশেষে কনিষ্ঠা কন্যা সতী বা ভগবতীর বিবাহ মহাদেবের সহিত হয়।

মহর্ষি মরীচি পুত্র কশ্যপ হইতে অদিতির গর্ভে আদিত্যগণ, দিতির গর্ভে দৈত্যগণ, দনুর গর্ভে দানবগণ, কালা ও দনায়ুর গর্ভে অসুরগণ, বিনতার গর্ভে অরুণ ও গরুড়, কপিলার গর্ভে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাকুল প্রভৃতি, কদ্রু হইতে অষ্ট নাগগণ, মুনি হইতে সর্পগণ এবং প্রধা প্রভৃতির গর্ভে অসংখ্য সুরাসুরগণ জন্মগ্রহণ করেন।

মহর্ষি অত্রির বংশে অনসূয়ার গর্ভে অনেক ঋষির জন্ম হয়।

মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে শ্রদ্ধার গর্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি, উতথ্য প্রভৃতি ঋষিগণের জন্ম হয়। বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ।

মহর্ষি পুলস্ত্য হইতে রাক্ষস, বানর, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হয়।

মহর্ষি পুলহ হইতে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

মহর্ষি ক্রতু হইতে ১০০০০ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বালখিল্য মুনিগণের জন্ম হয়।

মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে অরুন্ধতির গর্ভে শক্তি, শক্তি হইতে পরাশর, পরাশর হইতে ব্যাসমুনির জন্ম হয়।

কথিত আছে বরুণের যজ্ঞে ব্রহ্মার হৃৎপদ্ম হইতে ভৃগুমুনির জন্ম হয়। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে কশ্যপ-কন্যা পুলোমার গর্ভে চ্যবন মুনির জন্ম হয়। চ্যবন মুনি হইতে ঔর্ব্ব জন্মগ্রহণ করেন। ঔর্ব্ব হইতে ঋচিক ও ঋচিক হইতে জমদগ্নির জন্ম। অন্যদিকে ঔর্ব্ব হইতে প্রমতি, প্রমতি হইতে রুরু, রুরু হইতে শুনক, শুনক হইতে শৌনক মুনির জন্ম হয়।

কর্দ্দম মুনির ঔরসে মনুর কন্যা দেবাহুতির গর্ভে কপিলমুনির জন্ম হয়, কপিলমুনি হইতে কুশনাভ, কুশনাভ হইতে গাধি, গাধি হইতে বিশ্বামিত্রের জন্ম হয়।

এইরূপে ঋষিগণ হইতে পিতৃলোকের জন্ম হয়, পিতৃলোক হইতে দেব দানব প্রভৃতির জন্ম হয়, দেবগণ হইতে জগতের অন্যান্য স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টি হয়।

পৃথিবী, জল, তেজঃ বায়ু ও আকাশ নিত্য হইলেও এই সকল প্রথম কল্পেই সৃষ্টি হইয়াছে। অপরাপর পদার্থ প্রতি কল্পেই সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ।

"ব্রাহ্মণোঽস্যমুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যকঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥"

ঋগ্বেদ।

ঋগ্বেদের উল্লিখিত শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥"

মনুসংহিতা।

মনুসংহিতার এই শ্লোকটীও উপরের লিখিত ঋগ্বেদের শ্লোকের সমর্থন করিতেছে।

ব্যুৎপত্যর্থ।

ব্রহ্মণ্ + অণ্ = ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ নিত্যশুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা। যিনি জানেন এই অর্থে অণ্ প্রত্যয়। ইহাদ্বারা ব্রাহ্মণ এই শব্দের শব্দগত ব্যুৎপত্যর্থ এই হয় যে যিনি সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানেন বা হৃদয়ে অনুভব করেন তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মশব্দের অন্য অর্থ বেদ, যিনি বেদজ্ঞ তিনিই ব্রাহ্মণ। বিপ্র, দ্বিজ, ভূদেব, সূত্রকণ্ঠ, অগ্রজন্মা, গুরু, জ্যেষ্ঠবর্ণ, শ্রুতিধর ও ষট্‌কর্ম্মা প্রভৃতি শব্দ ব্রাহ্মণ শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ-লক্ষণ।

*　*　*　*　*

"সত্যবাদী জিতক্রোধো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
সন্ধ্যাস্নানরতো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধো লোভমোহবিবর্জ্জিতঃ ॥
মাতাপিত্রোর্হিতে যুক্তো গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ।
দাতা যজ্বা দেবভক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে*
ত্রিবর্গসেবী সততং দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
ক্ষমা দয়া চ বিজ্ঞানং সত্যঞ্চৈব দমঃ শমঃ।
অধ্যাত্মং নিত্যতাজ্ঞানমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্"

দশবিধ ব্রাহ্মণ।

"দেবো মুনি-র্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥"

শাস্ত্রে দশ প্রকার ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে যথা—(১) দেব ব্রাহ্মণ, (২) মুনি ব্রাহ্মণ, (৩) দ্বিজ ব্রাহ্মণ, (৪) ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, (৫) বৈশ্য ব্রাহ্মণ, (৬) শূদ্র ব্রাহ্মণ, (৭) নিষাদ ব্রাহ্মণ, (৮) পশু ব্রাহ্মণ, (৯) ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ, (১০) চণ্ডাল ব্রাহ্মণ। এই দশবিধ ব্রাহ্মণের বিভিন্ন প্রকার লক্ষণও শাস্ত্রে নিম্নলিখিত রূপে বর্ণিত আছে।

সন্ধ্যাস্নানং জপং হোমং দেবতানিত্যপূজনং।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে।*

* বৈশ্বদেবঞ্চৈত্যনন্তরং কুর্ব্বন্নিতি পূরণীয়ম্।

পাকে পাত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ ।
নিয়তোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে ॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥
অস্ত্রহতাশ্চ বল্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে ।
প্রারম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে ॥
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ ।
বাণিজ্যব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে ॥
লাক্ষালবণসম্মিশ্রকুসুম্ভক্ষীরসর্পিষাং ।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে ॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা ।
মৎস্যমাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে ॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥
বাপীকূপতড়াগানামারামস্য সরঃসু চ ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে ॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রচণ্ডাল উচ্যতে ॥”

ধর্ম্ম লক্ষণ।

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকম্ ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥

সন্তোষ, ক্ষমা, মনঃ ও ইন্দ্রিয়দমন, শুচি, অস্তেয়, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, সত্যবাদিতা ও অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া মনু বর্ণনা করিয়াছেন।

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তি র্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।

ধর্ম্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, সমস্ত জগত রক্ষার জন্য স্বয়ম্ভু ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম্মরক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের অভ্যুদয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

সন্তোষ ক্ষমা ইন্দ্রিয় দমনাদি সাধ্যরূপে এবং সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি সাধনরূপে পরিগণিত। ব্রাহ্মণগণের সাধ্য-সাধনাদি দ্বারাই ধর্ম্মের উজ্জ্বল মূর্ত্তির বিকাশ হইয়া থাকে।

"অনভ্যাসেন বেদনামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাজন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥

বেদে অনভ্যাস সদাচার পরিত্যাগ আলস্য ও অন্নদোষ, এই চারিটি কারণে ব্রাহ্মণের মৃত্যু পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

"যঃ স্বকর্ম্ম পরিত্যজ্য যদন্যৎ কুরুতে দ্বিজঃ।
অজ্ঞানাৎ যদি ব মোহাৎ স তেন পতিতো ভবেৎ ॥

মহর্ষি দক্ষ বলিতেছেন যদি কোন ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কার্য্য করেন তাহা হইলে তিনি পতিত হইবে।

ষট্‌কর্ম্ম।

যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান সৎপ্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিশেষ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

গুণ ও বর্ণ।

সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ। সত্বগুণের ধর্ম্ম জ্ঞান, রজোগুণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তমোগুণের ধর্ম্ম উভয়ের বিরুদ্ধ এই গুণত্রয় স্বাধীনভাবে বস্তুবিশেষে অবস্থান না করিয়া পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় অবলম্বনে পৃথিবীর সমগ্র পদার্থে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। পদার্থ বা বস্তুভেদে এই গুণত্রয়ের উৎকর্ষ ও অপকর্ষতাই পৃথিবীর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মূল কারণ রূপে পরিগণিত।

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় বলিতেছেন, মানবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ আমারই সৃষ্টি। গুণ ও কর্ম্ম তদনুসারে হইয়াছে। ব্রাহ্মণমধ্যে সত্ব গুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সত্ব ও রজোগুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈশ্য মধ্যে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য দৃষ্ট হইয়াছিল এবং শূদ্র মধ্যে কেবল তমোগুণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণ হইতে পরে বহু বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়। হিন্দুর এইবর্ণ বিভাগ হইতেই জাতি বিভাগের সৃষ্টি; হিন্দু সমাজের সৃষ্টি। হিন্দুর এই জাতিভেদই হিন্দু জাতি, হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব। ব্রাহ্মণ এই হিন্দু জাতির, হিন্দু সমাজের মস্তক স্বরূপ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোত্র ও প্রবর।

গোত্র শব্দের অর্থ গো ত্রাণ বা রক্ষা পাইবার স্থান। আর্য্য ঋষিগণের গো-রক্ষণের স্থানই পূর্ব্বে গোত্র বা গোষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হইত। ঋষিগণ দেবকার্য্য,পিতৃকার্য্য প্রভৃতি কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কতকগুলি ধেনু পালন করিতেন। এই ধেনুগুলি হোম ধেনু নামে কথিত হইত। ঋষিগণ স্ব স্ব আশ্রমের নিকটবর্ত্তী স্থানেই গোচারণ বা গো রক্ষার স্থান নির্ণয় করিতেন। যে যে ঋষি আশ্রমের নিকটবর্ত্তী যে যে স্থান গো রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন সেই সেই স্থান উক্ত ঋষিগণের নামানুসারে তদ্‌গোত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইত।

যে যে গোত্রে যে যে ঋষি বা প্রধান ব্যক্তি অবস্থান করিতেন তাঁহারা সেই গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষির শিষ্য বা সন্তান। ইহারাই গোত্রের প্রবর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন সংখ্যক গোত্রের উল্লেখ আছে। কোন গ্রন্থে ২৪টী, কোন গ্রন্থে ৩৮টী, কোন গ্রন্থে ৪২টী এবং কোন গ্রন্থে কোটী গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার কারণ এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের শিষ্য বা সন্তানগণ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব নামানুসারে ক্রমে গোত্র সংস্থাপন করায় গোত্রের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। আর্য্য ঋষিগণের যে বংশে যে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি সেই ঋষির নামানুসারে নিজ গোত্রের পরিচয় প্রদান করিবার নিয়ম করিয়াছেন। কশ্যপ ঋষির বংশধরগণ কাশ্যপগোত্র, শাণ্ডিল্য ঋষির বংশধরগণ

শাণ্ডিল্যগোত্র, বাৎস্য ঋষির বংশধরগণ বাৎস্যগোত্র, সাবর্ণি মুনির বংশধরগণ সাবর্ণগোত্র এবং ভরদ্বাজ মুনির বংশধরগণ ভরদ্বাজগোত্র বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কাল-ক্রমে গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণ বা তৎ বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষত্রিয়াদি জাতির পৌরহিত্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ঐ ক্ষত্রিয়াদি জাতির লোকগণ তাহাদের পুরোহিতাদি ঋষিগণের গোত্রানুসারে স্ব স্ব গোত্র পরিচয় প্রদান করিতে আরম্ভ করেন, এজন্য কোন্ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির বংশে কোন্ কোন্ প্রধান পুরুষেরসংস্রব ছিল তাহার উল্লেখ হওয়া আবশ্যক হয়। অন্য-পক্ষে গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিগণের বংশে শিষ্য এবং সন্তানাদির সংখ্যা ক্রমে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই শিষ্য সন্তানাদির মধ্যে ক্রমে প্রধান প্রধান পুরুষগণের আবির্ভাব হইতে থাকে। গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি এবং প্রবর, একার্থবোধক শব্দ হইলেও গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের বংশের সহিত সংসৃষ্ট এক বা বিভিন্ন-বংশের প্রধান পুরুষগণই প্রবররূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। বিভিন্নগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্নরূপ গোত্রসংখ্যার ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হইলেও কতিপয় প্রসিদ্ধ গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের নাম এবং তাঁহাদের প্রবরগণের সংখ্যা ও নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম।	প্রবরের নাম।
কশ্যপ	কশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
ভরদ্বাজ	ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল।
সাবর্ণ	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।
বাৎস্য	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ।

গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম।	প্রবরের নাম।
গৌতম	গৌতম, আঙ্গিরস, অপ্সার, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
গোতম	গৌতম, বশিষ্ট, বার্হস্পত্য।
কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ট।
কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য।
ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
পরাশর	বশিষ্ট, শাক্তি, পরাশর।
সৌকালিন	সৌকালিন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
কুশিক	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।
গর্গ	গার্গ্য, কৌস্তুভ, মাণ্ডব্য।
বৃহস্পতি	কপিল, বৃহস্পতি, পার্ব্বণ।
অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনী।
অত্রি	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।
আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শাঙ্খ্য।
কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয় আবাস।
মৌদ্গল্য	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
কান্ব	কান্ব, অশ্বথ, দেবল।
আলম্যান	আলম্যান, শাঙ্কায়ন, শাক্টায়ন।
বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।
বৃদ্ধি	কুরু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
কাণ্বায়ন	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অজমীঢ়।
রোহিত	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত।
আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ট, বার্হস্পত্য।

গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নাম।	প্রবরের নাম।
জৈমিনী	জৈমিনী, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।
বাসুকী	আক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকী।
জামদগ্ন্য	জামদগ্নি, ঔর্ব্ব, বশিষ্ট।
কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস্য।
শক্তি	বশিষ্ট, শক্তি, পরাশর।
অনারকাক্ষ	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ট।
কাঞ্চন	অশ্বথ, দেবল দেবরাজ।
বাশিষ্ট	বশিষ্ট, অত্রি, সাঙ্কৃতি।
শুনক	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।
সোপায়ন	ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
সাঙ্কৃত	সাঙ্কৃতি, আরাত্রি, অবগাহ।
অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।
বৈয়াঘ্র	সাঙ্কৃত।
বৈয়াঘ্রপদ্য	সাঙ্কৃত।

বেদ ও শাখা।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ। বেদ ভগবানের বাক্য সুতরাং নিত্য এবং অভ্রান্ত। এই জন্যই ঐ বেদচতুষ্টয় বহু যুগযুগান্তরের প্রবল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াও নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণে সমর্থ। দর্শন স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি ঐ বেদেরই ব্যাখ্যা। ঋষিগণ পূর্ব্বে এই সকল বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশধর ব্রাহ্মণগণ চতুর্ব্বেদের কোন এক বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে শক্তি ও আয়ুর অল্পতাহেতু একবংশের ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ জন্য এক এক বেদের এক এক বিভাগ বা শাখা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। তদবধি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বংশ বিশেষে স্ব স্ব বংশের নির্দ্দিষ্ট বেদের কোন নির্দ্দিষ্ট শাখা অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিতেন। সেই সময় হইতে যে বংশের যে ব্রাহ্মণগণ যে বেদের যে অংশ বা শাখা অধ্যয়ন করিতেন তাঁহারা আত্ম-পরিচয় দিবার সময় সেই বেদের সেই শাখার উল্লেখ করিয়া থাকেন। বেদের অন্য নাম নিগম,ত্রয়ী,ছন্দঃ।

ঋক্ বেদের প্রধান পাঁচটী শাখার নিম্নলিখিত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা ;—১। শাকল। ২। বাস্কাল। ৩ আশ্বলায়ন। ৪। সাঙ্খ্যায়ন। ৫। মণ্ডুকায়ন।

সামবেদের সহস্র শাখার উল্লেখ থাকিলেও (১) রাণায়নী এবং (২) কৌথুমী শাখাই প্রধান উল্লেখ যোগ্য।

যজুর্ব্বেদের ছিয়াশীটী শাখার উল্লেখ থাকিলেও ১। চক্র। ২। মৈত্রায়ণী। ৩। মাধ্যন্দিন। ৪। তৈত্তিরীয় ও কাণ্ব শাখাই শ্রেষ্ঠ।

অথর্ব্ব বেদেরও ঐরূপ বহুশাখা বা বিভাগ আছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ ও বঙ্গদেশ।

পৃথিবীর সপ্তদ্বীপ গণনা ও পরিচয় উপলক্ষে কর্ণেল-উইলফোর্ড সাহেব মহোদয় (১) জম্বুদ্বীপকে ভারতবর্ষ, (২) প্লক্ষদ্বীপকে এসিয়ার উত্তরভাগ ও আমেরিকা মহাদেশ, (৩) পুষ্কর দ্বীপকে আয়র্লণ্ড, (৪) ক্রৌঞ্চ দ্বীপকে জার্ম্মাণ প্রদেশ, (৫) শাকদ্বীপকে ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও ওয়েলস, (৬) শাল্মলী দ্বীপকে বাল্টিক ও আড্রিয়াটিক সাগর নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহ এবং (৭) কুশদ্বীপকে কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগরের নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসের গ্রন্থকার মহাশয় (১) জম্বুদ্বীপকে এসিয়া, (২) প্লক্ষদ্বীপকে দক্ষিণ আমেরিকা, (৩) পুষ্করদ্বীপকে উত্তর আমেরিকা, (৪) ক্রৌঞ্চদ্বীপকে আফ্রিকা, (৫) শাকদ্বীপকে ইউরোপ, (৬) শাল্মলী দ্বীপকে দক্ষিণমেরু নিকটস্থ প্রদেশসমূহ ও অষ্ট্রেলিয়া এবং কুশদ্বীপকে ওশেনিয়া বলিয়া স্বীকার করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসপ্রণেতা মহাশয় মনুপুত্রগণের বংশ বর্ণনায় জম্বুদ্বীপ বিভাগ প্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপকে প্রাচীন গোলার্দ্ধরূপে একরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রীস দেশীয় ঐতিহাসিক পণ্ডিত অরিয়াস তরাস, ককেসাস ও হিমালয় পর্ব্বতকে ভারতবর্ষের উত্তরসীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে আরব, পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশ ও প্রদেশসমূহ, ভারত-বর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয়।

দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত ভূভাগ তাহাই আমাদের বর্ত্তমান ভারতবর্ষ। প্রাচীনকালে মনু প্রজাগণের ভরণপোষণ করিতেন সেইজন্য ভরত নামে অভিহিত হইতেন। সেই মনু বা ভরত প্রতিপালিত দেশই ভারতবর্ষ নামে অভিহিত হইত। নারসিংহ পুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে যে অগ্নিধ্র জম্বুদ্বীপের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্র ঋষভ। ঋষভের পুত্র ভরত। এই ভরত শাসিত ও প্রতিপালিত দেশ বা বর্ষই ভারতবর্ষ নামে পরিচিত।

মহাভারতের মতে সূর্য্যবংশীয় মহারাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। এই পুত্র ভরত হইতেই আসমুদ্র হিমাচল এই বিস্তৃত ভূভাগের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও ঋষভপুত্র ভরত হইতেই ভারতবর্ষের নাম উৎপত্তি বলিয়া বর্ণিত আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ ভারতবর্ষকে হৈমবতবর্ষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০ দুই সহস্র মাইল। বর্ত্তমান আবিষ্কৃত ভূমণ্ডলের ব্যাস ৮০০০ অষ্ট সহস্র মাইল এবং পরিধি ২৫০০০ পঞ্চবিংশতি সহস্র মাইল। কিন্তু প্রাচীন মুনি ঋষিগণের মত অনুসারে এক ভারতবর্ষের পরিমাণ ৯০০০ নয় সহস্র যোজন বা ৭২ সহস্র মাইল। শ্রীমদ্ভাগবত, মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতির মত অনুসারে এক ভারতবর্ষ নয় ভাগে বিভক্ত। প্রাচীন ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগের নাম নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

১। ইন্দ্রদ্বীপ। ২। কশেরুমান। ৩। তাম্রপর্ণ। ৪। গভস্তিমান। ৫। নাগদ্বীপ। ৬। সোম্য। ৭। গন্ধর্ব্ব। ৮

বারুণী। ৯; সাগর সংবৃত দ্বীপ। ইহার প্রত্যেকটী প্রায় এক সহস্র যোজন বিস্তৃত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে শেষোক্ত সাগরসংবৃত দ্বীপকেই ভারত উপদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাচীন পুরাণ ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ভারতবর্ষের যেরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান আবিস্কৃত সমগ্র পৃথিবীও প্রাচীন ভারতবর্ষের সমতুল্য হয় না। ইহা দ্বারা কেহ কেহ অনুমান করেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষের কালস্রোতে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তন ঘটিলেও অদ্যাপিও তাহা সম্যক্‌রূপে আবিস্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বর্ত্তমান ভূমণ্ডলের ইউরোপকে ইন্দ্রদ্বীপ, গ্রীস দেশকে গর্ভস্তিমান তুরস্ক দেশকে তাম্রপর্ণ ও রুষ দেশকে কশেরুমান বলিয়া বিবেচনা করেন।

হিমালয় পর্ব্বতও ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত। পুরাণ শাস্ত্রকারগণ ইহার দৈর্ঘ্য ৮০০০০ অশি হাজার যোজন স্থির করিয়াছেন। এজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন প্রাচীন পুরাণাদি উল্লিখিত হিমালয় পর্ব্বতও বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই। মহাভারতের বর্ণনায় চীন দেশ তৎকালে ভারতবর্ষান্তর্গত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহার উত্তরে হিমালয়ের স্থান নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক। বামনপুরাণের মতে সাগর সংবৃত নবম দ্বীপ এই ভারত উপদ্বীপের উত্তরে তুরস্ক দেশ নির্দ্দিষ্ট।

বিন্ধ্যাচল পর্ব্বত এই ভারতবর্ষকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উক্ত পর্ব্বতের উত্তরভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ হিমালয় প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রাচ্যপ্রদেশ ও প্রতীচ্যপ্রদেশ নামে

৪টী বিভাগে বিভক্ত এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ও আর্য্যাবর্ত্তের ন্যায় নর্ম্মদা প্রদেশ, গোদাবরী প্রদেশ, কৃষ্ণাপ্রদেশ ও কাবেরী প্রদেশ নামে ৪টী বিভাগে বিভক্ত।

ব্রহ্মাবর্ত্ত।

মনু বলিতেছেন,—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো-র্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে সূর্য্যের ঔরসে বিশ্বকর্ম্মা কন্যা সংজ্ঞার বৈবস্বত সাবর্ণি মনুনামে পুত্র হয়। যম এই বৈবস্বত মনুর ভ্রাতা এবং যমুনা তাঁহার ভগিনী। এই মনু পৃথিবীর মধ্যস্থল সুমেরু পর্ব্বতে বাস করিয়া রাজত্ব করিতেন। কিন্তু প্রলয়ের জলপ্লাবনে ভারতবর্ষের গঙ্গা ও সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী পুণ্যভূমিতে আগমন করিয়া বাস করেন। তদবধি ঐস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যস্থিত কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল বা কান্যকুব্জ, মথুরা প্রভৃতি প্রদেশ এই ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের অন্তর্নিবিষ্ট।

আর্য্যাবর্ত্ত।

উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে সাগর-বেষ্টিত ভূমিখণ্ড আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। কান্যকুব্জ, উৎকল, সারস্বত, গৌড় ও মিথিলা প্রদেশ এই আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশের অন্তর্গত।

মধ্যদেশ।

উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পূর্ব্বে প্রয়াগ, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, এই চতুঃসীমা বেষ্টিত প্রদেশ মধ্যপ্রদেশ নামে অভিহিত হইত।

বঙ্গদেশ।

পৌরাণিক ও ভৌগলিক পরিচয়।

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদর্শকঃ॥

শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতানুসারে বঙ্গোপসাগর হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দক্ষিণে সাগর, উত্তর ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রনদ পশ্চিমে করতোয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত প্রদেশই আমাদের বঙ্গদেশ।

কিন্তু যোগিনীতন্ত্র নিম্নলিখিতরূপে কামরূপের পৌরাণিক পরিচয় দিয়াছেন।

নেপালস্য চ কঞ্জাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমং।
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনীং॥

*　　　*　　　*

উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিং করতোয়াং তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদা পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি।
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥

* * * *

"ত্রিংশদ্যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনং।
কামরূপং বিজানী হি ত্রিকোণাকারমুত্তমং॥"

মহাদেব ভগবতীকে বলিতেছেন উত্তরে নেপালের কঞ্জগিরি পশ্চিমে করতোয়া, পূর্ব্বে দীক্ষুনদী, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র এবং সাগর-সঙ্গম স্থান এই চতুঃসীমা বেষ্টিত যে ত্রিকোণাকার স্থান তাহাই কামরূপ বলিয়া অভিহিত। ইহা দৈর্ঘ্যে একশত যোজন বিস্তারে ত্রিশ যোজন। উল্লিখিত শ্লোকাদির প্রমাণ দ্বারা এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে গভর্ণমেণ্টের শাসনাদি কার্য্যের সুবিধার জন্য বিভিন্নরূপে বঙ্গদেশের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইলেও বর্ত্তমান বঙ্গ-দেশের কতক অংশ পৌরাণিক ভূগোলের কামরূপ বা প্রাক্-জ্যোতিষ প্রদেশের অন্তর্গত ছিল।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক পরিচয়।

চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ঔড্র এই পাঁচটী পুত্র ছিল এই পঞ্চ পুত্র মধ্যে যিনি যে দেশ বা প্রদেশ শাসন করিতেন সেই দেশ সেই শাসনকর্ত্তার নামানুসারে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বলিরাজ পুত্র বঙ্গ উল্লিখিত চতুঃসীমা বিশিষ্ট স্থানে রাজত্ব করিতেন সেই জন্য উক্ত দেশ বঙ্গদেশ নামে অভিহিত হইয়াছে।

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ক্ষত্রিয়াদি বিভিন্ন বর্ণের লোক সমূহ মধ্যে কেহ কেহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে থাকে এবং কতক লোক ভারতবর্ষ

পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানেও বাস করে। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষের ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যদেশ বঙ্গদেশ এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মহারাষ্ট্র তৈলঙ্গ দ্রাবিড় কর্ণাট গুজরাট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে বাস করিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করিতেছিলেন।

উল্লিখিত স্থানের ভূদেবগণ সে সময় ভোগের পরিবর্ত্তে ত্যাগ, কপটতার পরিবর্ত্তে সরলতা, স্বার্থের পরিবর্ত্তে নিঃস্বার্থভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। উল্লিখিত স্থানের নির্ধন ভূদেবগণ, সে সময় সম্পদের কাঙ্গাল থাকিলেও চিত্তের কাঙ্গাল ছিলেন না। সে সময় রাজপ্রাসাদবাসী দুগ্ধফেণনিভ-শয্যাভোগী কত রাজা মহারাজার উন্নত মস্তক ঐ সকল পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষাজীবি-ব্রাহ্মণগণের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইত। উল্লিখিত পবিত্র প্রদেশের ভূদেবগণই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় মানসে ভগবৎ-সৃষ্ট জগতের আদি সাহিত্য বেদাদির আশ্রয় অবলম্বনে ধর্ম্মকে কখন প্রচ্ছন্ন কখনও বা অপ্রচ্ছন্ন রাখিয়া ভারতের জাতীয় জীবনের মানচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। উল্লিখিত স্থানের ভূদেব-গণই সাধনার ইষ্ট মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উপাসনার উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন এবং মধুর মঙ্গলময় শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা ও সেবা শিক্ষাদান করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণ।

বিভিন্ন স্থানে বাসস্থান হেতু এবং অন্যান্য নানাপ্রকার কারণে অসংখ্য শ্রেণী-বিভাগের উৎপত্তি হইলেও প্রথমতঃ দেশভেদে ব্রাহ্মণগণ প্রধান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। ঐ দুই শ্রেণীর নাম (১) **পঞ্চগৌড়** (২) **পঞ্চদ্রাবিড়**।

বিন্ধ্য-পর্ব্বতের উত্তরদিকস্থ ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটী প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ পঞ্চগৌড় বা পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণদিকস্থিত বিভিন্ন পাঁচটী প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ পঞ্চদ্রাবিড় বা পঞ্চদ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত।

পঞ্চগৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ নিম্নলিখিত রূপে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। সরস্বতী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ **সারস্বত ব্রাহ্মণ**।

২। কান্যকুব্জ প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ **কান্যকুব্জ বা কানোজ ব্রাহ্মণ**।

৩। গৌড় প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ **গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ**।

৪। উৎকল বা ওড্র প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ **উৎকলীয় ব্রাহ্মণ**।

৫। মিথিলা প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণগণ **মৈথিলী ব্রাহ্মণ**।

পঞ্চ দ্রাবিড়া ব্রাহ্মণ।

পঞ্চ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণও নিম্নলিখিত রূপে পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। মহারাষ্ট্র প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

২। তৈলঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ আন্ধ্র বা তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ।

৩। দ্রাবিড় প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ।

৪। কর্ণাট প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ কর্ণাটিক ব্রাহ্মণ।

৫। গুজরাট প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ গুজরাটী ব্রাহ্মণ।

১। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ।

মহারাষ্ট্র প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণগণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেও তাহাদের পাঁচটী শ্রেণী প্রধান। যথা,—(১) দেশস্থ (২) কোঙ্কনস্থ (৩) কার্হার বা কার্হাতক. (৪) কাণ্য ও (৫) মাধ্যান্দিন। মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণগণের উল্লিখিত প্রধান পাঁচটী শ্রেণী ব্যতীত আরও কতকগুলি শ্রেণীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—সারস্বত বড় দেশকর, ব্রাহ্মণজয়ী, গোলক, আভীর, যাভল, পলাশ, খারেপ, কুশস্থলী, খাজুর, কান্ত, কুণ্ডগোলক, পাঢ্য কির্ব্বন্ত, দেবারুক, কালঙ্কী, নার্ভঙ্কর, ভাল, বলকর, কুদাল, দেশকর, হুশেনী, কেলেঙ্কর, পেদনেকর, সেনাপতি. রাণ্ড, গোলক, ত্রিগুল ইত্যাদি ; পন্থ, রাও, দেশাই, দেশ, পাণ্ডে, দেশমুখ, কুলকর্ণি ও পতি প্রভৃতি মহারাষ্ট্রিয় ব্রাহ্মণগণের উপাধি।

দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা দান গ্রহণ করেন না তাহারা বিষয়ী বা গৃহস্থ। উক্ত দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা দানগ্রহণ করেন তাহারা সমাজে ভিক্ষুক বলিয়া পরিচিত। এই ভিক্ষুক শ্রেণী মধ্যে যাহারা ব্যবহার শাস্ত্রবিৎ তাহারা শাস্ত্রী, যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত তাহারা যোশী, যাহারা চিকিৎসাবিদ্যা-বিশারদ তাহারা বৈদ্য, যাহারা পুরাণাদি পাঠ করেন তাহারা পৌরাণিক, গায়ক সম্প্রদায়ের দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ হরিদাস এবং যাহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন তাহারা ব্রহ্মচারী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। যাহারা কোঙ্কন প্রদেশে বাস করেন তাহারা কোঙ্কনস্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে প্রায় তিন শতাধিক উপাধি দৃষ্ট হইলে ও যোশী, রানাডে, গোখেল, আখাডেল, পরঞ্জপে, বাপতে, চিতেল, ভেব, আচাভেল, পাটবর্দ্ধন, গাদায়, রাষ্ট্র প্রভৃতি উপাধি কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ সম্মানসূচক।

৩। কাহার নামক স্থানের নামানুসারে কার্হাতক বা কার্হার ব্রাহ্মণগণের নামের উৎপত্তি।

৪। পুনা, কোলাপুর ও মহারাষ্ট্রিয় দেশের বিভিন্ন স্থানে কাণ্ব সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন। কোলাপুরের মহারাজা এই মহারাষ্ট্রীয় কাণ্ব ব্রাহ্মণের শিষ্য।

৫। নাসিক প্রদেশের ব্রাহ্মণগণ মাধ্যন্দিন শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিচিত। এই নাসিক প্রদেশে মৈত্রেয়নীয় নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হয়।

বেরার প্রদেশের ব্রাহ্মণগণও মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

২। তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ।

অন্ধ্র বা তৈলঙ্গ প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ আন্ধ্র বা তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ১৬টী শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিভাগ আছে। যথা (১) রামানুজ। (২) মাধবাচার্য্য। ৩। অরাধ্য। ৪। মসলিপত্তন নিবাসী যাজ্ঞবল্ক্য। ৫। কর্ণকমল। ৬। বর্ণশাম। ৭। তৈলঙ্গ। ৮। ভেদিগাড়ু। ৯। নিয়োগী। ১০। ভেলাগাড়ু। ১১। কমরকুল। ১২। ডেঙ্গিনাড়ু। ১৩। মুড়াকানাড়ু। ১৪। কাষাবানাড়ু। ১৫। মাধ্যন্দিনী। ১৬। সামবেদী তৈলঙ্গ।

৩। দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ।

ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন প্রদেশের পূর্ব্ব এবং মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণস্থ প্রদেশের তামিল ভাষাভাষী ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যেও সাতটী শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

১। সামবেদী। ২। ঋক্‌বেদী। ৩। শুক্লযজুর্ব্বেদী। ৪। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী। ৫। অথর্ব্ববেদী। ৬। নমুচী। ৭। দ্রাবিড়া।

৪। কার্ণাটিক ব্রাহ্মণ।

কর্ণাট প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ কার্ণাটিক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদিগের মধ্যে ও বহু শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও কুনী ও নাগরবংশের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। (ক) এই কুনী ব্রাহ্মণগণেরও চারিটী শ্রেণী বিভাগ আছে। যথা,—১। কেতোর কুনী। ২। কানদ। ৩। উরিচী। ৪। অবর ডোকল।

কেতর কুনী ব্রাহ্মণগণ কলিঙ্গ দেশ হইতে এবং কানদ,উরিচী

এবং অবর ডোকল ব্রাহ্মণ কর্ণাট প্রদেশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ আছে। (খ) নাগর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঠাকুর ভট্ট, আচার্য্য ও ব্যাস প্রভৃতি উপাধি আছে।

৫। গুজরাটী ব্রাহ্মণ।

গুর্জ্জর বা গুজরাট প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ গুজরাটী ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গুজরাটী ব্রাহ্মণের মধ্যে ঔদিচ্য সম্প্রদায়ের গুজরাটী ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব বাসস্থানের নাম অনুসারে মারোয়ারী ঔদিচ্য, ওগারীয়-ঔদিচ্য, কাচ্ছী-ঔদিচ্য, প্রভৃতি বিভিন্নরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঔদিচ্য সম্প্রদায়ের গুজরাটী ব্রাহ্মণগণের (১) সিদ্ধপুরী (২) শিহর (৩) টোলাবীর নামক তিনটী প্রধান শ্রেণী বিভাগের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন গুজরাটী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্য পাঁচটী শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—

১। কুনরিগড। ২। দর্জ্জিগড়। ৩। কোলিগড। ৪। মুচিগড। ৫। গন্ধগড়।

কুনরিগডের ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ কৃষকশ্রেণী লোকের গুরুদেব। দর্জ্জিগড় ব্রাহ্মণগণ দর্জ্জির গুরুদেব। কোলিগড় ব্রাহ্মণগণ কোলের গুরুদেব এবং মুচিগড় ব্রাহ্মণগণ মুচিদিগের গুরুদেব বলিয়া পরিচিত।

এই সকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন রাজপুতনায় শ্রীমালি, নন্দবন, পোখর, রাজগুরু, লবণ, আচার্য্য, পারিখ, ভাট প্রভৃতিও বহু বিভিন্ন উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণের অবস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে নাম্বরী, গোকর্ণ ও তুলভ প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন।

পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

ভারতবর্ষে এক সময়ে গৌড় নামে পাঁচটী নগর একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এজন্য উক্ত রাজ্য পঞ্চ গৌড়ীয় বা গৌড় নামে অভিহিত হইত। গোড় শব্দে কখন গৌড়নগর কখন সমগ্র বারেন্দ্রভূম, কখন মিথিলা ও উৎকল প্রদেশ সহ সমগ্র বঙ্গদেশও বুঝাইত, পঞ্চ গৌড়ীয় রাজ্য বলিতে (১) রাঢ়প্রদেশ (২) বারেন্দ্রভূমি, (৩) বকদ্বীপসহ বঙ্গদেশ, (৪) মিথিলা প্রদেশ ও (৫) উৎকল প্রদেশকেই বুঝাইত। এই পাঁচটী প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণই পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত।

১। কান্যকুব্জ বা কনোজ ব্রাহ্মণ।

কান্যকুব্জ বা কনোজ প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বা কনোজ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত। বর্ত্তমানে এলাহাবাদ, গোরক্ষপুর, হামিরপুর, ফতেপুর বান্দর এবং বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণের নিম্নলিখিতরূপ তিনটী শাখার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যথা—(১) কান্যকুব্জ, (২) সরযুপুরী ও সনাধ্যায়।

(২) কান্যকুব্জ এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ বা কনোজ ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত।

(৩) সরযুনদীর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের ব্রাহ্মণ অধিবাসীগণ সরযুপুরী ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

(৪) কান্যকুব্জের উত্তর পূর্ব্বদিক এবং মথুরার দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ সনাধ্যায় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

কান্যকুব্জ বা কনোজ ব্রাহ্মণগণের সাধারণতঃ দশটী উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—(১) দোবে বা দ্বিবেদী। (২) ত্রিবেদী বা তেওয়ারী। (৩) চৌবে বা চতুর্ব্বেদী। (৪) মিশ্র। (৫) পাঁড়ে। (৬) সুকুল। (৭) দীক্ষিত। (৮) পাঠক। (৯) উপাধ্যায়। (১০) বাজপেয়ী। এই দশবিধ উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণও বহু প্রকার উপাধি জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

দোবে ব্রাহ্মণ মধ্যে—কাঞ্চনী, বারহানপুরিয়া ও সিনাসী প্রভৃতি উপাধি আছে।

ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ মধ্যে—লোনাখা, দীক্ষিত, গোবর্দ্ধন ও সপে প্রভৃতি উপাধি আছে।

চৌবে ব্রাহ্মণ মধ্যে—নয়াপুরা, রামপুরা ও গার্গৌয় প্রভৃতি উপাধি আছে।

মিশ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে—সিরাজপুরী, মধুবানী, বৈশী ও গ্রামবাসী প্রভৃতি উপাধি আছে।

সুকুল ব্রাহ্মণ মধ্যে—গৌতমী, ভিপতি ও বারিকপুরী প্রভৃতি উপাধি আছে।

পাঁড়ে ব্রাহ্মণ মধ্যে—জোড়াভয়, নাট ও ত্রিফল প্রভৃতি উপাধি আছে।

দীক্ষিত ব্রাহ্মণ মধ্যে—দেবগাঁও, চৌধুরী ও কাকারী প্রভৃতি উপাধি আছে।

পাঠক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে ঐরূপ নানাপ্রকার উপাধি আছে।

উপাধ্যায় ব্রাহ্মণ মধ্যে—দেবারণ্য, গেবাট ও হিরণ্য প্রভৃতি উপাধি আছে।

বাজপেয়ী ব্রাহ্মণ মধ্যে—উচ্চ নীচ দুইটী শ্রেণী বিভাগ আছে।

ইহা ভিন্ন এই কানোজ ব্রাহ্মণের মধ্যে আরও প্রায় বিংশতি প্রকার নিম্নশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

উল্লিখিত কানোজ ব্রাহ্মণের মধ্যে ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সুকুল ব্রাহ্মণগণ শুক্ল যজুর্ব্বেদের মধ্যন্দিন শাখায় অন্তর্ভুক্ত। মিশ্র উপাধিধারীব্রহ্মণগণ শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাণ্বায়ন শাখার অন্তর্গত। তেওয়ারী ব্রাহ্মণগণ সামবেদের কুথুম শাখার অন্তর্গত। পাঁড়ে ব্রাহ্মণগণ সামবেদী ঋগ্বেদী উভয় রূপই আছেন। বাজপেয়ী ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ শুক্ল যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ।

তেওয়রো, পাঁড়ে, দোবে, সুকুল ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিতে পারেন।

সরযুপুরী ব্রাহ্মণের মধ্যেও নানাপ্রকরে শ্রেণী বিভাগ ও উপাধি আছে। সনাধ্যায় ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও দোবে, ত্রিবেদী চৌবে, সুকুল, পাঁড়ে, পাঠক, দীক্ষিত, উপাধ্যায়, বাজপেয়ী, পরাশর, গোস্বামী, চতুর্ধুরী বা চৌধুরী, চৈনপুরী ও উদেশীয় প্রভৃতি উপাধির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২। সারস্বত ব্রাহ্মণ।

সরস্বতী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণ অধিবাসীগণ সারস্বত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত। ইহারা বর্ত্তমানে পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর, মুলতান, জলন্দর, শুকদাসপুর, কাশ্মীর, রাজপুতনা, গুজরাট এবং

দক্ষিণ ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সারস্বত ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ (ক) বাঞ্জোই এবং (খ) মহিয়াল নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদের মিশ্র উপাধি সাধারণ থাকিলেও এক এক বংশের এক এক প্রকার উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—মোলতেপা, ঝিঙ্গল, জেতৌলি, কুশারী কালিয়া, মালিয়া, কুহরিয়া, মধুরিয়া, বাগরা, তেওয়ারী, পাঠক, তুষরাঙ্গ, কুলা, জোভাসী, শরী, সমথ, নাভ, নারদ, ললপা, কোনীর, ঐড়ি, চিত্রজোট, ডামরী, সানায়, পারাটি, বাসুদেও, বান্দে, মেহেরা, সুত্রক, ভেড়ী, অহস, সুদাস, হাস্তর প্রভৃতি উপাধিগুলি সারস্বত ব্রাহ্মণগণের উপাধি।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে স্ববংশে বিবাহ হয় না, কিন্তু স্বগোত্রে বিবাহ হয়।

সিন্ধুদেশের সারস্বত ব্রাহ্মণগণের (১) শ্রীকর (২) শিকারপুরী (৩) বাভঞ্জাহী (৪) শ্বেতপল (৫) কুন্ডচণ্ড নামক পাঁচটী শ্রেণী দৃষ্ট হয়। সিন্ধুদেশে পোখান নামক এক শ্রেণীর সারস্বত ব্রাহ্মণ আছেন তাঁহারা ভাতিয়াদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

কাশ্মীরের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ সুন্দর এবং সুপণ্ডিত। ডোগাই নামক এক শ্রেণীর সারস্বত ব্রাহ্মণ কাশ্মীরের পার্বত্য প্রদেশে বাস করিয়া থাকেন।

৩। মৈথিলী ব্রাহ্মণ।

কথিত আছে মিথি নামক জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজা বিদেহ রাজ্য জয় করিয়া নিজ নামানুসারে মিথিলা নামক নগর সংস্থাপন করেন, সেই সময় হইতে বিদেহ রাজ্য মিথিলা রাজ্য নামে পরিগণিত এবং মিথিলা নগর উক্ত রাজ্যের রাজধানী হয়।

উক্ত মিথিলা প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত। মৈথিলী ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত যথা—(১) (শ্রুতি বা বেদপাঠক)। (২) যোগ (৩) পাঞ্জীবধি (৪) নাগর ও (৫) জেবর।

মৈথিলী ব্রাহ্মণগণের সাধারণতঃ ৮টী উপাধির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১) ওঝা বা ঝা (২) পাঠক (৩) মিশ্র (৪) চৌধুরী (৫) রায় (৬) ঠাকুর (৭) পুর (৮) পাদবী।

উল্লিখিত উপাধি ভিন্ন মৈথিলী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুমার, খাঁ ও পরিহস্ত প্রভৃতি উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। মৈথিলী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পক্ষধর মিশ্র ও মণ্ডল মিশ্রের নাম ন্যায় শাস্ত্রের আলোচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

৪। উৎকল ব্রাহ্মণ।

উৎকল বা উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ উৎকলীয় বা উৎকল ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

উৎকল ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত; যথা—(১) দাক্ষিণাত্য ও (২) জাজপুরী। পুরী, কটক প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য উৎকল ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এবং জাজপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের ব্রাহ্মণগণ জাজপুরী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত।

দাক্ষিণাত্য উৎকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৩টী শ্রেণী বিভাগ আছে। যথা—(১) বৈদিক (২) পুজারী (৩) বিষয়ী। দাক্ষিণাত্য উৎকল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ কুলীন ও শ্রোত্রীয় এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই উৎকল দেশীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামন্ত, নন্দ, মিশ্র, আচার্য্য,সেনাপতি, সৎপতি,

চেদী, পর্বগ্রাহী, বৈদীজাতি প্রভৃতি উপাধি আছে। ইহাদের শ্রোত্রীয় শ্রেণীতে ভট্ট, মিশ্র, উপাধ্যায়, ওঝা, তেওয়ারী সৎপতি দাস, পতি প্রভৃতি উপাধি আছে।

পূজারী বা অধিকারী ব্রাহ্মণগণও উৎকলীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিষয়ী ব্রাহ্মণগণের মহাজনপন্থা ও মহাস্থানী নামক দুইটী শ্রেণী আছে। বিষয়ী ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডা, সেনাপতি, মহাপাত্র, পশুপালক প্রভৃতি উপাধি আছে।

২। জাজপুরী ব্রাহ্মণগণের ও পাণ্ডা, মিশ্র, সেনাপতি ও দাস প্রভৃতি উপাধি আছে।

৫। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ।

গৌড়দেশ বলিলে সাধারণতঃ বঙ্গদেশকেই বুঝাইয়া থাকে। গৌড়ীয় বা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(ক) সপ্তশতী ব্রাহ্মণ (খ) কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণ (গ) বৈদিক ব্রাহ্মণ। এতদ্ব্যতীত (ঘ) মধ্যশ্রেণী (ঙ) গ্রহাচার্য্য প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ও বঙ্গদেশে বাস করেন।

(ক) সপ্তশতী ব্রাহ্মণ।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে বহুপ্রকার কিম্বদন্তি থাকিলে ও কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বে যে এই বঙ্গদেশে তাহারা বাস করিতেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করিলে উক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেক নিম্নশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত ক্রমে ধীরে ধীরে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ নিম্ন জাতির

পৌরহিত্য প্রভৃতি কার্য্যে ব্রতী হইয়া পতিত বা বর্ণব্রাহ্মণরূপে বাস করিতেছেন। এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সমাজে সুনাম ও যশের সহিত বাস করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন। সপ্তশতী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি অর্থে কেহ কেহ বলেন কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে উল্লিখিত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা মাত্র সাতশত ছিল ইহা হইতেই তাহারা ঐরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(খ) কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ।

কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণই বাসস্থানাদির নামানুসারে ক্রমে রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন, ভঙ্গ, বংশজ, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আছে। বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যেও কুলীন, কাপ, শ্রোত্রীয় প্রভৃতি শ্রেণী বিভাগ আছে।

(গ) বৈদিক ব্রাহ্মণ।

"বেদান্ বেত্তি য সঃ বৈদিকঃ।"

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মাত্রই বৈদিক ব্রাহ্মণ শব্দ বাচ্য হইলেও দ্রাবিড়াদি প্রদেশ হইতে আগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণই বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। [illegible]দ্বীপ পূর্ব্বস্থলী ভট্টপল্লী ও কোটালীপাড়া প্রভৃতি স্থানের বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(ঘ) মধ্যশ্রেণী।

উল্লিখিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার স্থানে

স্থানে এবং উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের মধ্যস্থানে মধ্যশ্রেণী নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন তাহারাও একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

(ঙ) গ্রহবিপ্র।

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, গ্রহযামল, ব্রহ্মযামল, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও ভবিষ্য পুরাণের মতানুসারে শাকদ্বীপের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণই গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সুরাংশ ব্রাহ্মণ এবং গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণগণ গ্রহাংশ ব্রাহ্মণরূপে প্রসিদ্ধ। দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে গরুড় শাকদ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ সাম্বের গ্রহবৈগুণ্যাদির জন্য গ্রহার্চ্চনা ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিলে তাহার রোগ আরোগ্য হয়। তদবধি ঐ সকল শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে বাস করেন।

গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্যবশতঃ নবগ্রহ যজ্ঞ ও স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করাইবার মানসে মগধদেশের সরযুনদীর নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে দ্বাদশজন জ্যোতিষবিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহারা ও তাঁহাদের বংশধরগণ আচার্য্য, গ্রহাচার্য্য, লগ্নাচার্য্য প্রভৃতি নামে অভিহিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রাচীন রাজগণ।

মগধের পালবংশীয় বৌদ্ধ রাজগণ দ্বারা বঙ্গদেশ বহুবৎসর শাসিত হইয়াছিল। ঐ সকল রাজগণের নাম ও রাজত্বকাল নিম্ন-লিখিতরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গোপালদেব ৭৭৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৭৮৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার পর ধর্ম্মপাল ৭৮৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত মগধ ও গৌড়ে রাজত্ব করেন। ধর্ম্মপালের পর দেবপাল ৮৩০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৮৬৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার পর ৮৬৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৮৭৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত শূরপাল রাজত্ব করেন। বিগ্রহপাল ৮৭৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯০০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, নারায়ণ পাল ৯০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯২৫ খ্রীঃ অব্দ, রাজ্যপাল ৯২৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯৫০ খ্রীঃ অব্দ, ২য় গোপাল পাল ৯৫০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯৭০ খ্রীঃ অব্দ, ২য় বিগ্রহপাল ৯৭০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯৮০ খ্রীঃ অব্দ, মহীপাল ৯৮০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৩৬ খ্রীঃ অব্দ, নয়নপাল ১০৩৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৫৩ খ্রীঃ অব্দ, ৩য় বিগ্রহপাল ১০৫৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৬৮খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা-দিগের পর পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজা ২য় মহীপাল ১০৬৮ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১০৭৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ২য় শূরপাল ১০৭৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০৯১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত এবং রামপাল ১০৯১ খ্রী; অব্দ হইতে ১১০৩ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, তৎপর কুমারপাল ১১০৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১১০ খ্রীঃ অব্দ, ৩য় গোপালপাল ১১১০

খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১১৫ খ্রীঃ অব্দ এবং তৎপর মদনপাল ১১১৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ইঁহাদের রাজধানী ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপাল নগর। সেনবংশীয় রাজাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে পালরাজগণ ঢাকা জেলার উত্তরস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান করেন। পরে ১৩৫৩ খ্রী.অব্দে সুলতান ইলিয়াস সামসুদ্দিন এই রাজত্বের ধ্বংস সাধন করেন।

এই সকল বৌদ্ধ রাজগণ কর্ত্তৃক হিন্দুরাজ্য ও রাজগণের উপর সময় সময় নানারূপ অত্যাচার হইত। মগধের ঐ সকল বৌদ্ধ রাজগণ দ্বারা অনেক হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজগণও বিনষ্ট হইয়াছিল। অনেক হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজগণ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় অবলম্বন করিয়া সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য কান্যকুব্জ প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের যজ্ঞাগ্নি হইতে কতকগুলি ক্ষত্রিয় যোদ্ধা উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহারা যজ্ঞাগ্নি হইতে উৎপন্ন বলিয়া অগ্নিকুল ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছিল। চালুক্য চালুম্যান পরিহর প্রমার প্রভৃতি অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা ক্রমে বৌদ্ধরাজ্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে, ইহারই ফলে বঙ্গদেশের পালরাজগণ ক্রমে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশে পালবংশীয় রাজগণ গৌড় নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াছিলেন। গৌড় নগরের এই পালরাজবংশ ব্যতীত তৎকালে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন পালরাজবংশ বর্ত্তমান ছিল। বগুড়া এবং দিনাজপুর প্রদেশের পাল রাজত্ব ভিন্ন ঢাকা জেলা ও ব্রহ্মপুত্র নদের নিকট অন্য একটী পালরাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিখ্যাত একডালাদুর্গ শেষোক্ত এই পাল-রাজগণেরই একটী কীর্ত্তি বলিয়া ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামের প্রসিদ্ধ শ্রীবিগ্রহ যশোমাধব বা মাধব পালবংশীয় রাজা যশোপাল কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

পাল বংশ ধ্বংস ও পাল রাজত্বের অবসান সময়ে শূরবংশীয় রাজগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করেন। শূরবংশীয় রাজগণের মধ্যে শূরসেন বা আদিশূর প্রথম রাজত্ব লাভ করেন। এবং তিনি ৯০০ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯৫০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপর ভূশূর ৯৫২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯৭০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভূশূরের পর ক্ষীতিশূর ৯০০ খৃঃ অব্দ হইতে ৯৮১খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, ধরাধরশূর ৯৮১খ্রীঃ অব্দ হইতে ৯৯৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত, বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্নশূর ৯৯৪ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১০১২ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অনুশূর ১০১২ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১০৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে তৎপর চন্দ্রশূর ১০৩০খৃ অব্দ হইতে ১০৪৮ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। চন্দ্রশূর কন্যা প্রভাবতীকে বিজয়সেন বা বিজয়সেন বিবাহ করিয়া ১০৪৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া সেন বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজা বিজয় সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লাল সেন ১০৬৬ খ্রীঃঅব্দ হইতে ১১০১ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন ১১০১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১২১ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি প্রথম লক্ষ্মণ সেন নামে পরিচিত। তৎপর লক্ষ্মণ সেনের পুত্র মধুসেন ১১২১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১১২৩ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত এবং তৎপুত্র লাক্ষ্মণেয় সেন ১১২৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১২০৩ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হয়। এই লাক্ষ্মণেয় সেন ২য় লক্ষ্মণ সেন নামে পরিচিত।

আদিশূর।

কথিত আছে মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম প্রদেশে ভোজগৌর নামক জনৈক নৃপতি নিজ নামানুসারে খ্রীঃ ৮ম শতাব্দীতে গৌড় নামক এক নগর সংস্থাপন করেন। এই গৌড় নগরের পালবংশীয় কোন রাজার শূরসেন নামক এক জন সেনাপতি ছিলেন। এই শূরসেনই তাহার প্রভুর মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আদিশূর নাম গ্রহণ করেন। রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থে কাশ্মীরের আদিত্য-বংশীয় ললিতাদিত্যের পৌত্র কাশ্মীর-রাজ দেবাদিত্য বা জয়াপীড়ের গৌড় বিজয় উপলক্ষে গৌড়াধিপতি জয়ন্তকে জয়াপীড়ের সমসাময়িক রাজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই জয়ন্তই আদিশূর নামে অভিহিত। কোন কোন গ্রন্থে আদিশূর চোল রাজা বা চোলসেনাপতিরূপে বর্ণিত হইয়া বীরসেন নামেও অভিহিত হইয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের মতে মহারাজা আদিশূরের পিতার নাম মাধব সেন ছিল। ইনি সময় সময় উত্তর বঙ্গের পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা পাণ্ডুয়া নগরে সপরিবারে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্যাদি সম্পাদনের উপলক্ষে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিলেও ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালনগরই তাহার প্রকৃত রাজধানী ছিল। পরে রাঢ়দেশের শাসন সৌকার্য্যার্থে তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণ নবদ্বীপে ৩য় রাজধানী স্থাপন করেন। মহারাজা আদিশূর কান্য-কুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন। কেহ কেহ কান্যকুব্জের এই রাজা চন্দ্রকেতুকে জয়াদিত্য বলিয়া থাকেন। গৌড়াধিপতি মহারাজা আদিশূর অপুত্রক

থাকায় একটী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন কিন্তু রাজা অশোক হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের ক্রমোন্নতিতে বঙ্গদেশে বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ছিল না। মহারাজা আদিশূর স্বর্ণ কৌশিক, রজত কৌশিক, কৌণ্ডিন্য কৌশিক, ঘৃত-কৌশিক, ও কৌশিক গোত্র সম্ভূত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা তৎকার্য্যে অক্ষমতা প্রকাশ করিলে মহারাজা শেষে কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রকেতু বা জয়াদিত্যের নিকট পাঁচজন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের জন্য প্রার্থনা করেন। বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরমা গ্রন্থে এই কান্যকুব্জাধিপতির নাম বীরসিংহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মহারাজা চন্দ্রকেতুও গৌড়াধিপতি আদিশূরের প্রার্থনানুসারে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন বেদজ্ঞ বাক্‌সিদ্ধ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে সাগ্নিক পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমনের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন বঙ্গদেশে অনাবৃষ্টি হেতু যজ্ঞ করিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু তৎকালে রাজা অশোক হইতে মহারাজা আদিশূরের রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে বিশুদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে না থাকায় কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে রাণী চন্দ্রমুখীর চান্দ্রায়ন ব্রত নির্ব্বাহ জন্য পঞ্চ-গোত্রীয় পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। মাড়ভট্যা গ্রন্থমতে মহারাজা আদিশূর অপুত্রক ছিলেন,

তজ্জন্য যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থে ঐরূপ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিবার আবশ্যক হইয়াছিল। যে কারণেই হউক মহারাজা আদিশূর যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পাঁচজন বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করেন সে সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই।

পঞ্চ ব্রাহ্মণ।

ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, কান্যকুব্জাধিপতি প্রথমে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরী এবং বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধিকে বঙ্গদেশে মহারাজা আদিশূরের রাজধানীতে প্রেরণ করেন। হরিমিশ্র, এড়ুমিশ্র ও বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকার মতে কান্যকুব্জাধিপতির আজ্ঞানুসারে ভিল্লিচত্বর বা জম্বুচত্বর হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষীতিশ, ঔড়ুম্বর গ্রাম হইতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, কোলাঞ্চ গ্রাম হইতে কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ মদগ্রাম হইতে সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরী এবং তাড়িত গ্রাম হইতে বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি মহারাজা আদিশূরের নিকট বঙ্গদেশে আগমন করেন। ইহারা সকলেই বাক্‌সিদ্ধ বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু ইহাঁদিগের সমস্ত শরীর বর্ম্মাবৃত ছিল এবং হস্তে অসি ধনুর্ব্বাণ, পৃষ্ঠে তুণ শোভা পাইতেছিল। তজ্জন্য তাঁহাদের বেশভূষাতে মহারাজার মন সে সময় আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। কথিত আছে মহারাজা দ্বারবানের বাচনিক কান্যকুব্জাগত দ্বিজপঞ্চকের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দূর হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করেন কিন্তু বেশভুষায় তাঁহার চিত্তাকর্ষণ না করায় সে সময় মহারাজা দ্বিজপঞ্চকের সমীপবর্ত্তী হইলেন না। দ্বিজ-

পঞ্চক মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অর্ঘ্যবারি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা তথাকার একটী দ্বারস্থ হস্তিবন্ধন যূপকাষ্ঠ অর্থাৎ চিরশুষ্ক মল্ল বৃক্ষোপরি নিক্ষেপ করিলে মল্লকাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ পল্লবিত হইয়া পরে ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়াছিল। দৌবারিকের মুখে উল্লিখিত অদ্ভূত ঘটনা শ্রবণ করিয়া মহারাজা দ্বিজ পঞ্চকের নিকট আগমন করিয়া কর-যোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সাগ্নিকপঞ্চব্রাহ্মণ মহারাজার আচার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। মহারাজা আদিশূর দ্বিজ পঞ্চকের গুণ অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে পুনরায় তাহার রাজধানীতে আনয়ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু উক্ত দ্বিজপঞ্চক বঙ্গদেশে আর পুনরাগমন করেন নাই। পরে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষীতিশেবপুত্র ভট্টনারায়ণ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি পুত্র শ্রীহর্ষ, কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগপুত্র দক্ষ, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরী পুত্র ছান্দর এবং বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি পুত্র বেদগর্ভ বঙ্গদেশ আগমন করেন।

"বেদ বাণাঙ্ক শকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষ শ্ছান্দড়ো বেদগর্ভকঃ॥
অথ শ্রীহর্ষনামা চ সাগ্নিক বংশসম্ভবাঃ।
আয়াতাঃ পঞ্চ বিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ।
সস্ত্রীকাঃ সহ পুত্রৈশ্চ সহভৃত্যৈশ্চ তে তথা॥"

কুলমিশ্র।

কুলমিশ্র গ্রন্থের উক্ত শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে মহর্ষি ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দর, বেদগর্ভ ও শ্রীহর্ষই স্ত্রীপুত্র ভৃত্য

সমভিব্যাহারে কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। এবং এইসময় মহর্ষি ভট্টনারায়ণের সঙ্গে সৌকালীনগোত্রীয়মকরন্দ ঘোষ,মহর্ষি শ্রীহর্ষের সঙ্গে কাশ্যপ গোত্রীয় বিরাট গুহ,মহর্ষি দক্ষের সঙ্গে গৌতম গোত্রীয় দশরথ বসু, মহার্ষ ছান্দরের সঙ্গে মৌদ্গল্য গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত এবং মহর্ষি বেদগর্ভের সঙ্গে বিশ্বামিত্র গোত্রীয় কালিদাস মিত্র সঙ্গে আসিয়াছিলেন। যে সময় এই দ্বিজ পঞ্চক বঙ্গদেশে আগমন করেন সে সময় মহর্ষি ভট্টনারায়ণের বয়স ৭০ বৎসর, মহর্ষি শ্রীহর্ষের বয়স ৯০ বৎসর, মহর্ষি দক্ষের বয়স ৭০ বৎসর, মহর্ষি ছান্দের বয়স ৩০ বৎসর এবং মহর্ষি বেদ-গর্ভের বয়স ৪০ বৎসর। মহর্ষি ভট্টনারায়ণ বেণীসংহার প্রভৃতি নাটকের গ্রন্থকার এবং মহর্ষি শ্রীহর্ষ নৈষধ-চরিত ও খণ্ডন-কাব্য গ্রন্থের গ্রন্থকার।

সময় নির্ণয়।

আদিশূরের রাজত্ব কাল ও কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণের আগমন নির্ণয় উপলক্ষে (১) বারেন্দ্র কুল পঞ্জিকার গ্রন্থকার ও বাচস্পতি মিশ্র ৬৫৪ শক অর্থাৎ ৭৩২ খ্রীঃ অব্দ নির্দেশ করেন, (২) ধ্রুবানন্দ মিশ্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সম্বন্ধ নির্ণয়ের গ্রন্থকার কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণগণের আগমনকাল ৯৯০ সংবৎ বা ৮৬৪শক অর্থাৎ ৯৪২ খ্রীঃ অব্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্বন্ধ নির্ণয়ের গ্রন্থ-কার এতদুপক্ষে ধ্রুবানন্দ মিশ্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শুভক্ষণ শুভতিথি যে অঙ্কের নান্যগতি
ত্রিরাবৃত্তি তার মাঘ মাসে।

শুক্লায় পুষ্যায় আসি পঞ্চভৃত্য পঞ্চঋষি
প্রদীপ্ত করে রাজবাসে ॥

কুলার্ণবের গ্রন্থকার ঐ সম্বন্ধে ৮৫৪ শক অর্থাৎ ৯৩২ খ্রীঃ অব্দ নির্ণয় করেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ঐ সম্বন্ধে ৮৮৩ শক অর্থাৎ ৯৬৪ খ্রীঃ অব্দ নির্দ্দেশ করেন।

কুলরমার গ্রন্থকার কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমনের কাল ৯৫৪ শক অর্থাৎ ১০৩২ খ্রীঃ অব্দের উল্লেখ করেন।

ভট্টগ্রন্থমতে কান্যকুব্জ হইতে বেদজ্ঞ পঞ্চ ব্রাহ্মণ ৯৯৪ শকে অর্থাৎ ১০৭২ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন।

ক্ষীতিশবংশাবলীর মতে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ ৯৯৯ শকে অর্থাৎ ১০৭৭ খ্রীঃ অব্দে মহারাজা আদিশূরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আমাদের মতে খ্রীঃ সহস্র শতাব্দীর প্রথমভাগেই মহারাজা আদিশূরের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

বৰ্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, মানভূম, সিংহভূম ও মর্শিদাবাদের পশ্চিমাংশ রাঢ়দেশ বলিয়া পরিচিত। কান্যকুব্জাগত বেদজ্ঞ দ্বিজপঞ্চক ও তাহাদের বংশধরগণ এই রাঢ়দেশে বাস করিতেন সেই জন্য তাহারা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আইন আকবরী গ্রন্থমতে ১১৬৬ খ্রীঃ অব্দে বল্লাল সেন রাজত্ব করেন। মহারাজা বল্লাল সেনের সময় দ্বিজপঞ্চকের প্রায় ৮।৯ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য হেতু রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ হয়! এই বিভাগ সময় কান্য-কুব্জাগত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১১০০ ছিল। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৬৫০ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৪৫০ ঘরের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গাঞি ও উপাধি।

দ্বিজপঞ্চক ৯৯৯ সংবতে, ৯৪২ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। পরে উল্লিখিত পঞ্চ মহর্ষি বঙ্গাধিপতি মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলে উক্ত মহারাজা তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি ভট্টনারায়ণকে মানভূম জেলার পঞ্চকোটী, মহর্ষি শ্রীহর্ষকে সিংহভূম জেলায় কঙ্কগ্রাম, মহর্ষি দক্ষকে বীরভূম জেলার কামকোটী, মহর্ষি বেদগর্ভকে বাঁকুড়া জেলার বটগ্রাম এবং মহর্ষি ছান্দরকে বৰ্দ্ধমান জেলার হরিকোটী গ্রাম প্রদান করেন। পঞ্চ মহর্ষি মহারাজ প্রদত্ত পঞ্চগ্রাম প্রাপ্ত

হইয়া প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে টোল বা চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক বেদপ্রচার করিয়া সচ্ছন্দে বাস করিতে থাকেন। এই পঞ্চ মহর্ষি মধ্যে মহর্ষি ভট্টনারায়ণের ১৬টী, শ্রীহর্ষের ৪টী, দক্ষের ১৬টি, বেদগর্ভের ১২টী ও ছান্দরের ৮টী পুত্র সন্তান জন্মে। কামকোটী হরিকোটী পঞ্চকোটী কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রামের বর্ত্তমানে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। পঞ্চ মহর্ষির এই ৫৬টী সন্তান বেদ প্রচার ও বাসস্থানের জন্য বঙ্গাধিপতির নিকট হইতে ৫৬টী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চ মহর্ষির এই ৫৬টী সন্তানের ৫৬টী গ্রামের নামানুসারে তাহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের বংশ পরিচায়ক উপাধি অথবা গাঞি বা গাঁইএর উৎপত্তি হইয়াছে। কথিত আছে পঞ্চমহর্ষির এই ৫৬টী সন্তানের ৫৬টী গ্রাম প্রাপ্ত হইবার পর মহর্ষি ছান্দরের আরও তিনটী পুত্র সন্তান জন্মে। এই সন্তান তিনজনও তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

"পঞ্চগোত্র ছাপান্ন গাঞি।
ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ নাই।।"

এই বাক্য বা প্রবাদটী এই সময়ের ঘটনা হইতেই উৎপত্তি হইয়াছে। মেল বন্ধনের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণগণের পণ্ডিত, ঠাকুর, চক্রবর্ত্তী, আচার্য্য, ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উপাধি ছিল। এই সকল উপাধি ব্যক্তিগত সম্মান হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বন্দ্যবংশের মহেশ, মুখো বংশের উৎসাহ, চট্টবংশের অরবিন্দ এবং গঙ্গ বংশের শিশুর উপাধ্যায় উপাধি ছিল পরে গাঞিএর সঙ্গে যোগ হইয়া ঐ সকল উপাধি যথাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় হইয়াছে। বর্ত্তমানে অনেকে বন্দ্যো গ্রামিন বা গাঞি না হইয়াও বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে পরিচয়

দিতেছেন। মুখো গ্রামিন বা গাঞি না হইয়াও মুখোপাধ্যায় রূপে পরিচয় দিতেছেন, চট্ট গ্রামিন বা গাঞি না হইয়াও চট্টো-পাধ্যায় হইতেছেন এবং গঙ্গ গ্রামিন বা গাঞি না হইয়াও গঙ্গো-পাধ্যায় হইতেছেন। ইহাকে উপাধির ব্যভিচার বলা যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে বংশজাদি দোষে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ুরী হই-তেন, মুখোপাধ্যায় মুখুটী প্রভৃতি হইতেন তাহা বর্ত্তমানে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

কোন দিন যাহা সমাজে গৌরবের বিষয় ছিল, পরিবর্ত্তনশীল কালের প্রভাবে শিক্ষার বিপর্য্যয়ে রুচির পরিবর্ত্তনে তাহারই অনাদর উপস্থিত হইয়াছে! বর্ত্তমান সমাজে কুলাচার্য্য বা ঘটক-গণের সেই কীটদংষ্ট জীর্ণ শীর্ণ হস্তলিখিত পুথির আদর নাই। প্রাচীন কুল-মর্য্যাদা বা বংশ-সম্মান লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান সমাজে কুলীন চিত্র নিম্নলিখিতরূপে অঙ্কিত হইয়া থাকে।

দালান গোত্র পুষ্করিণী গাঞি।
ইহা ছাড়া কুলীন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর।
লোহার সিন্ধুক আর টিনের ঘর॥

পঞ্চগোত্র ছাপান্ন বা ঊনষাইট গাঞি।

১। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় মহর্ষি ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র ও তাহাদের ১৬ গ্রাম বা গাঞি পরিচয়।

মহর্ষি ভট্টনারায়ণ পুত্র—	মহর্ষি ভট্টনারায়ণের যে পুত্রের যে গ্রাম বা গাঁঞি।
১। আদিবরাহ	বন্দ্যঘটী।
২। বিকর্ত্তন	বটব্যাল।
৩। ক্ষোয়	কুশারি।
৪। গণপতি (বুড়)	মাসচটক।
৫। লাল	কুসুমকুলি।
৬। গুণমণি	ঘোষলী।
৭। শুভ (বাসু)	কুলকুলী।
৮। শান্তেশ্বর (শান্ত)	সেয়ক।
৯। বিভু (মাধব)	আকাশ।
১০। নীল	বসুয়ারী।
১১। মধুসূদন	করাল।
১২। মহামতি (শুণ্ঠ)	দীর্ঘাঙ্গী।
১৩। বটুক (বাটু)	পারিহাল।
১৪। শুঁই (শুঞি)	কুলভি।
১৫। রাম	গড়গড়ি।
১৬। নীপ (নৃপ)	কেশরকুনী।

২। ভরদ্বাজ গোত্রীয় মহর্ষি শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র ও তাঁহাদের ৪ গাঞি পরিচয়।

মহর্ষি শ্রীহর্ষ পুত্র—	মহর্ষি শ্রীহর্ষের যে পুত্রের যে গ্রাম বা যে গাঞি।
১। ধাঁদু বা সাধু	মুখটী।
২। নান (লাল)	সাগরিক (সাহরী)।
৩। জন (জনার্দ্দন)	ডিংসাই (ডিণ্ডিসাহী)।
৪। রাম	রায়ী বা রায় গ্রামী।

৩। কাশ্যপ গোত্রীয় মহর্ষি দক্ষের ১৬ পুত্র ও তাঁহাদের ১৬ গাঞি পরিচয়।

মহর্ষি দক্ষ পুত্র—	মহর্ষি দক্ষের যে পুত্রের যে গ্রাম বা গাঞি।
১। সুলোচন	চট্ট।
২। রাম	পালধী।
৩। নন্দমালী	পর্কটী (পাকরাশী)।
৪। শ্রীহরি	সিমলাই।
৫। নীব	অম্বুলী।
৬। শুভ	ভুরিগ্রামী।
৭। শম্ভু	তৈলবাটী।
৮। পালু	পলসায়ী।
৯। জন	কোয়ারী।
১০। জটাধর	পুষলী (পুষিলাল)।
১১। শশীধর	ভট্টশালী।

১২।	কেশব	... ...	মুলগ্রামী।
১৩।	ধীর	... ...	গুড়।
১৪।	কাক	... ...	হড়।
১৫।	কৃষ্ণ	... ...	পোড়ারি।
১৬।	কৌতুক	... ...	পীতমুণ্ডী।

৪। সাবর্ণ গোত্রীয় মহর্ষি বেদগর্ভের ১২ পুত্র ও তাহাদের ১২ গাঞি পরিচয়।

মহর্ষি বেদগর্ভ পুত্র—		মহর্ষি বেদগর্ভের যে পুত্রের যে গাঞি বা গ্রাম।
১।	হল	গঙ্গ বা গাঙ্গুলী।
২।	রাজাধর	কুন্দ।
৩।	বাশিষ্ট	সিদ্ধল।
৪।	বিশ্বরূপ	নন্দী।
৫।	কুমার	বালী।
৬।	যোগী	সিয়ারী।
৭।	রাম*	পুংসিক।
৮।	দক্ষ	ঘাটক (সাওেশ্বরী)
৯।	মধুসূদন	পারী (পালী)।
১০।	গুণাকর*	নায়ী বা নায়ারী।
১১।	মদন	দায়ী।
১২।	মাধব*	ঘণ্টা বা ঘাটাল।

* কেহ কেহ মাধবকে পুংসিক গুণাকরকে সিয়ারী এবং রামকে নায়ারীগ্রামী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মাধবকে কেহ কেহ মুরারি বলেন।

৫। বাৎস্য গোত্রীয় মহর্ষি ছান্দরের ১১ পুত্র ও তাহাদের ১৬ গাঞি পরিচয়।

মহর্ষি ছান্দরের পুত্র—		মহর্ষি ছান্দরের যে পুত্র যে গাঞি বা গ্রাম প্রাপ্ত।
১।	সুরভি	ঘোষাল।
২।	শঙ্কর	পিপলাই (পিপ্‌লী।)
৩।	শ্রীধর	কাঞ্জিলাল।
৪।	কবি	শিমলাল।
৫।	নারায়ণ (হরি) ...	কাঞ্জারী।
৬।	মহাযশা	বাপুলী।
৭।	রবি	মহিন্তা।
৮।	ধীর	পুতিতুণ্ড।
৯।	মনো (মনোহর)* ...	দঘল (দীঘ'রী)।
১০।	নীলাম্বর*	চোট্‌খণ্ডী।
১১।	বিশ্বম্ভর*	পূর্ব্বগামী।

* চিহ্নিত মনোহর, নীলাম্বর এবং বিশ্বম্ভর ৫৬ গাঞি গণনার পর জন্ম গ্রহণ করিয়া মনোহর দীঘল গ্রাম, নীলাম্বর চোট্‌খণ্ডী গ্রাম ও বিশ্বম্ভর পুর্ব্বগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ৩ তিন ব্যক্তির ৩ গ্রামের নাম ধরিয়া পঞ্চ গোত্রে ছাপান্ন গাঞি এর পরিবর্ত্তে পঞ্চ গোত্রে উনষাইট গ্রাম বা গাঞি হইয়াছে।

কুলীন, ভঙ্গ, বংশজ ও শ্রোত্রীয়।

"আচার বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানম্ নবধা কুললক্ষণম্॥"

কুলরাম।

বঙ্গাধিপতি আদিশূর কর্তৃক স্থাপিত দ্বিজ পঞ্চকের ৭৮ পুরুষ অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে সমগ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মাত্র ১৯ উনবিংশতি ব্যক্তি মহারাজা বল্লাল সেন কর্তৃক কৌলিন্য মর্য্যাদা লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। যে যে বংশের যে যে মহাত্মা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

শাণ্ডিল্য গোত্রে আদি বরাহ বন্দ্যবংশের ১ জহ্লান, ২ দেবল, ৩ বামন, ৪ মকরন্দ, ৫ মহেশ্বর, ৬ ঈশান এই ছয়জন মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ গোত্রে ধাক্ক বা সাধু মুখটীবংশে ১ উৎসাহ, ২ গরুড়, এই দুই ব্যক্তি মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কাশ্যপ গোত্রে সুলোচন চট্টবংশে ১ বহুরূপ, ২ হলায়ুধ, ৩ শুচ, ৪ অরবিন্দ, ৫ বাঙ্গাল এই পাঁচজন মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সাবর্ণ গোত্রে হল গাঙ্গুলীবংশে ১ শিশু ও ২ কুন্দ এই দুইজনে মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বাৎস্য গোত্রে সুরভি ঘোষালবংশে ১ শির (বা শিরোমণি), শঙ্কর পতিতুণ্ড বংশে ২ গোবর্দ্ধন আচার্য্য এবং শ্রীধর কাঞ্জিলাল বংশে ৩ কানু ও ৪ কুতূহল এই চারিজন মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহা দ্বারা দেখা যায় যে শাণ্ডিল্য গোত্রে ৬ ব্যক্তি, ভরদ্বাজ গোত্রে ২ ব্যক্তি, কাশ্যপ গোত্রে ৫ ব্যক্তি, সাবর্ণ গোত্রে ২ ব্যক্তি, এবং বাৎস্য গোত্রে ৪ ব্যক্তি, পঞ্চ গোত্রে মোট ঊনবিংশতি ব্যক্তি কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে উল্লিখিত ঊনবিংশতি মহর্ষি ও তাঁহাদের বংশধরগণ কুলীন বলিয়া সমাজে প্রসিদ্ধ।

ভঙ্গ ও বংশজ।

কোন দোষ সংশ্রবে কুলীনগণের কুলভঙ্গ হইলেই তাহারা ভঙ্গ কুলীন মধ্যে গণ্য হইতেন। এই ভঙ্গ-কুলীনের তিন পুরুষ অতিবাহিত হইলে তাহারা বংশজ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন।

"সৎকুলীন প্রজাতস্য নিজধর্ম্ম যুতস্য চ।
যস্য ন ক্রমিকাবৃত্তি বংশজঃ স চ কীর্ত্তিতঃ॥"

কুলরাম গ্রন্থে।

বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম গ্রন্থের মতে যে ধর্ম্মশীল সৎকুলীন সন্তানের তিন পুরুষ মধ্যে আবৃত্তি নাই তিনিই বংশজরূপে পরিগণিত। কেহ কেহ বলেন বল্লাল সেনের সময় হইতে বংশজের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐ সময় যে সকল কুলীন নিয়ম অনুসারে আদান

প্রদান করেন নাই তাহারাই বংশজরূপে পরিচিত। বাচস্পতি মিশ্র বলেন কোলাহল মুখোর পুত্র ঠেঠ ও দাখি, শঙ্করের পুত্র বশিষ্ঠ মুখো, ধর্ম্মাংশু বন্দ্যোর পুত্র কুবের, মহাদেব পুত্র চক্রপাণি এবং বৈদ্যনাথ বন্দ্যো পুত্র কুলভূষণ এই ছয় ব্যক্তি প্রতিগ্রাহী কন্যা বিবাহ করেন। ইহাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণের মধ্যে আর কুল ক্রিয়া না হওয়ায় তাহারা রাজা দনৌজ মাধবের সময় বংশজরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। কুলমঞ্জরী গ্রন্থের মতে ১৯ জন মুখ্য এবং ১৪ জন গৌণ কুলীন ভিন্ন ২২ জন শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়া নবকুলীন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাদিগের আবৃত্তি গুণ ছিলনা জন্য রাজা দনৌজ মাধবের সময় ইহারা প্রথমে বংশজ হইয়াছিলেন।

বংশজ মধ্যে আদি বংশজ, সৎবংশজ ও নিকৃষ্টবংশজ আছেন।

কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবার পর যাহারা অসৎ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারা **আদি বংশজ**।

কৌলীন্য মর্য্যাদা গ্রহণ করিয়া যাহারা কুল ভঙ্গ করিয়া বিশুদ্ধভাবে আদান প্রদান করিতেন তাহারা **সৎ বংশজ**।

কৌলীন্য মর্য্যাদার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া যাহারা পুত্র বা কন্যা বিক্রয় করেন অথবা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন তাহারা **নিকৃষ্ট বংশজ** বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

শ্রোত্রীয়

শ্রোত্রীয় অর্থে বেদজ্ঞ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। কেহ কেহ বলেন নবগুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কুলীন ব্রাহ্মণ এবং অষ্টগুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

কুলীনের ন্যায় শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—১ সিদ্ধ শ্রোত্রীয়, ২ সাধ্য শ্রোত্রীয়, ৩ কষ্ট শ্রোত্রীয়।

যাহারা বিশেষ সাবধানভাবে সৎবংশে আদান প্রদান করিতেন, তাহারাই সিদ্ধ শ্রোত্রীয়, যাহারা কেবলমাত্র সৎপাত্রে প্রদান সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতেন, তাহারা সাধ্য-শ্রোত্রীয় এবং যাহারা আদান ও প্রদান কোন বিষয়েই সতর্ক হইয়া কার্য্য করেন নাই, তাহারাই কষ্ট শ্রোত্রীয় বলিয়া অভিহিত।

শ্রোত্রীয়গণের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বে সিদ্ধ ও সাধ্য শ্রোত্রীয় ছিলেন না, তাহারা বর্ত্তমানে কুলক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্য জন্য উত্থাপিত শ্রোত্রীয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ডিংসাই পুষলিক সেয়ক নন্দী পলশায়ী প্রভৃতি উত্থাপিত শ্রোত্রীয়গণ রাঢীয় সমাজে সম্মানিত।

কথিত আছে মহারাজা বল্লাল সেন ব্রাহ্মণগণের গুণাদি বিচার করিয়া কুলীন শ্রোত্রীয় প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজা লক্ষ্মণ সেন অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি পুনরায় দোষ গুণ বিচার করিতে উদ্যত হইয়া শেষে কুলীন শ্রোত্রীয় মর্য্যাদা বংশগত করিয়া দিয়াছিলেন।

যে গোত্র, গাঞি ও বংশের বংশধরগণ কুলীন, সিদ্ধ শ্রোত্রীয় সাধ্য শ্রোত্রীয় ও কষ্ট শ্রোত্রীয় মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নে গোত্র, গাঞি ও বংশানুযায়ী সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া গেল।

১। **শাণ্ডিল্যগোত্রে** ভট্টনারায়ণপুত্র, গাঞি, মর্য্যাদা নির্ণয়

,,	১	আদিবরাহবংশ		বন্দ্য গাঞি	কুলীন	
,,	২	বিকর্ত্তন	,,	বটব্যাল	সিদ্ধশ্রোত্রীয়	
,,	৩	কোয়	,,	কুশারী	,,	ঐ
,,	৪	গণপতি	,,	মাসচটক	,,	ঐ
,,	৫	নান	,,	কুসুমকুলি		ঐ
,,	৬	গুণমণি	,,	ঘোষালী	,,	ঐ
,,	৭	শুভ	,,	কুলকুলি	,,	ঐ
,,	৮	শান্তেশ্বর	,,	সেয়ূক	,,	ঐ
,,	৯	বিভু	,,	আকাশ	,,	ঐ
,,	১০	নীল	,,	বসুয়ারি	,,	ঐ
,,	১১	মধুসূদন	,,	করাল	,,	ঐ
,,	১২	মহামতি	,,	দীর্ঘাঙ্গী	,,	ঐ
,,	১৩	বটুক	,,	পারিহাল	কষ্টশ্রোত্রীয়	
,,	১৪	গুড়	,,	কুলভি	,,	ঐ
,,	১৫	রাম	,,	গড়গড়ি	,,	ঐ
,,	১৬	নীপ	,,	কেশর	,,	ঐ

২। **ভরদ্বাজ গোত্রে** শ্রীহর্ষপুত্র, গাঞি, মর্য্যাদাপ্রাপ্ত।

,,	১	ধান্ধু বা সাধু	বংশ	মুখটী গাঞি		কুলীন
,,	২	লাল	,,	সাহরিক	সাধ্যশ্রোত্রীয়	
,,	৩	জন	,,	ডিংসাই	,,	কষ্ট ঐ
,,	৪	রাম	,,	রায়ী	,,	ঐ

৩। **কাশ্যপ গোত্রে** দক্ষপুত্র, গাঞি, মর্য্যাদাপ্রাপ্ত।

,,	১	সুলোচন	বংশ	চট্ট গাঞি		কুলীন
,,	২	রাম	,,	পালশি	,,	সিদ্ধশ্রোত্রীয়
,,	৩	বনমালী	,,	পাকরাশি	,,	ঐ
,,	৪	শ্রীহরি	,,	সিমলাই	,,	ঐ
,,	৫	নীর	,,	অম্বুলী	,,	ঐ
,,	৬	শুভ	,,	ভূরি	,,	ঐ
,,	৭	শম্ভু	,,	তৈলবাটী	,,	ঐ
,,	৮	পালু	,,	পলশায়ী	,,	ঐ
,,	৯	জন	,,	কোয়ারী	,,	ঐ
,,	১০	জটাধর	,,	পুষলী	,,	ঐ
,,	১১	শশিধর	,,	ভট্টশালী	,,	ঐ
,,	১২	কেশব	,,	মূলগ্রামী	,,	ঐ
,,	১৩	ধীর	,,	গুড়	,,	ঐ
,,	১৪	কাক	,,	কাক	,,	ঐ
,,	১৫	কৃষ্ণ	,,	পোড়ারী	,,	ঐ
,,	১৬	কৌতুক	,,	পীতমুণ্ডী	,,	ঐ

৪। সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভপুত্র গাঞি, মর্য্যাদাপ্রাপ্ত।

,,	১	হল	বংশ	গাঙ্গুলী	গাঞি	কুলীন
,,	২	রাজ্যধর	,,	কুন্দগ্রাম	,,	ঐ
,,	৩	বশিষ্ঠ	,,	সিদ্ধল		সাধ্যশ্রোত্রীয়
,,	৪	বিশ্বরূপ	,,	নন্দী	,,	ঐ
,,	৫	কুমার	,,	বালী	,,	ঐ
,,	৬	যোগী	,,	সিয়ারী	,,	ঐ
,,	৭	রাম	,,	পুংসিক	,,	ঐ
,,	৮	দক্ষ	,,	সাট	,,	ঐ
,,	৯	মধুসূদন	,,	পারী	,,	ঐ
,,	১০	গুণাকর	,,	নারী	,,	ঐ
,,	১১	মদন	,,	দায়ী	,,	ঐ
,,	১২	মাধব	,,	ঘণ্টা	,,	কষ্টশ্রোত্রীয়

৫। বাৎস্য গোত্রে ছান্দরপুত্র, গাঞি, মর্য্যাদাপ্রাপ্ত।

,,	১	সুরাভি	বংশ	ঘোষাল	গাঞি	কুলীন
,,	২	শঙ্কর	,,	পুতিতুণ্ড	,,	ঐ
,,	৩	শ্রীধর	,,	কাঞ্জিলাল	,,	ঐ
,,	৪	কবি	,,	সিমলাল		সিদ্ধশ্রোত্রীয়
,,	৫	নারায়ণ	,,	কাঞ্জারি	,,	ঐ
,,	৬	মহাযশা	,,	বাপুলী		সাধ্যশ্রোত্রীয়
,,	৭	মনোহর	,,	দীঘল	,,	কষ্ট ঐ
,,	৮	রবি	,,	মহিন্তা	,,	ঐ
,,	৯	ধীর	,,	পিপলাই	,,	ঐ
,,	১০	নীলাম্বর	,,	চোৎখণ্ডি	,	ঐ
,,	১১	বিশ্বম্ভর	,,	পূর্ব্বগ্রামী	,,	ঐ

পঞ্চমহর্ষি পুত্র ও গাঞি।

কুলরাম গ্রন্থোল্লিখিত পঞ্চ মহর্ষির পুত্রগণের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

১। ভট্টনারায়ণ পুত্র। ১৬।

"বরাহো মাধবঃ শাণ্ডো বাসুদেবো গণো গুঞি।
বাটুর্লালো নৃপো রামো মহামতির্বিকর্ত্তন॥
বুড়োনীলো মধুখ্যাতঃ কোয়রশ্চেতিষোড়শঃ॥"

২। শ্রীহর্ষ পুত্র। ৪।

"রামোলালো জনোধান্দু মহামতি বিচক্ষণাঃ।
চত্বার শ্রীহর্ষজ্জাতাঃ ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবাঃ॥"

৩। দক্ষ পুত্র। ১৬।

"ধীরোনীরোজনঃ কৃষ্ণঃ কেশবঃ কাককৌতুকৌ।
শুভ সুলোচনঃ শম্ভূঃ শশী শ্রীহরিঃ রামকঃ॥
বনমালী জটঃ পালুঃ কাশ্যপা দক্ষপুত্রকাঃ॥"

৪। বেদ-গর্ভ পুত্র। ১২।

"হলোরাজ্যধরশ্চৈব বশিষ্ঠো মদনস্তথা।
বিশ্বরূপঃ কুমারশ্চ যোগী চ মধুসূদনঃ॥
গুণাকরো মাধবশ্চ রামো দক্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণাদ্বাদশাস্মৃতাঃ॥"

৫। ছান্দড় পুত্র। ১১।

"রবির্মহাযশোধীরঃ সুরভি শঙ্করস্তথা।
কবির্বিশ্বম্ভরশ্চৈব শ্রীধরশ্চ গুণাকরঃ।
মনো নারায়ণশ্চৈব বিপ্রাশ্চৈকাদশক্রমাৎ॥"

কুলরাম গ্রন্থের মতানুসারে পঞ্চ মহর্ষির পুত্রগণের গাঞি নির্ণয়।

১। ভট্টনারায়ণ পুত্রগণের গাঞি।

"আদৌ বন্দ্য বরাহঃস্যাৎ রামো গড়গড়ীমতঃ।
নীপঃস্যাৎ কেশরশ্চৈব লালঃ কুশুমকুলকিঃ॥
বাটুস্যাৎ পরিহালোহসৌ কুলভি গুঞি নামকঃ।
গুণো ঘোষলিতাং প্রাপ্তঃ সেয় শাণ্ডেশ্বরস্তথা॥
বুড়ো মাসশ্চটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুয়ারিস্তথানীশঃ করালো মধুসূদনঃ॥
কুশী চ কোয়নামা চ কুলীশশ্চৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামীচৈব মহামতিঃ॥
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ কথিতা রাজপূজিতাঃ॥"

২। শ্রীহর্ষপুত্রগণের গাঞি।

"ধান্দুনামা মুখটিস্যাৎ জনঃস্যাৎ ডানশায়িকঃ।
লালঃ সাহরিকশ্চৈব রায়া চ রাম নামকঃ॥
শ্রীহর্ষ সুতা এতে ভরদ্বাজ কুলোদ্ভবাঃ॥"

৩। দক্ষপুত্রগণের গাঁই।

"ধীরোঽভবদগুড়গ্রামী নীরস্বাদস্থুলীয়কঃ।
ভূরিগ্রামী শুভশ্চৈব শম্ভুস্থাত্তৈলবাটিক॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাৎ চট্টগ্রামী সুলোচনঃ।
পলসায়ী পালুনামা হড় কাকোমতস্তথা॥
পোড়ারি কৃষ্ণ সংজ্ঞোঽসৌ পালধি রামনামকঃ।
কোয়ারি স্যাজ্জন নামো পর্কটী বনমালিকঃ॥
সিমলাই শ্রীহরিঃ স্যাজ্জনঃ পুষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ॥
এতে ষোড়শ সম্ভূতা কাশ্যপাশ্চেতি সংজ্ঞকাঃ॥

৪। বেদগর্ভপুত্রগণের গাঁই।

"হলনামাচ গাঙ্গুলী কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিন্ধলো জ্ঞেয়োঃ দায়ী চ মদনোঽভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো চ বলা গ্রামকঃ॥
ঘোশী সিয়ারিকা জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রাম নামকঃ।
দক্ষঃ ঘাটক সংজ্ঞোঽসৌ পারী চ মধুসূদনঃ॥
ঘণ্টেশ্বরী মুরারীশ্চ নায়ারী চ গুণাকরঃ।
এতে পুত্রাঃ মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণে দ্বাদশস্মৃতাঃ॥"

ছান্দর পুত্রগণের প্রাপ্তি।

"রবির্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশাবাপুলী পিপ্‌পলী চ ধীরশ্চ পূতিতুণ্ড শঙ্করাখ্যাঃ
বিশ্বম্ভররোহভূৎ খলু পূর্ব্বগ্রামী শ্রীশ্রীধরোহভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্ল।
নারায়ণোনাম চ কাঞ্জারী চ চোটখণ্ডীকনামাঃ গুণাকরঃস্যাৎ।
মনো দীঘালো ভূবিরুদ্রভুল্যা, বাৎস্যায়ণাস্তে কথিতাশ্চপুত্রাঃ॥"

কুলাচার্য্যগণ নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা মুখ্যকুলীন গৌণকুলীন ও সিদ্ধ শ্রোত্রীয় নির্ণয় করিয়াছেন।

মুখ্য কুলীন।

"বন্দ্যশ্চট্টোহথ মুখটী ঘোষালশ্চ ততঃপরঃ।
পুতিতুণ্ডোহথ গাঙ্গুলী কাঞ্জিঃ কুন্দেন চাষ্টমঃ॥"

গৌণ কুলীন।

"দীর্ঘাঙ্গী পারি কুলভি পোড়ারি রায়ী কেশরী।
ঘণ্টা ডিণ্ডী পীতমুণ্ডা মহিন্তা গুড় পিপ্পলী।
হড়চো গড়গড়ী চৈব গৌণ কুলা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয় ।

"পালধি পর্কটী চৈব সিমলায়ী চ বাপুলী ।
ভুরিকুলী বটব্যাল কুশারীঃ সেয়কস্তথা ॥
কুশুমো ঘোষালী মাসো বসুয়ারী করালকঃ ।
অম্বুলী তৈলবটী চ মূলগ্রামী চ পুষলী ॥
আকাশ পলসায়ী চ কোয়ারী সাহরী তথা ।
ভটযাটশ্চ নায়ারী দায়ী পারী সিয়ারিকঃ ॥
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারী সিমলালকঃ ।
বালাপূর্ব্ব দাঘালশ্চ বল্লাল নৃপপূজিতাঃ ॥

মুখ্যকুলীন বংশ তালিকা।

গোত্র	গাঞি	বংশের আদি পুরুষের নাম
শাণ্ডিল্য	বন্দ্য	আদিবরাহ
কাশ্যপ	চট্ট	সুলোচন
ভরদ্বাজ	মুখটী	শান্ত
বাৎস্য (১)	ঘোষাল	সুরভি
,, (২)	পুতিতুণ্ড	ধীর
,, (৩)	কাঞ্জিলাল	শ্রীধর
সাবর্ণ (১)	গাঙ্গুলী	হল
(২)	কুন্দলাল	বাঞ্ছাধর

গৌণকুলীন বংশ তালিকা।

গোত্র	গাঞি	বংশের আদি পুরুষের নাম
১। শাণ্ডিল্য (১)	দীর্ঘাঙ্গী	মহামতি
(২)	গড়গড়ী	রাম
(৩)	কুলভী	গুঞি
(৪)	কেশরকুনী	নীপ
২। কাশ্যপ	গুড়	ধীর
	হড়	কাক
		কৌতুক
৩। ভরদ্বাজ	রায়ী	রাম
	ডিণ্ডীসায়ী	জল

গোত্র	গাঞি	বংশের আদি
৪। সাবর্ণ	ঘণ্টেশ্বরী	মুরারী
	পোড়ারী (পারি)	মধুসূদন
৫। বাৎস্য	মহিন্তা	রবি
	পিপ্‌লাই	শঙ্কর
	গুণাকর	চোট্ খণ্ডী

সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয় বংশ তালিকা।

গোত্র	গাঞি	বংশ
শাণ্ডিল্য (১)	কুসুমকুলী	লাল
(২)	ঘোষালী	গুণ
(৩)	বটব্যাল	বিকর্ত্তন
(৪)	কুলকুলী	বাসু
(৫)	কুশারি	কোর
(৬)	সেয়ুক	শান্ত
(৭)	আকাশ	মাধব
(৮)	মাসচটক	বড়
(৯)	বসুয়ারী	নীল
(১০)	করাল	মধুসূদন
ভরদ্বাজ	সাহরিয়াল	লাল
কাশ্যপ (১)	তৈলবাটী	শম্ভু
(২)	পলসায়ী	পালু
(৩)	শিমলায়ী	শ্রীহরি
(৪)	ভট্ট	শশিধর

গোত্র	গাঞি	বংশের আদি
(৫)	অম্বুলী	নীর
(৬)	ভুরীশ	শুভ
(৭)	পালধি	রাম
	পাকরাশী (পর্কটী)	বনমালী
	পুষলী (পুষিলাল)	জটাধর
	মূলগ্রামী	কেশব
	কোয়ারি	জন
	পোড়ারি	কৃষ্ণ
সাবর্ণ	নন্দী	বিশ্বরূপ
	পুংসিক	রাম
	সিয়ারী	যোগী
	ষাটি	দক্ষ
	দায়ী	মদন
	নায়ারী	গুণাকর
	পোড়ারি (পারি)	মধুসূদন
	সালী	কুমার
	সিদ্ধল	বশিষ্ঠ
বাৎস্য	কাঞ্জারী	হরি বা নারায়ণ
	বাপুলী	মহাযশ
	পূর্ব্বগ্রামী	বিশ্বম্ভর
	শিম্বলাল	কবি
	দীঘাড়ী	মন

কথিত আছে দেবীবর ঘটক বিশারদ গৌণ কুলীনগণকে শ্রোত্রীয়ান্তর্গত করিয়া সমগ্র গৌণ কুলীন ও শ্রোত্রীয়গণকে

৪টী শ্রোত্রীয়শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ঐ ৪টী শ্রোত্রীয় শ্রেণীর নাম (১) সিদ্ধ(২) সাধ্য (৩) সুসিদ্ধ ও (৪) অরি শ্রোত্রীয়।

১। দাঘাড়ি, ডিংসাই ও পিপ্পলাই সিদ্ধ শ্রোত্রীয়।

২। মহিন্তা, হড, গুড় ও পরিহাল সাধ্যশ্রোত্রীয়।

৩। সুসিদ্ধশ্রোত্রীয়ের ৩৭ বংশের নাম পূর্ব্বেই ৬৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। চোট্‌খণ্ডি, কুলভি, রায়ী, কেশর, ঘণ্টেশ্বরী, পীতমুণ্ডী এবং গড়গড়ী ইহারা অরিশ্রোত্রীয়রূপে দেবীবর ঘটক বিশারদ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইরাছিলেন।

কুলীনগণ উল্লিখিত সিদ্ধ সাধ্য ও সুসিদ্ধ শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু অরি শ্রোত্রীয়ের কন্যা গ্রহণে কুলে দোষ উপস্থিত হয়।

প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ।

কথিত আছে রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য ও শ্রোত্রীয় মর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণ কি প্রকার সদাচারী আছেন তাহা অবগত হইবার মানসে রাজা লক্ষ্মণ সেন স্বর্ণ ধেনু নির্ম্মান পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চমহর্ষির বংশধরগণ মধ্যে যাঁহারা ঐ দান গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত।

ইহাদিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার নিষেধের নিয়ম হইয়াছিল।

"শঙ্কর পীতমুণ্ডী চ গড়োঽপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো দাউক নামা চ দোকরিশ্চৈব পিপ্পলী॥"

"বন্দ্য মার্ত্তণ্ড নামা চ তপোনিষ্ঠো দৃঢ়ব্রতঃ।
অনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজঃ॥
মাসোদোকরি নাগা চ হাড়ো নারায়ণোঽপি চ।
মহিন্তা দ্বিবিধ নামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ॥
চট্ট শকুনী নামা চ তৈলবাটী নায়ারিকঃ।
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিটসংজ্ঞকঃ॥
ঘোষজৌ ভ্রাতরাবেতৌ মদন বিশ্বরূপকৌ।
গাঙ্গোদ্ভবো হাস্যনামা পুতি গৌতম সংজ্ঞকঃ॥
অগ্নীকুলোদ্ভবশ্চৈব গোদানং জগৃহু দ্বিজাঃ।
তেষাং সম্বন্ধ মাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈব চ।
বিদ্বদ্ভিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ॥"

কুলরাম।

প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ তালিকা।

গোত্র	গাঞি	মর্য্যাদা	নাম
শাণ্ডিল্য	গড়গড়ী	কুলীন	দিবাকর
	বন্দ্য	,,	মার্ত্তণ্ড
	,,	,,	আনাই
	,,	,,	গণাই
	,,	,,	হাড়
	,,	,,	গোপী
	,,	,,	বিট

গোত্র	গাঁঞি	মর্য্যাদা	নাম
	কুশারী	শ্রোত্রীয়	মধু
	মাসচটক	,,	দোকড়ি
ভরদ্বাজ	রায়ী	কুলীন	মধুসূদন
	ডিংসাই	শ্রোত্রীয়	শঙ্কর
কাশ্যপ	পীতমুণ্ডী	কুলীন	শঙ্কর
	গুড়	,,	দাটিক
	হড়	,,	নারায়ণ
	চট্ট	,,	শকুনী
	তৈলবাটী	শ্রোত্রীয়	নায়ারী
	সিমলাই	,,	পরাশর
সাবর্ণ	কুন্দ	কুলীন	বিশ্বেশ্বর
	গাঙ্গুলী	,,	ভাস্থ
	দায়ী	শ্রোত্রীয়	কেশব
বাৎস্য	পিপ্‌লাই	কুলীন	দোকড়ি
	মহিন্তা	,,	দ্বিবিধ
	ঘোষাল	,,	মদন
	ঘোষাল	,,	বিশ্বরূপ
	পুতিতুণ্ড	,,	গৌতম

অপ্রতিগ্রাহী কুলীন ব্রাহ্মণ।

"বহুরূপ সুচনামা অরবিন্দ হলায়ুধঃ।
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥
পুতি গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয় শিশুনামা কুন্দ রোষাকর স্তথা।
জাহ্লনাখ্য স্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ॥
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ।
উৎসাহ গরুড়খ্যাতৌ মুখবংশ প্রতিষ্ঠিতৌ॥
কানু কুতুহলাবেতৌ কাঞ্জিকুল প্রতিষ্ঠিতৌ।
ঊনবিংশাঃ সমাখ্যাতাঃ সভায়াং লক্ষ্মণস্য চ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহাশয় উল্লিখিত শ্লোকের দ্বারা অপ্রতিগ্রাহী ১৯ জন কুলীনের সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন।

অপ্রতিগ্রাহী কুলীন ব্রাহ্মণ তালিকা।

গোত্র	গাঁই	নাম।
শাণ্ডিল্য	বন্দ্য	জাহ্লন
	,,	মহেশ্বর
	,,	দেবল
	,,	বামন
	,,	ঈশান
	,,	মকরন্দ

গোত্র	গাঁঞি	নাম
ভরদ্বাজ	মুখটী	উৎসাহ।
	,,	গরুড়।
কাশ্যপ	চট্ট	বহুরূপ।
	,,	সুচ।
	,,	অরবিন্দ।
	,,	হলায়ুধ।
	,,	বাঙ্গাল।
সাবর্ণ	গঙ্গুলী	শিশু।
	কুন্দ	রোষাকর।
বাৎস্য	পুতিতুণ্ড	গোবর্দ্ধন আচার্য্য।
	ঘোষাল	শিব।
	কাঞ্জিলাল	কুতুহল।
	,,	কানু।

"আহিতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাং শিশুর্ম্মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্য সমা ইমে॥
অরবিন্দ হলো নামা সুচো বাঙ্গাল দেবলৌ।
মহেশ্বর স্তথেশানো রোষো বাদলি বামনাঃ॥
পাণ্ডতোহভ্যাগতৈশ্চৈব কৃষ্ণ কুতুহল স্তথা।
সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপূজিতাঃ॥"

উল্লিখিত এই ১৯ জন কুলীন হইতেই প্রথম সমীকরণ আরম্ভ হইয়াছিল।

———

সপ্তম অধ্যায়।

— ঃ*ঃ —

মেল।

মহারাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে স্থাপন করিয়াছিলেন। মহারাজা বল্লাল সেন উক্ত পঞ্চমহর্ষির বংশধরদিগকে কৌলীন্যাদি মর্য্যাদা প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় কুলীন শ্রোত্রীয়াদি মর্য্যাদা কুল বা বংশগত হইয়া যায়। ইহার পর মহর্ষি ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন অষ্টাদশ পুরুষের বাঙ্গাল-পাশী সঙ্কেত বংশে বংশজ সর্ব্বানন্দ ঘটকের পুত্র দেবীবর ঘটক তৎকালিক সমাজস্থ কুলীনগণের দোষাদি পর্য্যালোচনা করিয়া ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক এক প্রকার দোষযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে এক এক দলভুক্ত করিয়া এক এক মেলের নামাকরণ করেন।

"দোষান্ মেলয়তি ইতি মেলঃ।"

একদোষে দূষিত বা সংস্পৃষ্ট কুলীন ব্রাহ্মণগণের দ্বারা এক এক দল বা শ্রেণী সৃজনই মিলন বা মেল নামে অভিহিত।

দেবীবর ঘটক বিশারদ সমগ্র কুলীন ব্রাহ্মণগণকে ৩৬ দলে বা মেলে বিভক্ত করেন। এই সময়ে যিনি প্রধান বা মুখ্য দোষী তিনি প্রকৃতি নামে এবং যিনি গৌণ দোষী বা সংস্রব দোষ দুষ্ট তিনি পালটী নামে অভিহিত হইয়াছেন।

মেল সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টী। ইহাদের মধ্যে ২২টী মেলের নাম

প্রকৃতির নাম হইতে, ৬টী মেলের নাম গ্রামের নাম হইতে, ৫টী মেলের নাম দোষের নাম হইতে এবং ৩টী মেলের নাম উপাধির নাম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে।

৩৬ মেল।

১। ফুলিয়া বা ফুলে। ২। খড়দহ। ৩। বল্লভী ৪। সর্ব্বানন্দী। ৫। পণ্ডিত রত্নী। ৬। বাঙ্গাল। ৭। ছায়া। ৮। সুরাই। ৯। আচার্য্য শেখরী। ১০। গোপালঘটকী। ১১। চট্টরাঘবী। ১২। বিজয় পণ্ডিতী। ১৩। মাধাই। ১৪। চান্দাই। ১৫। বিদ্যাধরী। ১৬। পারিহাল। ১৭। শ্রীরঙ্গ-ভট্টী। ১৮। প্রমোদিনী। ১৯। বালী। ২০। চন্দ্রাপতি। ২১। শতানন্দখানী। ২২। ভৈরবঘটকী। ২৩। কাকুৎস্থী ২৪। আচম্বিতা। ২৫। দেহাটা। ২০। ধরাধরী। ২৭। দশরথ-ঘটকী। ২৮। ছয়ী ২৯। মালাধরখানী। ৩০। নাড়িয়া। ৩১। শ্রীবর্দ্ধনী। ৩২। (রায়ী) পরমানন্দ মিশ্রী। ৩৩। রাঘব ঘোষালী। ৩৪। শুভরাজখানি। ৩৫। গঙ্গোসর্ব্বানন্দী। ৩৬। হরিমজুমদারী।

বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, সুরাই, চট্টরাঘবী, ভৈরবঘটকী, মাধাই, চান্দাই, বিজয়পণ্ডিতী, শতানন্দখানী, মালাধরখানী, দশরথঘটকী, কাকুৎস্থী, চন্দ্রাপতি, গোপালঘটকী, বিদ্যাধরী, পরমানন্দ মিশ্রী, শ্রীরঙ্গভট্টী, প্রমোদিনী, শ্রীবর্দ্ধনী, ধরাধরী, রাঘবঘোষালী এবং ছয়ী এই ২২টী মেলের নাম প্রকৃতির নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ফুলিয়া, খড়দহ, আচম্বিতা, দেহাটা, বালী, নাড়িয়া এই ৬টী মেলের নাম ৬টী গ্রামের নাম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে।

ছায়া, পারিহাল, গঙ্গোপর্বানন্দী, প্রমোদিনী, হরিমজুমদারী এই ৫টী মেলের নাম ৫টী দোষের নাম হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এবং পণ্ডিতরত্নী, বাঙ্গালপাশী, আচার্য্যশেখরী এই ৩টী মেলের নাম ৩টী উপাধি হইতে উৎপত্তি হইয়াছে।

মেল মাত্রই নানাপ্রকার দোষযুক্ত হইলেও উল্লিখিত ৩৬ মেলের মধ্যে ফুলিয়া বা ফুলে, খড়দহ, বল্লভী ও সর্ব্বানন্দী অন্যান্য মেল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

১। ফুলিয়া মেল।

নাদা, ধাঁধাঁ, মুলুকজুড়ী এবং বারুইহাটী এই ৪টী দোষের সমন্বয়ে ফুলিয়া মেল গঠিত। ২৪ পরগণার অন্তর্গত রাণাঘাটের দক্ষিণ পশ্চিমে এই ফুলিয়া গ্রাম অবস্থিত। বর্দ্ধমান জেলার নাদা বা নাদান ঘাট গ্রামের বংশজত্ব প্রাপ্ত জনৈক বন্দ্যো-পাধ্যায়ের কন্যাকে মনোহর মুখোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া বংশজত্ব দোষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে কুলাচার্য্য ও ঘটকগণ নাদন ঘাটের বন্দ্যোপাধ্যায় দিগকে মাসচটক শ্রোত্রীয়রূপে পরিগণিত করিয়া মনোহরের কুল রক্ষা করেন। এই দোষের নাম নাদা দোষ বলিয়া ধার্য্য হয়।

শ্রীনাথ চাটুর্য্যের কন্যা ধাঁধাঁ ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল প্রত্যাগমন কালে ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হওয়ায় নিকটবর্ত্তী কোন যবন গৃহে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইয়াছিল। সেই কন্যার বিবাহ সংশ্রবে নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলী, গঙ্গাধর বন্দ্যো, গঙ্গানন্দ মুখো প্রভৃতি যবন দোষে দূষিত হইয়াছিলেন এই দোষই ধাঁধাঁ দোষ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যবন সংস্রবহেতু বারুইহাটী গ্রামে আহারাদি করিলে জাতি নাশ হইত। অর্জ্জুন মিশ্র কাঁচনার মুখটী ছিলেন। তিনি এই বারুইহাটী গ্রামে বাস করেন। ইহার সহিত শ্রীপঞ্চ বন্দ্যো। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সংস্পৃষ্ট জন্য ইহারা সকলেই বারুইহাটী দোষ দূষিত।

শিবাচার্য্য সাতশতী মল্লকজুরীর কন্যা বিবাহ করিয়া সপ্তশতী দোষ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে শ্রীপতি বন্দ্যোর কন্যা বিবাহ করিলে কুল রক্ষা হয়। ইহার নাম মল্লুকজরী দোষ।

২। খড়দহ মেল।

২৪ পরগণার অন্তর্গত খড়দহের মুখোপাধ্যায়গণ হইতেই খড়দহ মেলের উৎপত্তি। হরিমুখটী গড়গড়ি কন্যা বিবাহ করেন। ইহার তিন পুত্র যোগেশ্বর, কামদেব ও দিগম্বর; যোগেশ্বর পিপলাই কন্যা বিবাহ করেন এবং মধু চট্টোর সহিত কন্যা বিবাহ দেন।

৩। বল্লভী।

বনমালী বন্দ্যোর পুত্র বল্লভাচার্য্য সর্ব্বানন্দ ঘোষালের সহিত কুলক্রিয়া করিয়া পোড়ারী দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোড়ারী, রুগু, পিগু, খোড়ী বা পাড়ী এই মেলের প্রধান দোষ।

৪। সর্ব্বানন্দী।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় জগদানন্দ মহিন্তার কন্যা বিবাহ করিয়া অরিগ্রোত্রিয় দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতেই সর্ব্বানন্দী মেলের উৎপত্তি।

৫। পণ্ডিতরত্নী।

দৈবকীনন্দন মুখটী নিজ পাণ্ডিত্য জন্য পণ্ডিতরত্ন নামে অভিহিত হইতেন। ইহার নাম অনুসারে পণ্ডিতরত্নী মেলের উৎপত্তি হইয়াছে। যবন সংস্রব, কুণ্ড, গোলক, খালকুলী আনন্দ ঘোষলী এই মেলের প্রধান দোষ।

৬। বাঙ্গাল।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের নক্কল অর্থাৎ খোপা অপবাদ ছিল। বাঙ্গাল হিরণ্য বন্দ্যো রণ্ড ও মদ্য পানাদি দোষে দূষিত। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় সহ হিরণ্য বন্দ্যোর কুশকার্য্য হয়। মুকুন্দ চট্টো, হিরণ্য বন্দ্যোর সাকুত কাহাকে প্রদান করিয়া দোষ-প্রাপ্ত হন। ইহাদিগের হইতেই বাঙ্গাল মেলের উৎপত্তি।

৭। ছায়ানরেন্দ্রী।

ছায়ামণ্ডপ, গুড়, পিণ্ড প্রভৃতি দোষ এই মেলের প্রধান দোষ।

৮। সুরাই।

বাৎস্যগোত্রীয় প্রভাকরের পুত্র সু-রায় সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের অন্যপূর্ব্বা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এই সু-রায় হইতেই সুরাই মেলের উৎপত্তি।

৯। আচার্য্যশেখরী।

মহেশ্বর বন্দ্যো বংশের ত্রিলোচন আচার্য্যশেখর হইতে এই মেলের উৎপত্তি। যবন সংসর্গ এই মেলের প্রধান দোষ।

১০। গোপাল ঘটকী।

মুখটী গোপাল ঘটকের পুত্র রামচন্দ্র মুখটী অগম্যাগমন, বরুইহাটী ও হড় দোষে দূষিত হইয়াছিলেন। এজন্য ইহার পিতার নামানুসারে এই মেলের উৎপত্তি হইয়াছে।

১১। চট্টরাঘবী।

রাঘব চট্টো. বাঙ্গালপাশী প্রজাপতির সহিত কুলকার্য্য করায় তাহার গুড় ও পিণ্ডদোষ হয়। এই রাঘব চট্টো হইতেই চট্ট-রাঘবী মেলের উৎপত্তি হয়।

১২। বিজয় পণ্ডিতী।

সাগরদীয়ার সন্তোষ বন্দ্যবংশে বিজয় পণ্ডিতের নাম অনু-সারে এই মেলের উৎপত্তি। যবন সংস্রব, কলুষাপবাদ ও বলাৎকার এই মেলের প্রধান দোষ।

১৩। মাধাই।

বাঙ্গাল পাশী মাধব বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে এই মেলের উৎপত্তি। যবন সংস্রব দোষ, হড় ও পিণ্ড দোষই এই মেলের প্রধান দোষ।

১৪। চান্দাই।

বাঙ্গালপাশী চাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে এই মেলের উৎ-পত্তি। ব্রহ্মহত্যা, শ্রোত্রীয় গুড় সংস্রবের দোষই এই মেলের প্রধান দোষ।

১৫। বিদ্যাধরী।

বহুরূপ চট্টো বংশে বিদ্যাধর চট্টোর নাম হইতে এই মেলের উৎপত্তি। এই মেলে বলাৎকার, অন্যপূর্ব্বা ও যবন সংস্রব দোষ প্রধান।

১৬। পারিহাল।

বহুরূপ চট্টোবংশের রাঘব চট্টো পারিহালে জমিদার গন্ধর্ব্ব রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে পরিহাল মেলের উৎপত্তি। পরিহাল সংস্রব এই মেলের প্রধান দোষ।

১৭। শ্রীরঙ্গভট্টি।

পুতিতুণ্ড শ্রীরঙ্গ ভট্টাচার্য্য হইতে এই মেলের উৎপত্তি। অন্যপূর্ব্বা, মহিন্তা, কুলভি ও ভাট সংস্রব এই মেলের প্রধান দোষ।

১৮। প্রমোদিনী।

প্রমোদা গুড় হইতে এই মেলের উৎপত্তি। প্রমোদা গুড়ের কন্যা জিতামিশ্র মুখোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া গুড়, রগু, অন্যপূর্ব্বা প্রভৃতি দোষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯। বালী।

সঙ্কেত বংশের রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়ের যবন দোষ ছিল। বালী গ্রাম নিবাসী বহুরূপ চট্টো বংশের কেশব চট্টো উক্ত বন্দ্যোর সহিত কুল করায় কেশব চট্টোর গ্রামের নামানুসারে এই মেলের উৎপত্তি হইয়াছে।

২০। চন্দ্রাপতি।

উৎসাহ বংশের চন্দ্রাপতি মুখোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে এই মেলের উৎপত্তি। পীতমুণ্ডী, পোড়ারী, গড়গড়ী, জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহ প্রভৃতি দোষ এই মেলের প্রধান দোষ। কেহ কেহ এই মেলকে চন্দ্রশেখরী মেল বলিয়া থাকেন।

২১। শতানন্দখানী।

উৎসাহ বংশের লক্ষ্মীধর হালদারের পৌত্র শতানন্দের নাম অনুসারে এই মেলের উৎপত্তি। লক্ষ্মীধরের পুত্র তিলাই পণ্ডিত শ্রোত্রীয় সুবুদ্ধিখাঁর পুত্রকে কন্যাদান করায় এবং এই শতানন্দ পারিহাল গন্ধর্ব্বরায়ের কন্যা বিবাহ করায় ইহারা দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রজক অপবাদ, কেশরকোনী ও যবন সংস্রব এই মেলের প্রধান দোষ।

২২। ভৈরব ঘটকী।

ভৈরব (বন্দ্যো) ঘটক হইতে এই মেলের উৎপত্তি। ভৈরব বন্দ্যো মনো বংশের আনাই চট্টোর কন্যা বিবাহ করেন। এই মেলে যবন সংসর্গ, মহিন্তা, গুড় ও সপ্তশতী বিবাহ দোষ প্রধান

২৩। কাকুৎস্থী।

কাকুৎস্থী মিশ্র হইতে এই মেলের উৎপত্তি। বলাৎকার, যবনসংস্রব, খাড়িমুখাদি দোষ এই মেলের প্রধান দোষ।

২৪। আচম্বিতা।

উৎসাহ বংশের চক্রপাণী মুখোপাধ্যায় আচম্বিতা গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রামের নাম অনুসারে এই মেলের উৎপত্তি এই মেলে গুড় ও স্বজনা দোষ প্রধান

২৫। দেহাটা।

দেহাটা গ্রামের নাম হইতে দেহাটা মেলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মেলে পিথাই বন্দ্যোর যবন সংস্রব দোষ ছিল।

২৬। ধরাধরী।

ধরাধর ঘোষাল হইতে এই মেলের উৎপত্তি। পিণ্ড, হড, গুড়, স্বগোত্র বিবাহ প্রভৃতি দোষ এই মেলের প্রধান দোষ।

২৭। দশরথ ঘটকী।

উৎসাহ বংশের দশরথ ঘটক হইতে এই মেলের উৎপত্তি। যবনদোষদুষ্ট বাবন বন্দ্যোর কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে "ঘর হইতে নির্গত হয়" দশরথ ঘটক ইহাকে বিবাহ করেন। বলাৎকার যবন সংস্রব ও অগম্যাগমন প্রভৃতি এই মেলের প্রধান দোষ।

২৮। ছয়ী।

খনিয়ার চাটুতী শ্রীকর চট্টো বংশের ছয়ী অর্থাৎ ছকড়ি চট্টো হইতে এই মেলের উৎপত্তি। এই মেলে অন্যপূর্ব্বা, বলাৎকার, যবনসংস্রব প্রভৃতি দোষ প্রধান।

২৯। মালাধরখানী।

মুরারী ওঝার পুত্র ভৈরব, তৎপুত্র গজপতি, তৎপুত্র মৃত্যুঞ্জয়, তৎপুত্র মালাধর খাঁর নাম হইতে এই মেলের উৎপত্তি। মহাপাতকী সংস্রব, অন্নপূর্ব্বা ও নীচকুল বিবাহ প্রভৃতি এই মেলে প্রধান।

৩০। নড়িয়া।

গয়ঘর সুরেশ্বর বন্দ্যো পুত্র চণ্ডীদাস ও পৌত্র শুভঙ্কর অপ-বধত্রগ্রাম নড়িয়াতে বাস করিতেন। ইহাদের সহিত গোপাল গাঙ্গুলীর কুল ছিল। এই নড়িয়া গ্রামের নাম অনুসারে এই মেলের উৎপত্তি। বলাৎকার, রণ্ড, কুসঙ্গ প্রভৃতি এই মেলের প্রধান দোষ।

৩১। শ্রীবর্দ্ধনী।

উৎসাহ বংশের শ্রীবর্দ্ধন মুখোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে এই মেলের উৎপত্তি। যবনসংস্রব ও অন্যপূর্ব্ব প্রভৃতি দোষ এই মেলের প্রধান দোষ।

৩২। রায়ী (পরমানন্দ মিশ্রী)।

মহিন্তা, পীতমুণ্ডী প্রভৃতি শ্রোত্রীয় সংস্রব এবং বণ্ড প্রভৃতি দোষ রায়ী মেলের প্রধান দোষ। কোন কোন গ্রন্থে ৩৬ মেল গণনায় রায়ী মেলের পরিবর্ত্তে পরমানন্দী মেলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৩৩। রাঘব ঘোষালী।

শির বা শিরোমণি ঘোষাল বংশের রাঘব ঘোষালের নাম হইতে এই মেলের উৎপত্তি। থালকুলীয়া এবং কুসঙ্গ এই মেলের প্রধান দোষ।

৩৪। শুভরাজখানি।

অখণ্ডল বংশের মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভরাজখাঁ উপাধি ছিল। উক্ত মাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভরাজখাঁর এই উপাধি হইতে এই মেলের উৎপত্তি। পীতমুণ্ডী দোষই এই মেলের প্রধান দোষ।

৩৫। শুঙ্গো সর্ব্বানন্দী।

উৎসাহ বংশীয় সর্ব্বানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম হইতে এই মেলের উৎপত্তি। বলাৎকার, সুরাপান, পিণ্ড, গুড় এই মেলের প্রধান দোষ।

৩৬। হরি মজুমদারী।

অরবিন্দ চট্টোবংশের মজুমদারের নাম অনুসারে এই মেলের উৎপত্তি। বর্ণ শঙ্কর সংস্রব এই মেলের প্রধান দোষ।

উল্লিখিত মেল পরিচয় হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বন্দ্য বংশে ১০ জন মেল নায়ক, মুখোপাধ্যায় বংশে ১২ জন মেল নায়ক, চট্ট বংশে ৮ জন মেল নায়ক, ঘোষাল বংশে ২ জন মেল নায়ক, গাঙ্গুলী বংশে ১ জন মেল নায়ক, কাঞ্জিলাল বংশে ১ জন মেল নায়ক ও পুতিতুণ্ড বংশে ২ জন মেল নায়ক ছিলেন। ইহা হইতে সংক্ষেপে এই বলা যাইতে পারে যে ৮টী কুলীন বংশে ৩৬ জন পণ্ডিত মেল নায়ক বা মেল অধিপতি ছিলেন।

ধ্রুব মিশ্র কৃত ৩৬ মেল কারিকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল

১। ফুলিয়া মেল কারিকা।

"নান্দা পান্দা বারুই হাটি পাইয়া মূর্চ্ছিত।
নানা দোষে শ্রীনাথ ক্ষেমা দেখিতে কুৎসিত॥
নাগাই চট্টের কন্যা হাসাই খানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে॥
নাস্কার বাড়রীর মেয়ে বল্লভের বিয়া।
দুর্গাবর পণ্ডিতে নাস্কাতারে বর দিয়া॥
হিরণ্য করণে নান্ধা গঙ্গানন্দে যায়।
নীলকণ্ঠ আর্ত্তি করি ধন্ধ দোষ পায়॥
কাটাদিয়ার শ্রীনাথ বন্দ্য ক্ষেম্যতার পরে।
মুল্লু কজুরি ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য বরে॥
এই সকল দোষে ফুলিয়া গঙ্গানন্দে ঘোষে।
শ্রীনাথ হইল পালটী সমাজগত দোষে॥"

২। খড়দহ মেল কারিকা।

"হরিহর গড়গড়ি দিয়ে পিপলাই যোগেশ্বরে।
মরা লইয়া লোহাই বন্দ্য আইলেন তার পরে।
কুলান্তক মধুচট্ট পালটী হইয়া বসে।
যোগেশ্বরে খড়দ মেল এই সকল দোষে॥
সত্যবানের দুই বেটা সবাই শুভাই।
সবাই সুত মুকুন্দ তার বিবাহ ডিঙসাই॥
রায় দোষ পর্য্যায়ে ঠেকেন সত্যবান।
সে কারণে যোগেশ্বর মধুচট্ট পান॥"

৩। বল্লভী মেলের কারিকা।

"বল্লভাচার্য্যকে দেখি কুলেতে প্রধান।
অকারণে বিমাতায় পিণ্ড করে দান॥
সর্ব্বানন্দ ঘোষালের বিয়ে অনর্থের মূল।
বশিষ্ঠ নপাড়ের কন্যা দেখিতে প্রতুল॥
পুত্রবতী বামা সে যে প্রেমেতে আগল।
আর পক্ষে দেখি কেবল নষ্টের বিকল॥
তপন গাঙ্গুলী ছিল সেই কন্যাতে লুব্ধি।
সর্ব্বানন্দ পালটী হইল বল্লভের বল্লভী॥

৪। সর্ব্বানন্দী মেলের কারিকা।

"নপাড়ি বশিষ্ঠ সুত ঠেকিলেন বিপাকে।
পঞ্চদোষে সর্ব্বানন্দী সর্ব্বানন্দে ডাকে॥
নপাড়ি বশিষ্ঠ সুতের মহিস্তাতে বিয়ে।
রাঘব গাঙ্গুলী করেন আনন্দিত হয়ে॥

রণ্ড পিণ্ড বলাৎকার বিপর্য্যায় পাইয়া।
কান্দিলেন সর্ব্বানন্দ ভূমিতে পড়িয়া॥
সর্ব্বানন্দ বলি তারে, দেবীবরে ধরে।
রাঘব গাঙ্গুলী পাল্‌টী রাখাই হইল পরে॥"

৫। পণ্ডিতরত্নী মেলের কারিকা।

"আড়িয়ার মুখটী বিষ্ণুর কুলেতে দুর্গতি।
পুরাই গাঙ্গুলী আৰ্ত্তি মুখুজ্যে পণ্ডিতি॥
ক্ষেম্যকরি গাঙ্গশৌরি যবন দোষ পায়।
অবসতি প্রজাপতি বিপর্য্যায় যায়॥
দৈবকীর উচিত হইলেন চট্ট দিগম্বর।
সুখনালী দোষ পাইয়া হইল ফাঁফর॥
দৈবকী নন্দনে মেল পণ্ডিত রতনি।
সবাই বেটা দেবাই হইলেন পাল্‌টী চূড়ামণি॥"

৬। বাঙ্গালপাশ মেলের কারিকা।

"বাঙ্গাল হইল মেল বন্দ্য হিরণ্যেতে।
বাবলা নারাণের বেটা বহুদোষ তাতে॥
পরমেশ্বর পূতিতুণ্ড কুন্দে করিয়া।
বসিয়াছেন পূতিতুণ্ড পান দোষ পাইয়া॥
তাহারে করিয়া হিরাই পানদোষ পাইল।
সিধোর বেটা সবাই মত্ত্য রজকে মজিল॥
দামোর বেটা দুর্গাবর বাবলার বাড়ুরি।
বিপর্য্যায় দোষ পাইলা তপন তারে করি॥

সুখনালী দোষে তপন পাল্‌টী হইয়া বসে।
হিরণ্যে বাঙ্গাল মেল এই সকল দোষে॥”

৭। ছায়া নরেন্দ্রী মেল কারিকা।

“নঘুর পুত্র নিতাই বন্দ্য বিশ্রামেতে গড়।
অন্যান্য দোষের কথা কহি তারপর॥
আবসথি বৃহস্পতি কামদেবের বেটা।
ছায়া সম্পর্ক তাহার লোকে দেয় খোটা॥
তৎপুত্র নরেন্দ্র মিশ্রের ছিল শ্রীমন্ত খানী।
তাহার বিবাহের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
নিতাইর কন্যা ইন্দুমুখী বিয়ে করিবার সাধে।
অধিবাস করিয়াছিলেন মনের আহ্লাদে॥
কৌতুর পুত্র নাথাই চট্ট কন্যা করে বিয়ে।
হেট মুখে রহিল নরাই বড় লজ্জা পেয়ে॥
এই দোষে নরেন্দ্রী মেল নিত্যানন্দ ডাকে।
শ্রীনাথ হইলেন পাল্‌টী নরেন্দ্রের বিপাকে॥”

৮। সুরাই মেলের কারিকা।

“অন্য পূর্ব্বা কন্যা ছিল সদাশিবের ঘরে।
সেই কন্যা বিয়ে করে সুরাই পিতৃবরে॥
বিবাহ করিয়া ঘটক হইল ফাঁফর।
সংগ্রহ বলিয়া গালি দিল দেবীবর॥
সবাইর শ্রীমন্তখানি বরাইর ছায়া ডাকে।
এই সব দোষে সুরাই ঠেকিলেন বিপাকে॥

আসাই আশাদিতা কন্যা সুলতা সুন্দরী।
সুরাতে হইল সুরাই পালৃটি ত্রিপুরারী॥"

৯। আচার্য্যশেখরী মেলের কারিকা॥

"দিগম্বর সুতের কুলের কি কহিব কথা।
শুড়ের বিবাহ তাহার অলঙ্কার সুতা॥
ছায়া সম্পর্ক বন্দ্য অকৃতি শ্রীমান!
তৎসুত গৌতমে করেন কুশে বাক্য দান॥
পুস্করাখ্য চট্টবরে বলে ক্ষেম্য করি।
ত্রিলোচন মুখেতে মেল আচার্য্য শেখরী।
পালৃটী হইলেন বাসুদেব বলাৎকার করি।"

১০। গোপাল ঘটকী মেলের কারিকা॥

"গোপাল ঘটক মুং গদাধর সুত।
রজক বাদ পাইয়া তিনি হইলেন অদ্ভুত॥
অবসথি সত্যবান চট্ট আর্ত্তি করি।
তাহারে করিয়া পান হরির গড়গড়ি॥
গয়ঘর বাণে করি বিভো খঞ্জ পাইয়া।
কান্দিতেছেন গোপাল ঘটক মাথে হাত দিয়া॥
তাহার পুত্রে রামচন্দ্র হড়ে করেন বিয়া॥
গুণার্ণবাচার্য্য ক্ষেম্য তারে কর দিয়া।
গোপাল ঘটকী মেল গোপালেতে খ্যাতি।
সুর্ব্বানন্দ সুত পালৃটী খনিয়ার চাঠাতি॥"

১১। চট্টরাঘবী মেলের কারিকা।

"তেকাই চট্টের বেটারা যাই ডিঙেতে বিবাহ।
হিরণ্য বন্দ্যজে আর্ত্তি হেড়াতে নির্ব্বাহ॥
বেদাঙ্গ বন্দ্যজে করি গুড়ি দোষ পাইলা॥
চট্ট রাঘবী মেল রাঘবেতে ডাকে।
শ্রীপতি হইলেন পালুটী গুড়িদোষ পাকে॥"

১২। বিজয়পণ্ডিতী মেলের কারিকা।

"বিজয় পণ্ডিত সাগরদিয়া জটাধর সুত।
তাহার কুলের কথা কহিতে অদ্ভুত॥
তাহার এক কন্যা কূলুর দ্বিজে নিয়েছিল।
সেই কন্যা আনি কাক ঘোষে বিয়ে দিল॥
আড়িয়ার মুখটী সদাই তাহার আর্ত্তি যার।
পল্লীবধ কোচ দোষে গুড়িদোষ পায়॥
বিজয় পণ্ডিতে হইল বিজয় পণ্ডিতি।
বিষ্ণু সুত সদাই পালুটী রুদ্র মুখের নাতি॥"

১৩। মাধাই মেলের কারিকা।

"লম্বোদরে ক্ষেমা করে দেবাই গাঙ্গবরে।
ডিঙীরায় দোষ বলি লোকে নিন্দা করে॥
কন্দ মুখটী বেটা নামেতে শ্রীপতি।
তাহাকে করিয়া হল গুড়ে অধোগতি॥

শ্রীপতি দিয়াছে তারে স্বয়ং পুত্রবর।
সেই পুত্র বরে তিনি মাধাই নাম ধর ॥
অবসথি ছকড়ির বেটা নামে মনোহর।
তাহার দোষের কথা কহিব বিস্তর ॥
মধুকে করিয়া পিণ্ড চোটখণ্ডি পাইয়া।
ব্রহ্মহত্যা দোষ পাইল চন্দ্রেরে করিয়া ॥
এই সকল দোষে মাধাই হইল ফাঁফর।
মাধবে হইল মাধাই পালটী মনোহর ॥"

১৪। চান্দাই মেলের কারিকা।

"চাঁদাই বন্দ্যো ব্রহ্মবধ ঘটকেতে গায়।
শ্রীপতি মখটী করি হড় দোষ পায় ॥
ছকাইর বেটা মনাই করি দিণ্ডি পিণ্ডি পাইয়া।
তাহার পর ছকাই চট্টে কন্যা দেন বিয়া ॥
পুত্র পশ্চাৎ হইল কুল বলে বিপর্য্যায়।
ছকড়ি হইল পালটী চন্দ্রেতে চাঁদাই ॥"

১৫। বিদ্যাধরী মেলের কারিকা।

"বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী ঘটকেতে জানে।
বিশেষিয়া কহ তাহা হয় কি কারণে ॥
অবসথি নিধাই চট্ট কুল চুড়ামণি।
প্রজাপতি বন্দ্যো করি খণ্ড পান তিনি ॥
তৎসুত বিদ্যাধর কুলেতে প্রধান।
কাটাদিয়া ভরত সভ্যে সুখনালী পান ॥

বিকর্ত্তন মুখে আর্ত্তি গুড় অবসথি।
বিদ্যাধরে বিদ্যাধরী হইল সংহতি॥
পালটী হইলেন বিকর্ত্তন কুল চূড়ামণি।
পিতা গদাধর পিতামহ জয়পাণি॥"

১৬। পারিহাল মেলের কারিকা।

"অবসথি দিগম্বর কুলে চূড়ামণি।
পঙ্গোর বেটা নিধাই করি খঞ্জ পান তিনি॥
ভৈরব ঘটকে করি বলাৎকার পাইয়া।
তৎসুত রাঘব করেন পারিহালে বিয়া॥
আর্ত্তি করেন পাঁচুবন্দ্য পশাই বন্দ্যের বেটা।
তাহারে করিয়া পাইল বলাৎকারের খোটা॥
রাঘবেতে পারিহাল হইল অচ্যুৎ।
পালটী হইলেন পাচুবন্দ্য পশাই বন্দ্যের সুত

১৭। শ্রীরঙ্গভট্টি মেলের কারিকা।

"শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গ হইল উদ্ভব।
চক্রপাণির সুতের বিয়ে সন্দিগ্ধবান সব॥
তৎসুত গোপাল পূতিতুণ্ড চূড়ামণি।
বাবলার হরিকে করি খঞ্জ পাইলেন তিনি॥
তৎসুত শ্রীরঙ্গ ভট্টের পারিহালের বিয়া।
বসিয়াছেন পুতিতুণ্ড পিতার হড় পাইয়া॥
রঘুসুত বলাই ক্ষেম্য বশিষ্ঠের নাতি।
তাহাকে করিয়া হইল কুলভিতে গতি॥
আড়িয়ার মুখটী সে যে পালটী হইয়া বসে।
শ্রীরঙ্গে শ্রীরঙ্গ মেল দেবীবরে ঘোষে॥"

১৮। প্রমোদিনী মেলের কারিকা।

"প্রমোদিনী জিতামিত্র হইল সংহতি।
গঙ্গাগতির বেটা সে যে পৃথ্বীধরের নাতি॥
গোবিন্দ সুত পৃথ্বীধর ক্ষেম্য তার পিতা।
জনোসুত ক্ষেম্য সে যে মুখবংশ সুতা॥
গঙ্গাগতি উচিত করে বন্দ্য দুর্গাবরে।
বিপর্য্যায় হইল তার চৌটখণ্ডিব পরে॥
দাসসুত সুরেশ্বর বন্দ্যেরে করিয়া।
শব সম্বন্ধ রণ্ড বলাৎকার দোষ পাইয়া॥
তৎসুত জিতামিত্র সর্ব্বগুণ যুতা।
গড়েতে বিবাহ তাহার প্রমোদিনী সুতা॥
আর্ত্তি অবসথি রাম গড়েতে বিবাহ।
পিতা দিগম্বর তার গোপাল পিতামহ॥"

১৯। বালীমেলের কারিকা।

"কুশাই চট্টের আছে কেশরকোণী বিয়া।
শ্রীকান্তের আর্ত্তি করেন তারে যোগে লইয়া॥
অবসথি বিষ্ণু চট্ট লখোর আর্ত্তি যায়।
সন্দিগ্ধ ঘোষলি দোষ সেই হেতু পায়॥
তৎসুত গোবিন্দ মিশ্রের কুলভিতে বিয়া।
স্থগিত হইলেন তিনি হরি খঞ্জ পাইয়া॥
শ্রীকান্ত পালটী হইলেন এই সকল দোষে।
কেশরেতে বালি মেল দেবীবর ঘোষে॥"

২০। চন্দ্রাপতি মেলের কারিকা।

"নৃসিংহ বংশেতে জন্ম নাম চন্দ্রাপতি।
বরাহের সুত তিনি অনিরুদ্ধের নাতি॥
গড়েতে বিবাহ তাব পীতমুণ্ডী পবে।
অবসাথি শুভঙ্কর চট্টে আত্তি করে॥
পোড়ারি পাইয়া দোষ পরিবর্ত্তি পর।
চন্দ্রাপতি হইল মেল পাল্‌টী শুভঙ্কব॥
সিংহের প্রপৌত্র সে যে দিগম্বর সুত।
চন্দ্রাপতি মেল হইল বড়ই অদ্ভুত॥"

২১। শতানন্দখানী মেলের কারিকা।

পিতৃপিণ্ড ভোগী তিলাহর গুড়েতে বিবাহ।
তাহার পুত্র শতানন্দের পারিতে উদ্বাহ॥
ধনো বংশে গোবর্দ্ধন চট্টে লভ্য করে।
ক্ষেমা করে দেহাটিয়া সুরাই চট্টবরে॥
জগন্নাথ যবন দোষ বলাৎকার পাইয়া।
বসিয়াছেন শতানন্দ নিরানন্দ হইয়া॥
শতানন্দখানী মেল হইল অদ্ভুত।
পাল্‌টী হইলেন সুরাই চট্ট দানপতির সুত॥"

২২। ভৈরব ঘটকী মেলের কারিকা।

"লেঙ্গুরি বংশেতে জন্ম প্রজাপতি নাম।
তাহার পুত্র ভৈরব ঘটক অতি গুণধাম॥
শৌরী সঙ্গে ক্ষেগ্য করি যবনে মজিলা।
পরিবর্ত্তে কারণেতে তিন দোষ পাইল॥

পূর্ব্বেতে আছিল তার মহিন্তাতে বিয়া।
শ্রীহর্ষ পণ্ডিতের বেটা তাহারে করিয়া॥
বলাৎকার দোষ পাইয়া ভাবিতে লাগিল।
আশাই চাট্টে লভ্য করি যবন দোষ পাইল॥
মনোহর পূতিতুণ্ডে করে বলাৎকার।
উচিত হইল মনোহর রণ্ড দোষ তার॥"

২৩। কাকুৎস্থী মেলের কারিকা।

কাকুৎস্থী হইল মেল নানা দোষ পাইয়া।
মহির বেটা মধু করেন খরির কন্যা বিয়া॥
গোবিন্দ গাঙ্গুলি আর্ত্তি বাচ্য পিতা পায়।
ভৈরব ঘটকে করে অনেক দোষ তায়॥
তৎসুত কন্দো সে যে চৈতন চূড়ামণি।
দামোদরে ন্যূন করি পিণ্ড পান তিনি॥
কাকুৎস্থী হইল মেল এই সকল দোষে।
পালটী হইলেন দামোদর কুলাচার্য্যে ঘোষে॥"

২৪। আচম্বিতা মেলের কারিকা।

"আচম্বিতা হইল মেল নানাদোষ পাইয়া।
গোবিন্দ সুত বিদ্যাধর গুড়ে করেন বিয়া॥
কাউ গাঙ্গে আর্ত্তি করি বিপর্য্যায় পায়।
তাহার পুত্র চক্রপাণি পূতিতুণ্ডে যায়॥
মনোহরে আর্ত্তি করি করেন বলাৎকার।
পীতমুণ্ডী দোষ পাইয়া লাগে চমৎকার॥

উচিৎ চট্ট কৃষ্ণদাস ত্যজ্য দোষ পাইলা।
গোতম ঘটকে করি দিণ্ডিতে মজিলা।
চক্রপাণি মুখে মেল হইল আচম্বিত।
গৌতম ঘটক পাল্‌টী নাহি হিতাহিত॥"

২৫। দেহাটা মেলের কারিকা।

"বাপীসুত দানপতি কুলেতে প্রধান।
ভাগিনার সহিত কুল দেখি বিদ্যমান॥
বসুন্ধর গাঙ্গুলী সে যে মহাদেবের নাতি।
তাহারে করিয়া হইল স্বজনাতে গতি॥
পীতাম্বরের পুত্র রাঘব বন্দ্যজ নপাড়ি।
রণ্ড দোষে ভগ্ন হইল তারে ক্ষেমা করি॥
অবসথি-মদন চট্ট বক্তো লভ্য করি।
অচ্যুত তনয় সে যে পীতমুণ্ডী পরি॥
বিষ্ণু বন্দ্য ক্ষেম্য করি পীতমুণ্ডী পাইয়া।
কান্দিতেছেন দানপতি মাথায় হাত দিয়া॥
শ্রীনিবাস গাঙ্গুলীর সঙ্গে পরে হইল কুল।
পাল্‌টী হইল শ্রীনিবাস যবন দোষ মূল॥"

২৬। ধরাধরী মেলের কারিকা।

"ধরাধরের পিতামহের গড়গড়ি বিয়া।
নিজে তিনি করেন কুল গোবিন্দেরে নিয়া॥
খনিয়ার গোবিন্দ সে যে তার পিণ্ডদোষ।
মধুর পুত্র কাকুৎস্থ তার ছিল পিতৃরোষ॥

পিণ্ডদোষ ত্যজ্যদোষ গড়গড়ি দোষে।
ধরাধরী হইল মেল দেবীবরে ঘোষে॥"

২৭। দশরথ ঘটকী মেলের কারিকা।

"দশরথ ঘটকী মেল হইল যেমনে।
বিশেষিয়া কহি তাহা শোন সাবধানে॥
বিকর্ত্তন সুত জনো ধন ভাব মুল।
জটাধর সঙ্গে বিজয়ের হইল কুল॥
খঞ্জ দোষে খঞ্জ হইল কুলের নাহি মূল।
অবসথি পেয়ে তার শাল হইল অতুল॥
তাহার পুত্র দশরথ কুলেতে প্রধান।
কমলাচার্য্যের সঙ্গে কুলের বিধান॥
যবন বলাৎকার পাইয়া করে হাহাকার।
পান্থটী হইলেন কমল মেল চমৎকার॥"

২৮। ছয়ীমেলের কারিকা।

"খনিয়ার বশিষ্ঠ সুত হরিঘোষ নাম।
মুখর পণ্ডিত দোষ বিষ্ণু করি পান॥
নিধাই করেন রও স্বজনা কেশবে।
এই দোষে ছয়িমেল দেবীবরে ঘোষে॥"

২৯। মালাধরখানী মেলের কারিকা।

"গাঙ্গোসুত মুরারী বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার পুত্র বনমালী ঘটকেতে জানে॥
তাহার পুত্র মৃত্যুঞ্জয় যবনেতে যায়।
তাহার পুত্র মালাধর কুন্দ দোষ পায়॥

পাল্‌টী হইল চতুর্ভুজ বশিষ্ঠের বেটা।
কেশবের পৌত্র সে যে তাহে রণ্ডের ছটা॥
তাহারে করিয়া রণ্ড মালাধর পায়।
হরিদাস পাল্‌টী হইল ঘটকেতে গায়॥”

৩০। নড়িয়া মেলের কারিকা।

“নড়িয়া হইল মেল নানা দোষ তার।
আউ সুত বিষ্ণু গাঙ্গ বিষ্ণু অবতার॥
তৎসুত মাধব গাঙ্গ গোপাল তৎসুত।
তাহার কুলের কথা কহিতে অদ্ভুত॥
গজেন্দ্র রায় ধনো বন্দ্যের কন্যা করেন বিয়া।
স্থকিত হইল গাঙ্গ তাহারে করিয়া॥
তাহার পুত্র প্রভাকর পুণ্যবন্ত অতি।
দাতা ভোক্তা কুলশ্রেষ্ঠ ইষ্টপদে মতি॥
তৎসুত চণ্ডীবর কুলবোদ্ধা অতি।
আর্ত্তি করেন বলাই চট্ট পশাই বিদ্যাপতি।
রণ্ড পাইয়া গঙ্গাধর অতি দর্প করি।
ক্ষেম্য করেন বলাই চট্টে বলাৎকার করি॥
পাল্‌টী হইলেন বলাই চট্ট অবসথি।
অনন্ত পিতামহ প্রপিতামহ হরিবিদ্যাপতি॥”

৩১। শ্রীবর্দ্ধনী মেলের কারিকা।

“আড়িয়ার মুখটী সে যে শ্রীবর্দ্ধন নাম।
পিতামহ গঙ্গাগতির বিপর্য্যায় কাম॥

"হিরণ্য করেন দোষ রায় মুখনালী।
চোট্‌খণ্ডি দোষে তারে দেবী দেয় গালী॥"

৩২। পরমানন্দমিশ্রী মেলের কারিকা।

"চৈতুলী দিনকরের নান্দাদোষ ছিল।
তার সঙ্গে ভরতের মুখরদোষ পাইল॥
শ্রীরঙ্গের ছিন্নদোষ রাঘবেন্দ্রে পরে।
শ্রোত্রীয়ান্ত লক্ষ্মণের মিশ্রের উপরে॥
এই সকল দোষে মেল হইল উদ্ভাবন।
পরমানন্দ মিশ্রী মেল অপূর্ব্ব কথন॥"

৩৩। রাঘব ঘোষালী মেলের কারিকা।

"রাঘব ঘোষালী মেল হইল বিচক্ষণ।
গাঙ্গো সুত গদ গদ সুত সুদর্শন॥
তাহার পুত্র শ্রীরঙ্গ কুলেতে প্রধান।
শ্রোত্রীয়েতে সহিতেছে কন্যা তার দান॥
তার পুত্র রাঘব ঘোষাল চুড়ামণি।
পরাশর চট্টে আর্ত্তি রত্ন পান তিনি॥
কাচনার মুখটী বাসু করে বলাৎকার।
ঘোষালী হইল মেল বড় চমৎকার॥
কাচনার মুখটী বাসু তার পালটী হয়।
অর্জ্জুনের পৌত্র সে যে মুরারী তনয়॥"

৩৪। শুভরাজখানী মেলের কারিকা।

"মাধবের পিতা ছিল পীতমুণ্ডী বিয়া।
প্রজাপতির সঙ্গে কুল রত্নদোষ পাইয়া॥

গৌরীবরের যবন দোষ পরে নিজমাথে।
এই সকল দোষে মেল দেবীবরে গাঁথে॥"

৬১। সুঙ্গো সর্ব্বানন্দী মেলের কারিকা।

"লোকনাথের ছিল পূর্ব্বে গড়গড়িতে বিয়া।
তাহার পুত্র কেশবরে বটুক দোষ পাইয়া॥
তৎপরেতে সর্ব্বানন্দ বাণীনাথে করে।
তহশীল আদায় না পাইয়া দেবীবরে ধরে॥"

৬২। হরি মজুমদারী মেলের কারিকা।

"হরি মজুমদারী মেল শুন দিয়া মন।
বিভোর চাটোতি সে যে কুল বিচক্ষণ॥
বিভো সুত নৃসিংহ বামন তার সুত।
তাহার বংশের কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
তাহার পুত্র লম্বোদর বাণীসুত তার।
* আদ্যি করি অরবিন্দে যবন দোষ পায়॥
তৎসুত পরমানন্দ শ্রীনাথে যায়।
মধ্য বাণীকণ্ঠ ক্ষেম্য পীতমুণ্ডী পায়॥
তাহার পুত্র হরিচট্টের উচিত ক্ষেম্য হরি।
গোবিন্দ মজুমদার তাহার কন্যা নিল হরি॥
যবন দোষ পাইয়া হরি যান গড়াগাড়।
শ্রীনিবাস ঘোষাল ক্ষেম্য বলাৎকার করি॥
হরিতে হইল মেল হরি মজুমদারী।
সুদর্শন বংশেতে নিবাস পালুটী হইল তারি॥

---

* আদ্যি = উত্তমকুল, মধ্য = মধ্যমকুল, ক্ষেম = অধমকুল।

এই ৩৬ মেলের পরে ক্রমে নানাপ্রকার কারণে মেলের ভাগ স্বাব ও যুথ এই তিনটী শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

প্রতিযোগী মেল।

মেল বন্ধন সময় দেবীবর ঘটক এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে প্রত্যেক মেলের পালটী ও প্রকৃতিতে আদান প্রদান দ্বারা কুলকার্য্য হইলে কুল রক্ষা হইবে। কিন্তু দেবীবরের পরবর্ত্তী কালে কুলীনগণের মধ্যে মেলসংস্রবে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খল ভাব উপস্থিত হইয়াছিল। এজন্য দেবীবর ঘটকের পরবর্ত্তী কুলজ্ঞগণ একত্র হইয়া প্রতিযোগী মেল প্রথা প্রচলন করেন। এই প্রতিযোগী মেল প্রথার এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে যিনি প্রতিযোগী মেলে কুলকার্য্য করিবেন তিনি সেই মেলভুক্ত হইবেন। কিন্তু যদি তিনি পরে প্রতিযোগী মেলে থাকিয়াও পূর্ব্বের নিজ মেলে কুলকার্য্য করেন তাহা হইলে তিনি প্রতিযোগী মেল হইতে নিজ মেলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। যে মেলের যেটী প্রতিযোগী মেল তাহার নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

মেল।	প্রতিযোগীমেল।	মেল।	প্রতিযোগীমেল।
১ ফুলিয়া,	খড়দহ।	১০ বালী,	চন্দ্রাপণ্ডি।
২ বল্লভী,	সর্ব্বানন্দী।	১১ শতানন্দখানী,	ভৈরবঘটকী।
৩ পণ্ডিতরত্নী,	বাঙ্গালপাশ।	১২ কাকুৎস্থী,	আচম্বিতা।
৪ ছায়া,	সুরাই।	১৩ দেহাটা,	শরাধরী।
৫ আচার্য্যশেখরী,	গোপালঘটকী।	১৪ দশরথ ঘটকী,	ছয়ী
৬ চট্টরাঘবী	বিজয়পণ্ডিতী।	১৫ মালাধরখানী,	নড়িয়া।
৭ মাধাই,	চান্দাই।	১৬ শ্রীবর্দ্ধনী,	পরমানন্দমিশ্রী।

৮ বিদ্যাধর, পারিহাল। ১৭ রাঘবঘোষালী, শুভরাজখানী।
৯ শ্রীবঙ্গভট্টী, প্রমোদিনী। ১৮ শুঙ্গোসর্ব্বানন্দ, হরিমজুমদারী।

উল্লিখিত তালিকায় মেল ও তৎপ্রতিযোগী মেলকে প্রায় সম-পর্য্যায় মর্য্যাদা সম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতেছে কিন্তু যে সংখ্যা দ্বারা মেল ও প্রতিযোগী মেলের সংখ্যা নির্ণীত হইয়াছে তাহা দ্বারা পূর্ব্বসংখ্যাযুক্ত মেল ও প্রতিযোগী মেল পরসংখ্যাযুক্ত মেল ও প্রতিযোগী মেলের অপেক্ষা বিশেষ মর্য্যাদা সম্পন্ন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

দেবীবর ঘটক তাহার মেলবিধি নামক সংস্কৃতগ্রন্থে সমস্ত দোষ-গুলিকে কুলগত, শ্রোত্রীয়গত ও জাতিগত এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

কুলগত পঞ্চবিংশতি দোষ।

"কন্যাপুংসোরভাবেন রণ্ডিকা গমনাদপি।
জীবতঃ পিণ্ডদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এব চ॥
ত্যাজ্যপুত্রভবেদ্দোষ যথা কন্যাবহির্গমাৎ।
অগ্নিদগ্ধাকৃতোদ্বাহে বলৎকারস্তথৈব চ॥
পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগকঃ।
খঞ্জেনাপি বিপর্য্যায়ন্নীচোদ্বাহে চ নাস্তিকে॥
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা।
দুষ্টকন্যাঙ্গহীনাচ কানা কুব্জা চ বাগজড়া॥
পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ কুলহানকরাস্মৃতাঃ॥"

পুত্র কন্যার অভাব, * রণ্ডিকাগমন, জীবিত ব্যক্তির পিণ্ডদান স্বজনাক্ষেপ, * ত্যাজ্যপুত্র, কন্যাবহির্গমন † অগ্নিদগ্ধা, বলাৎকার ‡ পোষ্যপুত্র, ব্রহ্মহত্যা, জন্মান্ধ, কুষ্ঠরোগযুক্ত, খঞ্জ, বিপর্য্যায়, নীচকুলে বিবাহ, নাস্তিক, অন্যপূর্ব্বা, বয়োজ্যেষ্ঠা, মাতৃনামা, সগোত্রা, দুষ্টকন্যা, অঙ্গহীনা, কানা, কুব্জ ও বাগজড়া কন্যার পাণিগ্রহণ কুলগতদোষ মধ্যে পরিগণিত।

শ্রোত্রীয়গত দোষ।

"দুষ্টাশ্চ সপ্তশতয়ো দুষ্টা গৌণাশ্চতুর্দ্দশ।
সুসিদ্ধা অপি সন্দিগ্ধাঃ দুষ্টা দোষজ্ঞ সম্মতাঃ॥

জাতিগত দোষ।

"কোচ পোদ আর হেড়া হালান্ত রজক।
কলু হাড়ী বেড়ুয়া শুঁড়া যবন অন্ত্যজ॥"

* কন্যার অভাবে কুলের অভাবে এবং বেশ্যাগমনে রণ্ডদোষ হয়।

* পিতৃপক্ষে সাতপুরুষ এবং মাতৃপক্ষে পাঁচপুরুষ মধ্যে বিবাহ করিলে স্বজনাদোষ হইয়া থাকে।

† পিতা মাতা ভ্রাতা শূন্য কন্যা অগ্নিদগ্ধা রূপে পরিচিত।

‡ "স্বগোত্র পরগোত্র বা পোষ্যপুত্রঃ কুলং দহেৎ।"

বীরভদ্রী থাক।
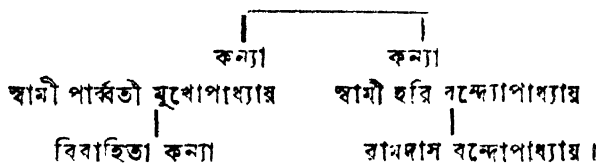
নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রের নাম বীরভদ্র গোস্বামী এবং কন্যার নাম গঙ্গাদেবী। মাধব চট্টোপাধ্যায় গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। ইহাদিগের বংশধরগণ জিরাটের গোস্বামী নামে পরিচিত। বীরভদ্র গোস্বামীর গাঞি অজ্ঞাত থাকায় কুলজ্ঞ ও ঘটকগণ তাঁহাকে সন্দিগ্ধ বটব্যালরূপে সমাজে গ্রহণ করেন। ফুলিয়া মেলের পার্ব্বতীনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত বীরভদ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ করিয়া দোষ প্রাপ্ত হইলে তাহার কন্যাকে কুলীন সন্তান মধ্যে কেহই বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন না। শেষে পার্ব্বতীনাথ গয়ঘড় লক্ষ্মীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র হরি বন্দ্যকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তৎসঙ্গে নিজ কন্যা বিবাহ দিলেন কিন্তু হরিবন্দ্য পরদিন বাসি বিবাহ না করিয়া পলায়ন করেন। পার্ব্বতীনাথ হরি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া হরি বন্দ্যেরপুত্র রামদাসকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বলিলেন গত কল্য তুমিই আমার কন্যা বিবাহ করিয়াছ তোমাকেই বাসি বিবাহ করিতে হইবে।

এই ভাবে হরি বন্দ্যের পুত্র রামদাসের সহিত পার্ব্বতীনাথের কন্যার বাসি বিবাহ সম্পন্ন হইল। পূর্ব্বে কানু রায়ের দুই

কন্যার মধ্যে হরি বন্দ্যোর সহিত এক কন্যার বিবাহ হয় এবং পার্ব্বতী নাথের সহিত অপর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ইহাতে পার্ব্বতীনাথের কন্যা রামদাসের প্রথম ভগ্নি ছিল। হরিবন্দ্য উক্ত কন্যা বিবাহ করায় ঐ কন্যা রামদাসের বিমাতা হয় এবং পরে বাসি বিবাহ দ্বারা উক্ত কন্যা রামদাসের স্ত্রী হয়। এই ঘটনা হইতেই বীরভদ্রী থাকের উৎপত্তি হয়।

এ সম্বন্ধে মুখো পঞ্চাননের একটী শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

'হরি সুত রামদাস বিমাতার পতি।
মুখের কন্যা বিহা করি গেল তার জাতি॥
কন্যার বরের মাতা দুই সহোদরা। .
বিমাতা ভগিনীপতি কোথা আছে কারা॥'

অষ্টম অধ্যায়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

চন্দ্রবংশীয় বলিরাজের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও ওড্র নামে পঞ্চপুত্র পঞ্চদেশে রাজত্ব করিতেন। বলিরাজ পুত্র পুণ্ড্র যে দেশে রাজত্ব করিতেন সেই দেশ প্রাচীন কালে পৌণ্ড্রুরাজ্য নামে অভিহিত হইত। পরে এই পৌণ্ড্র বা গৌড় দেশ রাঢ়, ভড় ও বারেন্দ্র এই তিনটী প্রদেশে বিভক্ত হয়। এই তিনটী প্রদেশের তিনটী স্বতন্ত্র রাজধানী ছিল। রাঢ় প্রদেশের রাজধানী * নবদ্বীপ ভড প্রদেশের রাজধানী রামপাল এবং বরেন্দ্র প্রদেশের রাজধানী গৌড়নগর ছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম গঙ্গানদীর দক্ষিণ এবং মহানন্দা নদীর পূর্ব্বে যে প্রদেশ তাহাই বরেন্দ্রভূমিনামে অভিহিত হইত। জেলা রাজসাহী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, রংপুর, সুসঙ্গদুর্গাপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থান এই বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত ছিল।

---

* নবদ্বীপ:—নয়টী ক্ষুদ্র দ্বীপবেষ্টিত স্থান নবদ্বীপ নামে আভিহিত। নয়টী দ্বীপের নাম নিম্নলিখিতরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা— (১) অন্তর্দ্বীপ, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫) কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ, (৮) মোদ্রুমদ্বীপ, (৯) রুদ্রদ্বীপ। বর্ত্তমান মায়াপুর প্রভৃতি স্থান অন্তদ্বীপের অন্তর্গত। বিল্ব পুষ্করিণী শরভাঙ্গা বহির্গাছি কাসিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত। গাদিগাছা প্রভৃতি গ্রাম গোদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। শান্তিপুর ভালুকা প্রভৃতি গ্রাম মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত। বিদ্যানগর রাহুতপুর প্রভৃতি গ্রাম ঋতু দ্বীপের অন্তর্গত। জাননগর প্রভৃতি জহ্নুদ্বীপের অন্তর্গত। আধুনিক মামগাছি একডালা প্রভৃতি গ্রাম মোদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত। পূর্ব্বস্থলী, চুপী, মেড়তলা প্রভৃতি রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত।

কথিত আছে কান্যকুব্জ হইতে মহর্ষি ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দর মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে তাহারা সমাজে বৈশ্যযাজন হেতু নিন্দিত হইয়াছিলেন। এজন্য কান্যকুব্জ হইতে উক্ত দ্বিজপঞ্চক স্ত্রীপুত্র ভ্রাতাদি সহ মহারাজা আদিশূরের নিকট উপস্থিত হইয়া বাসস্থানের জন্য স্থান প্রার্থনা করেন। মহারাজা আদিশূরও দ্বিজ পঞ্চক ও তাহাদিগের ভ্রাতাগণকে রাঢ় বা বরেন্দ্র ভূমে বাসস্থান প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে সংস্থাপন করেন। বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রে কান্যকুব্জ হইতে আগত (১) নারায়ণ ভট্ট (২) গৌতম (৩) সুষেন (৪) পরাশর (৫) ধরাধর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। রাঢ়ীয় ভট্টনারায়ণ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের নারায়ণ ভট্ট একই ব্যক্তি বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। গৌতম শ্রীহর্ষের ভ্রাতা; সুষেন দক্ষের ভ্রাতা, পরাশর বেদগর্ভের ভ্রাতা এবং ধরাধর ছান্দরের ভ্রাতা। ইহাদিগের বংশধরগণ বরেন্দ্রভূমিতে বাস করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন কোন কুলশাস্ত্র মতে আদিশূর পুত্র ভূশুরের সময় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন মহারাজা আদিশূরের পরে একই সময়ে (৯৭৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১০১২ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে) বরেন্দ্র ও প্রদ্যুম্ন নামে দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার অভ্যুদয় হয়। কান্যকুব্জাগত নারায়ণভট্ট, গৌতম, সুষেন, পরাশর ও ধরাধরেরর পরবর্ত্তী বংশধরগণ রাজা বরেন্দ্রের পক্ষ অবলম্বন ও সমর্থন করায় তাহারা রাজা বরেন্দ্রের নাম অনুসারে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

বারেন্দ্র গাঞি।

মহারাজা বল্লাল সেনের রাজত্ব সময় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ বংশধরগণের সংখ্যা ১১০০ এগার শত ছিল তন্মধ্যে কোন কোন গ্রন্থের মতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৭৫০ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৩৫০ ঘর হইয়াছিল।

কথিত আছে এই ৩৬০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইতে হিন্দুর সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা জন্য মগধে ৫০, উড়িষ্যার ৪০, রম্ভাঙ্গে ৬০, ভোটানে ৬০, মোরঙ্গে ৪০ ঘর, সমুদয়ে ২৫০ ঘর ব্রাহ্মণ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অবশিষ্ট ১০০ একশত ঘর ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস করিতে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সংখ্যা ১৪ ঘর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২৪ ঘর, কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৮ ঘর, সাবর্ণ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্যা ২০ ঘর, এবং বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সংখ্য ২৪ ঘর, মোট ১০০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ রাজদত্ত সম্মান সূচক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশে বাস করিতে থাকেন। এই ১০০ একশত গ্রাম হইতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের ১০০ গাঞিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট বংশের গাঞি সংখ্যা ও মর্য্যাদা নির্ণয়।

শাণ্ডিল্য গোত্রে নারায়ণ ভট্ট বংশে		মর্য্যাদা
১। (রুদ্র ও সাধু) বাগছি	গাঞি	কুলীন
২। (লোকনাথ) লাহিড়ী	,,	কুলীন

৩।	চম্পটি	গাঁঞি	সিদ্ধশ্রোত্রীয়
৪।	নন্দনাবাসী	,,	ঐ
৫।	কালিন্দি	,,	ঐ
৬।	শিহার	,,	কষ্টশ্রোত্রীয়
৭।	বিশাখা (বিশি)	,,	ঐ
৮।	মৎস্যাসি	,,	ঐ
৯।	তোড়ক	,,	ঐ
১০।	বেগাড়ী	,,	ঐ
১১।	দিঘগ্রামী	,,	ঐ
১২।	যেতগ্রামী	,,	ঐ
১৪	ভাড়য়াল	,,	ঐ

ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম বংশের গাঁঞি সংখ্যা
ও মর্য্যাদা নির্ণয়।

ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম বংশে			মর্য্যাদা
১।	ভাদড়	গাঁঞি	কুলীন
২।	কাউড়ী	,,	সিদ্ধশ্রোত্রীয়
৩।	আতর্থী	,,	ঐ
৪।	ঝম্পাঠি	,,	ঐ
৫।	রাই	,,	কষ্টশ্রোত্রীয়
৬।	রত্নাবলী	,,	ঐ
৭।	গুঞ্জরী	,,	ঐ
৮	গোচণ্ডী		ঐ
৯।	কাচড়ী	,,	ঐ

১০।	সিংবহাল	গাঞি	কষ্ঠশ্রোত্রীয়
১১।	সরিয়াল	,,	ঐ
১২।	ক্ষত্রগ্রামী	,,	ঐ
১৩।	শূল	,,	ঐ
১৪।	দধিয়াল	,,	ঐ
১৫।	পুতী	,,	ঐ
১৬।	নন্দগ্রামী	,,	ঐ
১৭।	পিপ্পলী	,,	ঐ
১৮।	খর্জ্জুরী	,,	ঐ
১ ।	গোশালাঙ্গী	,,	ঐ
২০।	গোগ্রামী	,,	ঐ
২১।	নিঘটী	,,	ঐ
২২।	বলোৎকটা	,,	ঐ
২৩।	কুঞ্জ	,,	ঐ
২৪।	ভোগ্রামী	,,	ঐ

কাশ্যপ গোত্রে সুষেন বংশের গাঞি সংখ্যা ও মর্য্যাদা নির্ণয়।

কাশ্যপ গোত্রে সুষেন বংশে			মর্য্যাদা
১।	মৈত্র (মৈতাই)	গাঞি	কুলীন
২।	(ক্রতু) ভাদুড়ী	,,	কুলীন
৩।	করঞ্জ	,,	সিদ্ধশ্রোত্রীয়
৪।	বলযষ্টিক	,,	কষ্ঠশ্রোত্রীয়
৫।	মধুগ্রামী	,,	ঐ
৬।	রাণীহরি	,,	ঐ

৪।	মৌহালী	গাঞি	কষ্ঠশ্রোত্রীয়
৫।	কিরণী	”	”
৬।	বীজকুঞ্জ	”	”
৭।	সহস্রামী	”	”
৮।	বিষোৎকটঃ	”	”
৯।	পারীস্বাম	”	”
১০।	মঠগ্রামী	”	”
১১।	মধ্যগ্রামী	”	”
১২।	গঙ্গাগ্রাম	”	”
১৩।	আথর্ব্বী	”	”
১৪।	বেলগ্রাম	”	”
১৫।	সুচী	”	”

সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশরবংশের গাঞি সংখ্যা ও মর্য্যাদা

সাবর্ণ গোত্রে পরাশর বংশে			মর্য্যাদা
১।	শিঙ	গাঞি	কষ্ঠশ্রোত্রীয়
২।	দিয়ার	”	”
৩।	পিপড়ী	”	”
৪।	দধি	”	”
৫।	শৃঙ্গী	”	”
৬।	মেদড়ী	”	”
৭।	উথরী	”	”
৮।	ধুকড়ী	”	”
৯।	বাড়	”	”
১০।	আলদ্য	”	”

১১।	শতক	গাঞি	কষ্টশ্রোত্রীয়
১২।	নৈগ্রামী	”	”
১৩।	কলাপী	”	”
১৪।	টটরী	”	”
১৫।	পুণ্ড্রবর্দ্ধনী	”	”
১৬।	কলাপী	”	”
১৭।	পঞ্চবটী	”	”
১৮।	নিরুটী	”	”
১৯।	সমুদ্রক	”	”
২০।	শিতলী	”	”

বাৎস্য গোত্রে ধরাধর বংশে গাঞি সংখ্যা ও মর্য্যাদা নির্ণয়।

বাৎস্য গোত্রে ধরাধর বংশে			মর্য্যাদা
১।	(লক্ষ্মীধর) সজ্ঞামিনী বা সান্ন্যাল	গাঞি	কুলীন
২।	(জয় মিশ্র) ভীম (বা কালিয়াই)	”	কুলীন
১।	ভট্টশালী	”	সিদ্ধশ্রোত্রীয়
২।	কামকালী	”	”
১।	কুড়মুড়ি	”	কষ্টশ্রোত্রীয়
২।	ভাড়িয়াল	”	”
৩।	যমকুথী	”	”
৪।	শীতলী	”	”
৫।	ভালড়ী	”	”
৬।	দেবলী	”	”
৭।	বাৎস্যগ্রামী	”	”
৮।	নিশ্রালী	”	”

৯।	কুর্কটী	গাঞি	কষ্টশ্রোত্রীয়
১০।	পৌণ্ড্রবর্দ্ধনী	”	”
১১।	বোড়গ্রামী	”	”
১২।	শ্রোকবতী	”	”
১৩।	অক্ষগ্রামী	”	”
১৪।	ঘোষগ্রামী	”	”
১৫।	কালীগ্রামী	”	”
১৬।	কালাপুর	”	”
১৭।	তম্রকেশী	”	”
১৮।	নাগাশূর	”	”
১৯।	শিবতটী	”	”
২০।	বৈশালা	”	”

উল্লিখিত পঞ্চ গোত্রে ১০০ গাঞি মধ্যে ৮ গাঞি কুলীন, ১০ গাঞি সিদ্ধশ্রোত্রীয় অবশিষ্ট গাঞি কষ্টশ্রোত্রীয় মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে শাণ্ডিল্য গোত্রের শিহরী ও বিশী গ্রামীন, বাৎস্য গোত্রে কুড়মুড়ি ও যমরুখী গ্রামীন, ভরদ্বাজ গোত্রে ঝাই, খজ্জুরী, গোশালাক্ষী গ্রামীন এবং সাবর্ণ গোত্রে উথরী গ্রামীন মোট এই ৮ গ্রামীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সাধ্যশ্রোত্রীয়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

“আদৌ মৈত্র স্তথা ভীমো রুদ্রঃ সঞ্জামিন স্তথা।
লাহিড়ী ভাদুড়ী সাধুর্ভাদড়ঃ পুংক্তিপূরকঃ॥”

নবম অধ্যায়।

বারেন্দ্র কুলীন, শ্রোত্রীয়, কাপ, করণ ও পটী।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ রাজ-প্রদত্ত সম্মান স্বরূপ একশত গ্রামপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ একশত গ্রামীন বা গাঞি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রের নারায়ণভট্ট বংশের সাধু বাক্‌চি, রুদ্রবাক্‌চি এবং লোকনাথ লাহিড়ী কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কাশ্যপ গোত্রের সুবেন বংশের কৈতাই মৈত্র এবং বাৎস্য গোত্রের ধরাধর বংশের লক্ষ্মীধর সান্ন্যাল ও ভীমকালিয়াই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভরদ্বাজ গোত্রের গৌতম বংশে এবং সাবর্ণ গোত্রে পরাশর বংশে কেহ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না। পঞ্চ গোত্রে মোট একশত গাঞি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মধ্যে ৭ গাঞি কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পঞ্চ গোত্রের অবশিষ্ট ৯৩ গাঞির মধ্যে ৮গাঞি সিদ্ধশ্রোত্রীয়, ৮গাঞি সাধ্যশ্রোত্রীয় এবং অবশিষ্ট ৭৭ গাঞি কষ্ঠশ্রোত্রীয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ সিদ্ধ, সাধ্যশ্রোত্রীয় শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলিক শব্দের অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কাপ।

কাশ্যপ গোত্রীয় উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে বাস করিতেন। শচীপতি, ভূপতি, গৌরী, পতি, চণ্ডিপতি, রুদ্রানিপতি, ভবানিপতি নামে উক্ত উদয়নাচার্য্যের প্রথম পক্ষের ছয়টী পুত্র ছিল। ইহারাই পিতার কোপে কুলীন সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হওয়ায় "কাপ" বলিয়া অভিহিত হইয়া

ছিলেন। প্রথমতঃ ইহাদের সংস্রবে অন্য কেহ মিলিত না হওয়ায় ইহার ছয় ঘরিয়া বলিয়াই অভিহিত হইতেন। তৎপর মধু মৈত্র মহাশয়ের দুই পুত্র ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। কথিত আছে কুলীন শ্রেষ্ঠ মধু মৈত্র ও ধেয়াই বাক্‌চি শুকদেব আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বালা গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপিতামহ কষ্টশ্রোত্রীয় নরসিংহ লাড়ুলী মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ শ্রাদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু মধু মৈত্র ও ধেয়াই বাক্‌চি উক্ত নরসিংহ লাড়ুলীর সহিত এক পংক্তিতে এক সঙ্গে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজন করেন না এজন্য নরসিংহ লাড়ুলী অপমানিত হইয়া মধু মৈত্রের কৌলীন্য মর্য্যাদা বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নারায়ণ চক্র ও একটী গাভীসহ নিজের অবিবাহিতা কন্যা লইয়া নৌকাযোগে আত্রাই নদী দিয়া মধু মৈত্রের বাড়ী মাঝগ্রামে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মধু মৈত্রকে আত্রাই নদীতে স্নান করিতে দর্শন করিয়া নরসিংহ লাড়ুলী তাহার সমীপস্থ হইলেন এবং তাহার অবিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। অন্যথায় নারায়ণ চক্র ও গাভীসহ কন্যাকে আত্রাই নদীতে নিমজ্জিত করিবেন এরূপ প্রকাশ করিলেন। মধু মৈত্র অনন্যোপায় হইয়া নরসিংহ লাড়ুলীর কন্যা গ্রহণে সম্মত হইলেন এবং পরে ঐ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। ইহাতে মধু মৈত্র পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া তাহার পূর্ব্ব পক্ষের পুত্র আলাই ও অর্জ্জনাই কোপে তাহাকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ধেয়াই বাক্‌চি তথায় উপস্থিত হইয়া মধু মৈত্রের পতিতাবস্থা হইতে রক্ষা করিলেন। মধু মৈত্রের প্রতি তৎবংশধরগণ কোপ প্রকাশ করায় তাহারা কাপ বলিয়া পরিচিত

হইলেন। এবং পরে নৃসিংহ লাড়ুলীর বংশ কষ্টশ্রোত্রীয় হইতে সাধ্য শ্রোত্রীয়রূপে উত্থাপিত হইলেন। অন্যান্য বংশের মধ্যে কেহ কেহ পরে উল্লিখিত কাপগণের সহিত মিশ্রিত হইলে তাহারাও কাপ বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উদয়নাচার্য্যের ছয়পুত্রের এবং মধু মৈত্রের দুই পুত্রের বংশধরগণ আদি কাপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মুসলমান সম্রাট আকবর বাদসাহের রাজত্বকালে তাহের পুরের কংস নারায়ণ কিছুদিনের জন্য সুবা বাঙ্গালা ও বিহারের দেওয়ানের কার্য্য করিয়া শেষে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন উক্ত রাজা কংসনারায়ণ রায়ের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি কাপের পক্ষ সমর্থন করিয়া নিজ দুই কন্যার মধ্যে একটীকে কাপে ও অপরটীকে কুলীনে বিবাহ দিয়াছিলেন। তদবধি কাপ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র কুলীনব্রাহ্মণের নীচেই সম্মান প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

বারেন্দ্র বা। ব্রাহ্মণ সমাজের বহুশ্রেণীবিভাগ থাকিলেও সাধারণতঃ ইহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা :—(১) সুলতান প্রতাপ সমাজ (২) বার্ব্বাকাবাদ সমাজ (৩) গঙ্গাতরী সমাজ।

(১) সুলতান প্রতাপ সমাজের বারেন্দ্র কাপ ব্রাহ্মণগণ সাধারণতঃ ঢাকা ময়মনসিংহ পাবনা ও ফরিদপুর জেলার অনেক স্থানে বাস করিতেছেন।

(২) বার্ব্বাকাবাদ বারেন্দ্র কাপ ব্রাহ্মণগণ রাজসাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার অনেক স্থানে বাস করিতেছেন।

(৩) গঙ্গাতরী সমাজের বারেন্দ্র কাপ ব্রাহ্মণগণ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, চব্বিশপরগণা ও হুগলী জেলার অনেকস্থানে বাস করিতে

ছেন। এতদ্ব্যতীত কাশিমপুর লাহোর ভাবেঙ্গা হরিপুর ক্ষেতুপাড়া সাফল্লা পাথরাইল কাবারীকোলা নয়াবাড়ী অমরকুণ্ড প্রভৃতি গ্রামে বহু প্রসিদ্ধ কাপের বাসস্থান।

করণ।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রাম নিবাসী ক্রতু ভাদুড়ীর পুত্র বৃহস্পতি আচার্য্য পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ জন্য কাশীধামের রাজসভায় বৌদ্ধধর্ম্মাচার্য্য পণ্ডিত জীবনির সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া রাজাজ্ঞায় বনে গমন করেন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়। মহাত্মা বৃহস্পতি আচার্য্যের মৃত্যুর পর তৎপুত্র পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বৌদ্ধাচার্য্য পণ্ডিত জিবনির সহিত হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিচার করেন এবং বিচারে পণ্ডিত জিবনিকে পরাস্ত করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপর ১৩৫০ খ্রীঃ অব্দে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়া তিনি দেখিলেন কুলীন কন্যার বর প্রাপ্তি বিশেষভাবে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী মহাশয় কুলীনগণের মধ্যে করণ প্রথা প্রচলিত করেন। করণ তিন প্রকার। যথা:—(১) কুলজ করণ (২) আদান প্রদান সম্বন্ধে পরিবর্ত্ত (৩) উপকারে করণ।

১। কুলজ করণ।

পিতার মৃত্যু হইলে সন্তান বা ভগ্নি দ্বারা যে পরিবর্ত্ত হয় তাহা কুলজ করণ বলিয়া অভিহিত।

২। আদান-প্রদানে পরিবর্ত্ত করণ।

যে যে কুলীন আদান প্রদান করিবেন তাঁহারা বন্ধুবান্ধব আত্মীয় ও কুলজ্ঞ ব্যক্তিব সমক্ষে জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক জলপূর্ণ পাত্র ধারণ করিয়া কন্যা আদান প্রদানের মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং পরে তাহা জলমগ্ন করিবেন। এই কার্য্য আদান প্রদান সম্বন্ধীয় করণ বলিয়া অভিহিত।

৩। উপকারে করণ।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী শ্রোত্রীয়কন্যা বিবাহ করা প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন নাই। ক্রমাগত ৬টী শ্রোত্রীয় কন্যা গ্রহণ হইলে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর মতে ছয় শ্রোত্রীয় দোষ বলিয়া গণ্য হইত। এজন্য কোন কুলীন শ্রোত্রীয় কন্যা বিবাহ করিলে তাহারা বা তৎপুত্রেব সামাজিক দোষ হইতে অব্যাহতি লাভ জন্য এই করণ করিতে হইত। দোষ প্রাপ্ত কুলীনের ঐরূপ অব্যাহতি প্রাপ্তি জন্য যে করণ করিতে হয় তাহাই উপকারে করণ বলিয়া অভিহিত।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর নিয়মানুসারী করণ করিতে অনেকের পক্ষে অসুবিধা হইত। এবং এজন্য মেয়াই বাক্‌চির ব্যবস্থা মতে যে কুলীনের কন্যা বা ভগিনী থাকিত না তাহাদের প্রদানের অভাবে কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষা হইত না। এই কারণে রাজাকংস নারায়ণ রায় কুলীন শ্রোত্রীয় কাপ ও কুলজ্ঞগণকে তাহেরপুরে আহ্বান করেন এবং অন্যান্য বিধি প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে কেবল মাত্র কুশময় বর কন্যার দ্বারা করণ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন।

বারেন্দ্রপটী।

কেহ পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন বা জ্ঞাতি কুটুম্বাদি দ্বারা কোন প্রকারে অভিসম্পাত প্রাপ্ত বা সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইলে তিনি আঘাত প্রাপ্ত বলিয়া পরিচিত হইতেন। কাহারও যবন সংস্রব বা অন্য কোনরূপ গুরুতর অপরাধ হইলে তিনি অবসাদ প্রাপ্ত বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে ১৩টী আঘাত এবং ৪৩টী অবসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আঘাত ১৩টী।

১। ভারতাঘাত। ২। চন্দ্রাঘাত। ৩। কালিনী আঘাত। ৪। সল্লাঘাত। ৫। ভটাঘাত। ৬। শান্তাঘাত। ৭। বউনেওয়া আঘাত। ৮। গাছতলী আঘাত। ৯। বাহাদুর খানি আঘাত। ১০। আলিয়া আঘাত। ১১। হাতলখানি আঘাত। ১২। কাফরখানি আঘাত। ১৩। সন্ধ্যাঘাত।

অবসাদ ৪৫টী।

১। পাচুরিয়া। ২। জোনালী। ৩। কুতুবখানি। ৪। কালাপুরী। ৫। বাওবাজু। ৬। পিরালী। ৭। বেণী। ৮। পরাণ মৌলিকী। ৯। আলমখানি। ১০। আয়বাখালি। ১১। সাদেখালি। ১২। মুদাখালি। ১৩। সুজাখালি। ১৪। খোজাম্বরী ১৫। সাটুয়াডাঙ্গা। ১৬। নশিরখানি। ১৭। ছোটখানি। ১৮। গয়েরাবাদ। ১৯। পাডেয়ালী। ২০। আলেখানি। ২১। তেরোয়ালী। ২২। দর্পনারায়ণী। ২৩। কাকশেয়ালী। ২৪। ভূষণা। ২৫। চাড়ালী। ২৬। রোহিলা। ২৭। সহদেবখানি। ২৮। পদ্মনালী। ২৯। হিরণ্যভকী। ৩০। বেটীচারাই। ৩১।

পেগাম্বরী। ৩২। নবরঙ্গখানি। ৩৩। চান্দি। ৩৪। ভবানীপুরী। ৩৫। আবদুল রহমানী। ৩৬। বক্তারখানি। ৩৭। কচুয়াব হাসনখানি। ৩৮। সুসুঙ্গের হাসনখানি। ৩৯। সাহাবাজখানি। ৪০। শুভরাজখানি। ৪১। বক্তারখানি। ৪২। অন্যপূর্ব্বা। ৪৩। বগা।

আঘাত প্রাপ্ত কুলীনগণ মধ্যে অধিকাংশ কুলীন কাপ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। অবসাদ বা দোষ প্রাপ্ত কুলীনগণ ঘটক ও কুলজ্ঞ কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ ৮টী পটী বা দল বা বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন।

পটী ৮টী।

১। নিরাবিল। ২। রোহিলা। ৩। বেণী। ৪। ভূষণা। ৫। কুতুবখানি। ৬। ভবানীপুরী। ৭। জোনালী। ৮। আলিয়াখানি।

১। নিরাবিল পটী।

যে সময় বারেন্দ্র কুলীন সমাজে নানারূপ দোষ বা আবিলতা প্রবেশ করিতে থাকে সেই সময় রমানাথ মৈত্রেয়, লোকনাথ মৈত্রেয়, নয়ান সান্ন্যাল, বিষ্ণুদাস সান্ন্যাল, দ্বিজরাম লাহিড়ী, বাণীনাথ ভাদড়ী প্রভৃতি দোষ শূন্য কুলীনগণ লক্ষ্মণ তলাপাত্র, শঙ্কর আচার্য্য, হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি নির্দ্দোষ শ্রোত্রীয় লইয়া একটী পটী বা দলের সৃষ্টি করেন এই পটীর নাম নিরাবিল পটী।

২। রোহিলা পটী।

ভাদুড়ী বংশীয় প্রচণ্ড খাঁ নামক জনৈক বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণ তৎকালিক দিল্লির বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

তিনি সম্রাটের কার্য্যের জন্য রোহিলখণ্ডে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ঐ দেশের এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত প্রচণ্ড খাঁর ঔরসে রোহিলখণ্ডের ব্রাহ্মণ কন্যার গর্ভে চাঁদ রায় ও হরি রায় নামক দুইটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এবং প্রচণ্ড খাঁর মৃত্যুর পর তাহারা তাহার গর্ভধারিণী সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। চাঁদ রায় ও হরি রায়ের মাতা বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না তজ্জন্য তাহারা রোহিলাখণ্ড অবসাদ বা দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি চাঁদ রায় ও হরি রায় এবং তাহাদের সংসৃষ্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রোহিলা পটীর সৃষ্টি হয়।

৩। বেণী পটী।

রাজসাহী জেলার চলন বিলের মধ্যে কাউত গ্রামে বেণী রায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কথিত আছে দস্যু বৃত্তিই তাহার জীবনের অবলম্বন ছিল। অধিকন্তু তাহার গাঞি ও গোত্রের বিশেষ পরিচয় কিছু ঠিক ছিলনা। কিন্তু সুসঙ্গের গোপীনাথ, শ্রীপতি কোঙর, যদুনাথ সান্ন্যাল, মহেশ মল্লিক ও ভবানী আচার্য্যের সহিত কয়েকটী পৌত্রির বিবাহ দিয়াছিলেন। সমাজে ইহারা কিছুকাল স্থগিত থাকিলেও সুসঙ্গাধিপতির সাহায্যে পুনরায় সমাজস্থ হইয়া বেণীপটীর সৃষ্টি করেন।

৪। ভূষনা পটি।

গঙ্গারাম মৈত্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ ভূষণ নামক একটী মুসলমান কন্যা ও রূপদলন তাহার ভ্রাতাকে বৈষ্ণব

ধর্ম্ম গ্রহণ করাইলে কাজীর বিচারে রূপদলনের প্রাণদণ্ড হয়। তৎপর ভূষণ ভ্রাতার শোকে আত্মহত্যা করে। কথিত আছে এই ভূষণ গঙ্গারাম মৈত্রের সেবাদাসী ছিল। ভূষণার মৃত্যুর পর পাবনা জেলার অন্তর্গত সিন্দুরীর রাজা রাজীব রায় গঙ্গারাম মৈত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া সমাজে গ্রহণ করেন। এই গঙ্গারাম মৈত্র সংস্পৃষ্ট বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ভূষণার নাম হইতে ভূষণা পটীর সৃষ্টি করেন।

কেহ কেহ বলেন যশোহর জেলাস্থিত ভূষণা পরগণার মৈশালা ও আলাসী গ্রামবাসী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ জৈনদল নামে এক নীচ জাতিয়া কন্যার সংস্রবে অবসাদ বা দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের সংস্পৃষ্ট রামচন্দ্র-লাহিড়ী এবং গঙ্গারাম সন্ন্যাল প্রভৃতি উল্লিখিত অবসাদ প্রাপ্ত হইলে ভূষণাপরগণার নামানুসারে ইহারা সকলে ভূষণাপটীর সৃষ্টি করেন।

কুলশাস্ত্র দীপিকার গ্রন্থকার বলেন ভূষণাপরগণার মধ্যস্থিত কোন স্থানে জনৈক মুসলমান ১টী পুষ্করিণী খনন করেন। এবং দুইজন বারেন্দ্র কুলীন সন্তান উক্ত পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করেন। তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলায় তাহারা তাহাতে স্বীকার হইলেন না তদবধি উক্ত কুলীনদ্বয় এবং তাহাদের সংস্পৃষ্ট কুলীনগণ এই ভূষণাপটী সৃষ্টি করেন।

৫। কুতুবখানি পটী।

কুতুব নামে জনৈক পাঠান সর্দ্দার কোন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কন্যাকে অপহরণ করে। তৎপর কয়ড়ানিবাসী মথুর চৌধুরী

মহাশয় উক্ত কন্যাকে কুতুবের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। উক্ত মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র ও তৎসংসৃষ্ট কুলীনগণ কুতুব খাঁ'র নাম অনুসারে কুতুবখানি পটী সৃষ্টি করেন।

। ভবানীপুরী পটী।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে দেবী ভবানী প্রতিষ্ঠিতা আছেন। কথিত আছে তাহার পূজক বা সেবাইত মথুরেশ চক্রবর্ত্তী তাহার কন্যার বিবাহ সময় কুলজ্ঞগণকে অর্থ দ্বারা সম্মান না করিয়া পূজকের ন্যায় দেবীর নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া ছিলেন। উল্লিখিত কারণে কুলজ্ঞগণ অসন্তুষ্ট হইয়া মথুরেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে বেতনগ্রাহী পূজক জ্ঞানে পাঁচুরিয়া দোষে দূষিত করেন। উক্ত মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর সংসৃষ্ট কুলীনগণ হইতে ভবানীপুর গ্রামের নামানুসারে ভবানীপুরী পটীর সৃষ্টি হয়।

কথিত আছে সাতোরের রাজা রামকৃষ্ণ এই স্থানে সুরাপানে মত্ত হইয়া ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছিলেন। ভবানীপুর পটীর ব্রাহ্মণগণ তাহা সমর্থন করেন। এই জন্য এই ভবানীপুরী পটী বারেন্দ্র সমাজে আদরনীয় নহে।

৭। জোনালী পটী।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত বর্ণিগ্রামে এক জন বিদেশাগত ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। উক্ত গ্রামের ব্রাহ্মণগণ উল্লিখিত বিদেশাগত ব্রাহ্মণের শবদেহ দাহ না করিয়া জোনাইল গ্রামে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। জোনালী গ্রামের পুরন্দর মৈত্রেয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ উক্ত শবদেহ দাহ করেন। কথিত আছে পুরন্দর

মৈত্রের ভগ্নি কোন কারণে সমাজে আবদ্ধ ছিলেন। এদিকে তৎসাময়িক কুলজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত ও পুরন্দর মৈত্রেয় মহাশয়ের সদ্ভাব ছিলনা। এই সমস্ত নানাপ্রকার কারণে পুরন্দর মৈত্র ও তৎসংসৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ হইতে জোনালী গ্রামের নামানুসারে এই জোনালী পটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

৮। আলিয়াখানি পটী।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল প্রদেশে আলি খাঁ নামক কোন জায়গীরদার ছিলেন। কথিত আছে এই আলি খাঁর দেওয়ান ভাদুড়ী বংশীয় সুবুদ্ধি রায়ের সহিত জায়গীরদারের বিমাতার গুপ্ত প্রণয় হেতু গর্ভ হয়। এই সংবাদ আলি খাঁর কর্ণগোচর হইলে তিনি উক্ত সুবুদ্ধি রায়কে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করে। কিন্তু স্থানীয় প্রধান মৌলবী ও অন্যান্য লোক সর্দ্দার আলি খাঁকে এই পরামর্শ দেন যে ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে কলঙ্ক দূর না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ অবস্থায় সুবুদ্ধি খাঁর সহিত সর্দ্দার আলি খাঁর বিমাতার নিকা দেওয়াই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়। তদনুসার উল্লিখিত কার্য্যের আয়োজন উদ্যোগ হইতে লাগিল॥ সুবুদ্ধি রায় ও অনন্যোপায় হইয়া তাহাদের নিকার প্রস্তাবে মৌখিক স্বীকার করিলেন। পরে সুযোগ মত দেওয়ান সুবুদ্ধি রায় নিকা হইবার পূর্ব্বেই সে স্থান হইতে পলায়ন পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই সুবুদ্ধি রায় ও তাহার সংসৃষ্ট কুলীনগণ দ্বারাই সর্দ্দার আলিখাঁর নামানুসারে আলিয়াখানি পটীর সৃষ্টি হইয়াছে।

উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন অংশে এক শ্রেণীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বাস করেন। তাহারা উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে ১৬টী গাঞিএর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাক্‌চি, ভাদুড়ী, চম্পটী, করঞ্জ প্রভৃতি গাঞিএর ব্রাহ্মণ উক্ত উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে বর্ত্তমান আছেন। এতদ্ভিন্ন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে যে সকল গাঞিএর উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায় না এমত গাঞি সংযুক্ত কতিপয় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ উল্লিখিত উত্তর ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত হইয়া আছেন। ইহা দ্বারা কেহ কেহ এরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, ঘৃতকৌশিক স্বর্ণ-কৌশিক প্রভৃতি গোত্রীয় সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ উক্ত সমাজে সম্মিলিত হইয়াছেন। আমরাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি। কল্পিত অভিমান এবং সঙ্কীর্ণ মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রত্যেকই উল্লিখিত মতের সমর্থন করিবেন।

দশম অধ্যায়।

—:o:—

বৈদিক, মধ্যশ্রেণী, সপ্তশতি ও গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ।

বৈদিক ব্রাহ্মণ।

"বেদান্ বেত্তি যঃ স বৈদিক।"

বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই বৈদিক শব্দবাচ্য। অধুনা দ্রাবিড় দেশাগত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। এই বৈদিক ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং পাশ্চাত্য বৈদিক।

যাঁহারা দ্রাবিড়াদি দক্ষিণদেশ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ। যাহারা পশ্চিম দ্রাবিড়াদি দেশ হইতে অথবা যাহারা পশ্চাতে বঙ্গদেশে আগমন করেন তাঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। পশ্চিম দেশীয় অথবা পশ্চাৎ আগত এই দুই অর্থেই পাশ্চাত্য শব্দ নিস্পন্ন এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন বঙ্গাধিপতি এই দাক্ষিণাত্য বা পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন নাই সেইজন্য রাঢ়ায় বা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কোন রাজ প্রদত্ত সম্মানসূচক গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন না; ইহাঁরা নির্গাঁঞি। এই নিমিত্ত পরিচয় প্রসঙ্গে ইহঁাদিগের কোন গাঁঞি এর উল্লেখ হয় না।

———

দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।

ইহারা দ্রাবিড়াদি দক্ষিণ দেশ হইতে নানাপ্রকার কারণে প্রথমে উৎকলের কটক, পুরী, যাজপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করেন এবং এই সকল স্থান হইতে ক্রমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলার অনেক স্থানে বাস করিতেছেন; তদ্ভিন্ন নৈহাটী, ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া, চুঁচুড়া ফরাসডাঙ্গা, হরিনাভি, রাজপুর, কোদালিয়া মাজিলপুর প্রভৃতি গ্রামেও বাস করিতেছেন। ইহাঁদিগের বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্রী, ত্রিপাঠি, সেনাপতি, নন্দ রথ, ও দশাশ্বমেধী প্রভৃতি উপাধি আছে। ইহাদিগের মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় কুলীন, বংশজ এবং মৌলিক নামক তিনটী শ্রেণীবিভাগ আছে। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের উপনয়ন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদি সামাজিক কার্য্যে ক্রম-পর্য্যায়ানুসারে বিদায় বা সম্মানসূচক লৌকিকতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৌশিক, ঘৃতকৌশিক গৌতম, কণ্ব্যায়ন ও বাৎস্য গোত্রীয় দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিশেষ সম্মানিত। ইহাদিগের মধ্যে গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ সামবেদী; এতদ্ভিন্ন ইহাদিগের অন্যান্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অধিকাংশই যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ।

দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণের পরে পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করেন এবং রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ও তাঁহাদিগকে সযত্নে গ্রহণ করেন। *রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ অন্যকে শিষ্য করিলে তাহার পাপ গ্রহণ করিতে হয় এইজন্য তাঁহারা দীক্ষাদানাদি কার্য্যে অগ্রসর হইতেন না। এদিকে তান্ত্রিক কার্য্যাদি দ্বারা ও স্থানে স্থানে দীক্ষাপ্রদানাদি কার্য্য দ্বারায় বৈদিকগণ সমাজে প্রাধান্য লাভ করিলেন এবং কতিপয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশের কুলগুরুরূপে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সময় নিরূপণ।

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গদেশে আগমনের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন জগন্নাথ-দেবের আবির্ভাবে উৎকল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাধান্যে ঐ প্রদেশে বৈদিক ক্রিয়াদি লুপ্তপ্রায় হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণ উৎকলে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারার্থে কতিপয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে ঐ স্থানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণগণ উৎকল হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন মহারাজ আদিশূরের পর ১০০১ শকে অর্থাৎ ১০৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশস্থ শ্যামল বর্ম্মা নামক জনৈক নৃপতির রাজপ্রাসাদে শকুনির নিয়ত অবস্থানে উক্ত রাজার নানাপ্রকার অমঙ্গল উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহার জন্য তিনি তাঁহার শ্বশুর কাশীরাজ জয়ন্তের নিকট নানারূপ অমঙ্গল বিনাশ মানসে যজ্ঞ সম্পাদানার্থে

---

* শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং।

একজন সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রার্থনা করেন। কাশীরাজ রাজা শ্যামল বর্ম্মার প্রার্থনামতে যশোধর নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। যশোধর অমঙ্গল বিনাশার্থে যজ্ঞ সম্পাদন করিলে রাজা শ্যামল বর্ম্মার অমঙ্গল বিদূরিত হইয়া সর্ব্ববিষয়ে শুভ হইতে থাকে। এজন্য রাজা শ্যামল বর্ম্মা সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যশোধরকে বঙ্গদেশে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। যশোধর, রাজা শ্যামল বর্ম্মার আগ্রহাতিশয়ে বঙ্গদেশে বাসস্থান সংস্থাপন করেন এবং স্বদেশ হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদগর্ভ, বশিষ্ঠ গোত্রীয় গোবিন্দদেব, ভরদ্বাজ গোত্রীয় জিতামিত্র ও সাবর্ণ গোত্রীয় পদ্মনাভকে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। যশোধর নিজে শুনক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যশোধর মিশ্রের ধারাব শুনক গোত্রতিলক হরিহর চক্রবর্ত্তী কোটালিপাড়ায় বাস করেন। ইনি অত্যন্ত বিদ্যাতপস্যান্বিত ছিলেন বলিয়া পাশ্চাত্য বৈদিকের চৌদ্দ সমাজ নিজভবনে একত্রিত করিয়া গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। ইহার বংশের একধারা ভূসম্পত্তি গ্রহণপূর্ব্বক চৌধুরী উপাধি ধারণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া বিখ্যাত। অন্যধারা শিষ্যসম্পত্তি সহকারে তপশ্চর্য্যাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছিলেন। তাহার বংশের মধ্যে ৺কাশীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় ননীক্ষীর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। আবার তাহার অন্য বংশধর ৺রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মাদারীপুরে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশের বর্ত্তমান সময়ে যাহারা আছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ৺পার্ব্বতীচরণ

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র। ইনি একজন প্রতিভাশালী স্মার্ত্ত, বর্ত্তমান সময়ে কাশীমবাজার মহারাজার সভাপণ্ডিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহাশয় ৺জগচ্চন্দ্র ভটাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র॥ ইনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী নানা শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত। ইনি বাগ্মিতা ও মনস্বিতার জন্য পণ্ডিত ও বিষয়ী সমাজে বিশেষ সম্মানভাজন হইয়া প্রভূত প্রতিষ্ঠা সহকারে বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

রাজা শ্যামল বর্ম্মার নিকট হইতে বেদগর্ভ তিন পুত্র সহ (১) আখণ্ডা, (২) মাখণ্ডা, (৩) পানকুণ্ডা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজার নিকট হইতে গোবিন্দদেব ৪ পুত্র সহ (১) জোয়াড়ী, (২) কোয়াড়ী, (৩) আহ্লাদক, (৪) দক্ষিণন্তগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জিতামিত্র মিশ্র রাজা শ্যামল বর্ম্মার নিকট হইতে (১) কোটালী পাড়া, (২) নবদ্বীপ, (৩) চন্দ্রদ্বীপ, নামক তিনখানা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পদ্মনাভ উক্ত রাজার নিকট হইতে (১) শান্তিকর, (২) ব্রহ্মপুরী, (৩) মরীচকুণ্ড নামক তিনখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে যশোধর ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রাম যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর বংশধরগণ ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর, কোটালীপাড়া গ্রামে বাস করেন।

শ্যামল বর্ম্মা।

পঞ্চগৌড়ীয় রাজ্যের কোন প্রদেশে রাজা শ্যামল বর্ম্মা রাজত্ব করিতেন তাঁহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ না পাইলেও রাজা শ্যামল বর্ম্মা কর্ত্তৃক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বঙ্গে আগমনের ঘটনা কিম্বদন্তীরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। বৈদিক কুলগ্রন্থেও শ্যামল বর্ম্মার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য বৈদিক

ব্রাহ্মণগণের বঙ্গদেশে আগমন প্রসঙ্গে রাজা শ্যামল বর্ম্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও উক্ত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে পশ্চিম দ্রাবিড়াদি দেশ হইতে ক্রমে উৎকলাদি প্রদেশের মধ্য দিয়া বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ নবদ্বীপ ভট্টপল্লী বা ভাটপাড়া, কাঁটালপাড়া, কোটালীপাড়া, রাজপুর, বোড়াল ঝাপড়দহ, এড়েদহ, বগড়ী কৃষ্ণনগর, রাধানগর, শ্যামপুর, বিষ্ণুপুর, বারহাজারী পরাণপুর, যশোহর, পূর্ব্বস্থলী, সেরপুর, শ্রীপুর টাকী, দণ্ডীরহাট, ঘলঘলিয়া, চাচড়া, বাণিয়াচঙ্গ, যাত্রাইল, শ্রীপুর, মণ্ডলঘাট, ভাজপুর খাল্না, গুপ্তিপাড়া, মহেশপুর, কৃষ্ণনগর, মালদহ, দোগাছি, মুর্শিদাবাদ, কোন্নগর, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। আসাম প্রদেশের ব্রাহ্মণগণও বৈদিক ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী জিতামিত্র মিশ্রের ৩য় পুত্রের অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষের বংশে জগন্নাথ মিশ্রের জন্ম হয়। জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচী দেবীর গর্ভে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্ম হয়। ইনি রথীতর গোত্রীয় নিলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র।

প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বশিষ্ঠ গোত্রীয় নারায়ণ ঠাকুর যশোহর জেলার ধুলিয়াপুর গ্রামে বাস করিতেন। কথিত আছে উক্ত নারায়ণ ঠাকুর মহাশয় ধুলিয়াপুর হইতে প্রতিদিন ভট্টপল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন করিয়া গঙ্গাস্নান করিতেন। ভট্টপল্লীর প্রাচীন জমিদার লক্ষ্মীনাথ হালদার মহাশয় উল্লিখিত নারায়ণ ঠাকুরের তপোবল ও অদ্ভুত দৈবশক্তি দর্শন করিয়া

তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হইয়াছিলেন। খুলিয়াপুর বাসী নারায়ণ ঠাকুর মহাশয় শিষ্যের অনুরোধে পরে ভট্টপল্লীতে বাসস্থান সংস্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণই ভাটপাড়ার ঠাকুর-বংশরূপে পরিচিত। এই বংশে বহু বিখ্যাত পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। চৌবাড়ীর ঠাকুর বংশ-ধরগণ উক্ত নারায়ণ ঠাকুর মহাশয়ের অন্যতম শাখা নামে প্রসিদ্ধ।

ভট্টপল্লী।

গৌতম গোত্রীয় হরিহর ভট্ট নামক জনৈক পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে প্রথম আগমন করেন। ইহার পৌত্র গণপতি, গণপতির জ্যেষ্ঠপুত্র অল্লালভট্ট। অল্লালভট্ট সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে মহারাজা প্রতাপাদিত্য এই সিদ্ধপুরুষ অল্লালভট্টকে নৈহাটীর নিকটবর্ত্তী স্থানে সংস্থাপন করিয়া ভট্টপল্লী গ্রামের প্রতিষ্ঠা করেন।

গৌতম গোত্রীয় অল্লাল ভট্টের একদেশ বংশাবলী।

(১) অল্লাল ভট্ট
(২) নারায়ণ।
(৩) রমাকান্ত।
( ) ত্রিলোচন।
(৫) কাশীশ্বর।
(৬) মহাদেব।
(৭) উমাকান্ত।
(৮) রামকানাই।
(৯) লম্বোদর।
(১০) নন্দলাল।
(১১) পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

শ্রীজীব। সুজীব। সঞ্জীব

বগড়ী।

প্রায় ৪০০ চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ভরদ্বাজ গোত্রসম্ভূত পাশ্চাত্য বৈদিক উপেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তপবলে "সিদ্ধপুরুষ উপেন্দ্র ভট্ট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বগড়ীর (বকাসুরের অধিকারকালে এই স্থান বকদ্বীপ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল) স্বাধীন রাজার সাহায্যপ্রাপ্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ মহাত্মা রাজ্যধর রায়ের আর্ত্বিজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বগড়ী কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ শ্রীশ্রী৺ কৃষ্ণরায় মূর্ত্তির স্থাপনা এবং রাজপ্রদত্ত ভট্টগ্রাম প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন। হুগ্‌লী জেলার ফুলুই গ্রামে শ্রীশ্রীজয়দুর্গা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা, ভট্টগ্রামে প্রস্তরাসন স্থাপন ও নানা স্থানে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া মহা-পুরুষ "উপেন্দ্র ভট্ট" যোগসিদ্ধির চরমসীমায় উপনীত হইয়া-ছিলেন। অদ্যাপি তত্তৎদেশবাসিগণ ঐ সিদ্ধ পুরুষের নামে রোমাঞ্চিতদেহ হইয়া থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজ্যধর রায়ের বংশধরগণ ও উপেন্দ্র ভট্টের বংশধরগণ বগড়ী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। উপেন্দ্র ভট্টের বংশধরগণের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে বগড়ী ভট্টগ্রামবাস্তব্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামরক্ষ তর্কতীর্থ ও পণ্ডিত শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তর্কতীর্থ মহাশয় অতি সুপণ্ডিত, তিনি মেদিনীপুর নগরে মণিক্য-রাম চতুষ্পাঠীতে তর্ক, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, কাব্য ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেছেন। শিবচন্দ্র সিদ্ধান্তরত্ন মহাশয় স্মৃতি, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রতিভাশালী, সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পি, এম, বাক্‌চি প্রতিষ্ঠিত পঞ্জিকা প্রকাশের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ ।

উৎকল বা উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থান মধ্যদেশ বলা যাইতে পারে। এই মধ্য প্রদেশের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণ মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ মেদিনীপুর, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলায় বাস করিয়া থাকেন। মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র সপ্তশতী ও উৎকলীয় ব্রাহ্মণগণের বিবাহ সম্বন্ধে পরস্পর সংমিশ্রণে এই মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু ঘটক বিশারদ ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব নামক গ্রন্থের মতে মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণেরই একটী শাখা বিশেষ। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে পরাক্রান্ত রাজা কংসনারায়ণ বা গণেশের অমাত্য দত্তখাস নামক এক মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের কুল বিচার করিতে আরম্ভ করিলে অনেক ব্রাহ্মণ তাহার কৃত সমীকরণ পূর্ব্বক কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপনে অমত প্রকাশ করেন। এতদুপলক্ষে ৮ জন কুলীন ব্রাহ্মণ ও ৩২ জন শ্রোত্রীয় মন্ত্রীবর দত্তখাসের সভা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। দত্তখাস ক্রোধান্বিত হইয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে উল্লিখিত ৪০ জন ব্রাহ্মণের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে আদেশ ও অনুরোধ করেন। যাহারা দত্তখাসের সভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহারা রাজা বা রাজমন্ত্রীও জাতি আত্মীয় স্বজনের সহিত বিবাদ করিয়া এক স্থানে বাস করা অকর্ত্তব্য স্থির করিলেন। উল্লিখিত ৪০জন ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশপরিত্যাগ করতঃ উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের

মধ্যবর্ত্তী স্থানে বাস করিয়া "মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

যে ৪০ জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দত্তখাসের সভা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাদিগের নাম নিম্নলিখিত রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কুলীন সংখ্যা।

১। ফুলিয়ার মুখটী গদাধর। ২। কাচনার মুখটী মহেশ্বর। ৩। কাটাদিয়ার বন্দ্য ঈশান। ৪। শিব। ৫। অবসথী চট্টবংশের রাম। ৬। পুতি বংশের দক্ষ। ৭। কাঞ্জিবংশের অনিরুদ্ধ। ৮। শিশু গাঙ্গুলী বংশের কেশব।

শ্রোত্রীয় সংখ্যা।

১। গোবিন্দ পারিহাল। ২। ভূধর বটব্যাল। ৩। রাম কুলভি। ৪। কৃষ্ণ কুলাভ। ৫। কেশরকোণি বংশের সর্ব্ব। ৬। বিকর্ত্তন মা ক। ৭। সুদর্শন মাসচটক। ৮। গোপাল পলসাই। ৯। মধুসূদন গুড়। ১০। কৌতুক তৈলবাটী ১১। ত্রিবিক্রম হড়। ১২। পীতাম্বর পালধি। ১৩। কানু পিপলাই। ১৪। শ্রীগড় চোটখণ্ডি। ১৫। শ্রীনিবাস চোটখণ্ডি ১৬। শ্রীকান্ত চোটখণ্ডি। ১৭। শ্রীপতি চোটখণ্ডি। ১৮। রাঘব মহিন্তা। ১৯। চতুর্ভূজ মহিন্তা। ২০। জহ্নু মহিন্তা। ২১। দুর্গাবর মহিন্তা। ২২। ভীম মহিন্তা। ২৩। সর্ব্বানন্দ মহিন্তা। ২৪। সর্ব্বানন্দ মহিন্তা। ২৫। জনার্দ্দন মহিন্তা। ২৬। মদন পিপলাই। ২৭। হলায়ুধ পিপলাই। ২৮। অনন্ত পিপলাই। ২৯। মাধব পিপলাই। ৩০। মুরারী ঘোষাল। ৩১। কেশব ঘোষাল। ৩২। নারায়ণ সাণ্ডেশ্বরী।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণ

কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে পঞ্চ মহর্ষির আগমনের বহুপূর্ব্বে সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন পাঞ্জাব প্রদেশের চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ পৌরাহত্য কার্য্যাদির উপলক্ষে প্রথমতঃ মগধ রাজ্যে আগমন করেন এবং তথা হইতে তাহারা ক্রমে বঙ্গদেশে আগমন করতঃ এতৎপ্রদেশের সাতশত বিভিন্ন অংশে বাসস্থান সংস্থাপন করিয়া সপ্তশতী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সপ্তশতী নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বলেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির বংশধরগণ পরবর্ত্তী সময়ে যেমন বাসস্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন উল্লিখিত (গৌড়ীয়) সারস্বত ব্রাহ্মণগণ ও আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাঢ়দেশের পূর্ব্বাংশে সপ্তশতিকা নামক স্থানে বাস হেতু উক্ত সারস্বত ব্রাহ্মণগণ সপ্তশতী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সপ্তশতিকা নামক স্থান বর্দ্ধমান জেলার সাতসইকা পরগণার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির গৌড়প্রদেশে আগমনের পূর্ব্বে উক্ত সারস্বত ব্রাহ্মণগণের সংখ্যা ৭০০ সাতশত মাত্র ছিল। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ মহর্ষির বেদজ্ঞ বংশধরগণকে বৈদিক কার্য্যে অনভিজ্ঞ এই ৭০০ সাতশত সারস্বত ব্রাহ্মণগণ হইতে পৃথক ভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তৎকালের

গৌড়াধিপতি এই গৌড়ীয় সারস্বত ব্রাহ্মণগণকে সপ্তশতী আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ মিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র কৃত কুল-তত্ত্বার্ণব গ্রন্থের মতে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ সারস্বত ব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত। অঙ্গবংশের রাজা শূদ্রক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনার্থে পাঞ্জাবান্তর্গত সারস্বত প্রদেশ হইতে কতিপয় সারস্বত ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কালক্রমে ঘটনাচক্রে উল্লিখিত সারস্বত ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণই সপ্তশতী ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গোত্র।

সাগর প্রকাশ নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার ও দেবীবর ঘটক বিশারদ সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের ৮টী গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"শনকঃ শুনকঃ কাশ্যো গৌতমশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারীতঃ কৌৎস্যশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সাগর প্রকাশ।

"শুনকঃ গৌতমঃ কাশ্যো কৌণ্ডিল্যশ্চ পরাশরঃ।
বশিষ্ঠো হারীতঃ কৌৎস্যশ্চাষ্টৌ গোত্রাঃ
প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

দেবীবর ঘটক।

১। শুনক। ২। গৌতম। ৩। কশ্যপ। ৪। কৌণ্ডিল্য।
৫। পরাশর। ৬। বশিষ্ঠ। ৭। হারীত। ৮। কৌৎস্য।

গাঁঞি।

সপ্তশতী ব্রহ্মণগণ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় রাজ প্রদত্তগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন কুলাচার্য্য ইহাদিগের ২৮টী, কোন কোন কুলাচার্য্য ইহাদিগের ২৪টী গাঁঞি সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে ইহারা ২৮টী গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পরে পরবর্ত্তী বংশধরগণের পরিবর্ত্তিত বাসস্থানের নামানুসারে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ব্রাহ্মণগণের গাঁঞি সংখ্যা ৪০টী হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম গ্রন্থ ও দেবীবরের মেল পর্য্যায় নামক গ্রন্থের মতে সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের ২৮ মেলের নাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

২৮। গাঁঞি।

১। সাগাই। ২। সুবাই। ৩। জগাই। ৪। জেলাই। ৫। নালসী। ৬। কালাই। ৭। দাই। ৮। বালসী। ৯। বাণ্টুলী। ১০। পাঁলসা। ১১। কাটানী। ১২। কুশল। ১৩। উজ্জ্বল। ১৪। কাশ্যপকাঞ্জারী। ১৫। লতারি। ১৬। পিপারী। ১৭। বাতারি ১৮। চেরু। ১৯। বাগরাই। ২০। উল্লক। ২১। ঝর্ঝর। ২২। মুল্লুক। ২৩। ফর্কর। ২৪। কচ্ছপ। ২৫। বড়ল। ২৬। চেরচেরাই। ২৭। বাস। ২৮। বালথুব।

৪২। গাঁঞি।

১। নগড়ি। ২। দগড়ি। ৩। হাবু। ৪। কাশ্যপকাঞ্জরী। ৫। বাপাড়। ৬। তালকা। ৭। কেষু। ৮। সুপদাসকা। ৯।

পিতাড়ি। ১০। ঘাগুড়ি। ১১। ভাদাড়ি। ১২। পিচু। ১৩। কুশক। ১৪। সাঁড়াকুলী। ১৫। কোয়াড়ী। ১৬। মুলুকজুড়ী। ১৭। হাজুড়ী। ১৮। কাটানি। ১৯। কামদেব। ২০। বেড়ুগ্রামী ২১। নালসী। ২২। সাগাই। ২৩। পুংসিক। ২৪। ভট্টশালী। ২৫। ফর্কর ছত্রিকা। ২৬ আদিত্য। ২৭। উজ্জল। ২৮। সুরাই ২৯। দীঘল। ৩০। যবগ্রাহী। ৩১। কৌণ্ডিল্য। ৩২। কড়ারী ৩৩। বৈজুড়ী। ৩৪। কুড়াল। ৩৪। সেহনী। ৩৬। শায়ী, ৩৭। বাতাড়ী। ৩৮। বেলাড়ী। ৩৯। করঞ্জ, ৪০। অস্তাড়ি; ৪১। কল্যাণী। ৪২। করলা।

এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বে বেদজ্ঞ ও ধর্ম্ম পরায়ণ ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু মহারাজা আদিশূরের যজ্ঞ সম্পাদনের সময়ে ইহারা বৈদিক কার্য্যে অনভিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের যাবতীয় লোক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা বুদ্ধি ও গুণে মুগ্ধ হইলে উক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ ক্রমে হীনপ্রভ হইতেছিলেন। এজন্য উল্লিখিত সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকে বিবাহ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা ও অন্যান্য উপায় অবলম্বনে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিলেন। অনেকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে সম্মিলিত হইয়াছেন। অনেকে পরবর্ত্তী ঔপনিবেশিক বৈদিক ব্রাহ্মণ গণের সহিতও মিশ্রিত হইয়াছেন। যাহারা রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র বা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত মিশ্রিত হইতে পারেন নাই তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রীহট্ট চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে বাসস্থান সংস্থাপন করিয়াছেন, কেহ নিম্নজাতির পৌরহিত্য প্রভৃতি স্বীকারে বর্ণ ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত হইয়াছেন, কেহ কেহ

সমাজে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া স্বীয় বংশ মর্য্যাদার গৌরব অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতেছেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত শিমলাগড়ের রায় মহাশয়গণ পরাশর গোত্রীয় নালসী গাঞি। খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটীর চক্রবর্ত্তীগণ ও সাতক্ষীরার জমিদার রায় চৌধুরীগণ কাশ্যপ গোত্রীয় কাটানী গাঞি। হুগলী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শিঙেরকোণ, লাড়ুগ্রাম, ময়নাগড় প্রভৃতি স্থানের গোস্বামীগণ গৌতম গোত্রীয় যবগ্রামী গাঞি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কামালপুর গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় ফর্কর ছত্রিকা গাঞিএর ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর চুঁচুড়া ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে কাশ্যপ গোত্রীয় কাশ্যপ কাঞ্জারী গাঞিএর ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। ২৪ পরগণার বিভিন্ন স্থানে পরাশর গোত্রীয় পিতাড়ি গাঞিএর ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। পরাশর ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কড়ারী গাঞিএর ব্রাহ্মণগণ ঢাকা জেলার বিভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। সাগর প্রকাশ নামক গ্রন্থের মতে আদিত্য ভাদাড়ী করঞ্জ ও ভট্টশালী এবং কামদেব গাঞিএর সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেন।

কুলীনগণ মধ্যে অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি সপ্তশতীর কন্যা গ্রহণ করেন। বন্দ্য গয়ঘড় বংশে পদ্মনাভের বৃদ্ধপ্রপৌত্র আনাই; এই আনাইএর পৌত্র নারায়ণ সপ্তশতী দূষিত চাঁদের পুত্র কাশীশ্বরের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বন্দ্য গয়ঘর বংশে ষষ্ঠীদাস সপ্তশতী দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুদ্ররাম রঘুরাম ও কেশব এই তিনজনের পিতামহ রাঘব। রাঘবের

প্রপিতামহ ভগীরথ। সাগরদীয়ার এই ভগীরথ বন্দ্য সপ্তশতী দীঘল গাঞিএর কন্যা বিবাহ করেন। যোগেশ্বরের ভ্রাতা কামদেব পণ্ডিত সপ্তশতী সাগাই গাঞিএর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, শিবাচার্য্য মুখটী সপ্তশতী মুলুকজুড়ী গাঞিএর কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। ধান্দাবংশে শ্রীনাথ চট্ট সপ্তশতী কাশ্যপ কাঞ্জারী গাঞিএর কন্যা বিবাহ করেন। নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলী মুখটী গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের কন্যা বিবাহ করিয়া সপ্তশতী মুলুকজুড়ী দোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে বিশিষ্ট কুলীনগণ সপ্তশতী দোষ প্রাপ্ত হইলে কুলাচার্য্য ঘটকগণ কুলীনগণের সম্মান রক্ষার্থে অনেক সপ্তশতী ব্রাহ্মণকে কষ্ঠ শ্রোত্রীয় ও সিদ্ধ শ্রোত্রীয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন।

গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ।

"গ্রহাণামর্চ্চনাদ্ধেতোঃ শাকদ্বীপসমুদ্ভবঃ।
ব্রহ্মবক্ত্রাদ্ভবেজ্জন্ম দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণো ধ্রুবং॥"

ব্রহ্মযামলে।

দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গ্রহগণের অর্চ্চনার জন্য ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া শাকদ্বীপে অবস্থান করিলেন।

ভবিষ্যপুরাণে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রিয়ব্রত শাকদ্বীপের রাজা ছিলেন। তাহার পুত্র মেধাতিথি সূর্য্যদেবের স্বর্ণময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবার অভিপ্রায়ে সূর্য্যদেবের নিকট ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন। সূর্য্যদেব রাজকুমারের প্রার্থনা অনুসারে ৮ আট জন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন। ইহারা কেবল সূর্য্যের উপাসক জন্য মগ নামে অভিহিত। এই আট জন ব্রাহ্মণ ভোজক, দিব্য ও বাচক নামেও পরিচিত।

দেবল ব্রাহ্মণ।

"দেবপূজা পরো বিপ্রো বিত্তার্থী বৎসরত্রয়ম্।
স বৈ দেবলকো নাম সর্ব্বকর্ম্মবহিস্কৃতঃ॥"

বিষ্ণুপুরাণোক্ত টীকা।

যে ব্রাহ্মণ তিন বৎসরকাল পর্য্যন্ত বেতন গ্রহণ করিয়া দেবতা পূজা করেন তিনি দেবল নামে পরিচিত ও সমস্ত কার্য্য হইতে বহিস্কৃত।

গণক।

"দেবলাদ্ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
তস্য বৃত্তিং প্রবক্ষ্যামি তিথিবারবিবেচনম্ ॥"

পরশুরামসংহিতা।

পরশুরামসংহিতা মতে উল্লিখিত দেবলের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে গণকের উৎপত্তি হইয়াছে

অম্বষ্ঠ।

"ব্রাহ্মণাৎ বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি।

গণক।

"অম্বষ্ঠাৎ গণকো জাতো বৈশ্যাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
নক্ষত্র-তিথি-যোগাদি-গ্রহ-নির্ণয়কারকঃ ॥"

রুদ্রযামল।

রুদ্রযামল নামক গ্রন্থের মতে অম্বষ্ঠের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে গণকের উৎপত্তি। নক্ষত্র তিথি যোগাদি নির্ণয় ইহাদের বৃত্তি নির্ণীত হইয়াছে।

ব্রহ্মযামল ভবিষ্য পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির মতানুসারে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ গ্রহাংশ ব্রাহ্মণ। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সুরাংশ ব্রাহ্মণ।

কথিত আছে দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কঠিন রোগাক্রান্ত হইলে সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। তৎপরে সূর্য্যমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা

প্রকাশ করেন। কিন্তু তৎকালে গ্রহপূজক ব্রাহ্মণ এতৎ প্রদেশে প্রাপ্ত হইলেন না। শেষে সূর্য্যদেবের নিকট নিজ প্রার্থনা জানাইলে তিনি শাকদ্বীপ হইতে গ্রহবিপ্র আনয়ন করিতে আদেশ করেন। সূর্য্যদেবের আদেশ অনুসারে শাম্ব গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং উক্ত স্থানহইতে ৮জন গ্রহপূজক ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।

শাম্ব শাকদ্বীপ হইতে যে ৮ জন গ্রহপূজক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাহাদিগকে চন্দ্রভাগা নদীর তীরপ্রদেশে শাম্বপুর নামক স্থানে স্থাপন করেন।

শাম্বপুরাণের মতে—শাকদ্বীপ হইতে (১) কাশ্যপগোত্রীয় বরাহ (২) ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় সোম, (৩) গৌতম গোত্রীয় ঈশান (৪) বাৎস গোত্রীয় শান্তি, (৫) ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভৃগু, (৬) পরাশর গোত্রীয় ধনঞ্জয়, (৭) শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দম্ভ এবং (৮) মৌদ্গল্য গোত্রীয় বসুন্ধর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

"শরদ্বীপে চ বেদাগ্নিঃ শাকদ্বীপে চ সিদ্ধতিঃ।
ভুমধ্যে ব্রহ্মচারী চ দৈবজ্ঞো দ্বারকাপুরে॥
দ্রাবিড়ে মৈথিলে চৈব গ্রহবিপ্রেতি সংজ্ঞকঃ।
ধর্ম্মাঙ্গে ধর্ম্মবক্তা চ পাঞ্চালে শাস্ত্রিসংজ্ঞকঃ।
সারস্বতে শুভমুখো গান্ধারে চিত্রপণ্ডিতঃ,
তীরহোত্রে চ তিথিবিন্নাটকে ঋক্ষসূচকঃ॥
রুদ্রালে জ্যোতিষী বিপ্রো ব্রহ্মলে বিধিকারকঃ।
বভ্রাটে যোগবেত্তা চ নেতালে দেবপূজকঃ॥

রাঢ়দেশে উপাধ্যায়ো গয়ায়াং তন্ত্রধারকং।
কলিঙ্গে জ্ঞানবিপ্রঃ স্যাৎ আচার্য্যো গৌড়দেশকে”

ব্রহ্মযামলে।

ব্রহ্মযামল নামক গ্রন্থের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ শরদ্বীপে বেদাগ্নি, শাকদ্বীপে সিদ্ধতি, ভূমধ্য প্রদেশে ব্রহ্মচারী, দ্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় প্রদেশে ও মিথিলাতে গ্রহবিপ্র, ধর্ম্মাঙ্গ প্রদেশে ধর্ম্মবক্তা, পাঞ্চাল প্রদেশে শাস্ত্রী, সারস্বত প্রদেশে শুভমুখ, গান্ধার প্রদেশে চিত্রপণ্ডিত, ত্রিহুত প্রদেশে তিথি বৎ,কামরূপ বা নাটকে লক্ষসূচক, রুদ্রালয় প্রদেশে জ্যোতির্ব্বী ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মপ্রদেশে বিধিকারক, বভ্রাটে যোগবেত্তা, নেতাল প্রদেশে দেবপূজক, রাঢ়-প্রদেশে উপাধ্যায় ও গয়া প্রদেশে তন্ত্রধারক, কলিঙ্গ প্রদেশে জ্ঞানবিপ্র এবং গৌড় প্রদেশে আচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

উপাধি।

“সাম্বৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞো গণকোঽপিচ।
গ্রহবিপ্রো দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
আচার্য্যো ব্রাহ্মণেন্দ্রশ্চ ঘটকঃ সর্ব্ববৈদিকঃ।
সুধী শাখী বরেণ্যোঽর্হগ্নঃ ষটকর্ম্মা গ্রহভূসুরঃ॥
মৌহূর্ত্তিকশ্চ মৌহূর্ত্তজ্ঞানী কার্ত্তান্তিকোঽপি চ।
গ্রহাংশব্রাহ্মণস্যেতি ব্রহ্মনামৈকবিংশতিঃ॥”

ব্রহ্মসিদ্ধান্ত।

ব্রাহ্মণ সিদ্ধান্তনামক গ্রন্থে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের(১)সাম্বৎসরী-

(২) জ্যোতিষী, (৩) দৈবজ্ঞ, (৪) গণক, (৫) গ্রহবিপ্র, (৬) দ্বিজশ্রেষ্ঠ, (৭) সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, (৮) আচার্য্য, (৯) ব্রাহ্মণেন্দ্র, (১০) ঘটক (১১) সাম্ববেদিক, (১২) সুধী (১৩) শাখী, (১৪) বরেণ্য, (১৫) অগ্র, (১৬) ষট্‌কর্ম্মা (১৭) গ্রহভূসুর, (১৮) মৌহূর্ত্তিক, (১৯) মৌহূর্ত্তজ্ঞানী, (২০) কার্ত্তান্তিকা (২১) গ্রহাংশ ব্রাহ্মণ। এই একবিংশতি প্রকার উপাধি দৃষ্ট হয়।

"জ্যোতিষাধ্যাপনং পূজা দেবশাস্ত্রপ্রকীর্ত্তনং।
যজ্ঞপ্রতিগ্রহৌ ভিক্ষা গ্রহবিপ্রস্য লক্ষণং॥"

গ্রহযামল।

জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, গ্রহপূজা, বেদশাস্ত্র আলোচনা, গ্রহযজ্ঞের দানগ্রহণ ও ভিক্ষা এই কয়েকটী গ্রহাচার্য্যগণের বৃত্তিরূপে গ্রহযামল গ্রন্থে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

বাচায় শাক দ্বীপিকা নামক [illegible] মতানুসারে কাশ্যপ গোত্রীয় পৃথু বৃহজ্যোতিঃ, ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় নৃসিংহ কাশপটী, গৌতম গোত্রীয় বিষ্ণু ওঝা, মৌদ্গল্য গোত্রীয় লোকনাথ আচার্য্য ভরদ্বাজ গোত্রীয় জনার্দ্দন ঘটক, বাৎস্য গোত্রীয় কেশব পাঠক, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কীর্ত্তিবাস মিশ্র, পরাশর গোত্রীয় নারায়ণ উপাধ্যায়, জামদগ্ন্য গোত্রীয় দণ্ডপাণী এবং আলম্যান গোত্রীয় মহানন্দ মধ্যপ্রদেশ হইতে গৌড়প্রদেশে আগমন করেন।

কোন কোন গ্রন্থকার গৌড়ে গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণগণের আগমন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে জনৈক রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ

ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে বুদ্ধদেব যে অশ্বত্থ বৃক্ষের পাদদেশে উপবেশন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা কর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই রাজা অত্যন্ত কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া নানা-প্রকার চিকিৎসক দ্বারা রোগমুক্ত হইতে চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই ফললাভ করিতে না পারিয়া গ্রহবৈগুণ্য হেতু নবগ্রহ যজ্ঞ ও স্বস্ত্যয়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন। এবং এই কার্য্য সম্পাদনার্থে মগধ প্রদেশের সরযূ নদীর তীরবর্ত্তী স্থান হইতে দ্বাদশ জন জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ নবগ্রহ যজ্ঞ ও শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি সম্পাদন করিলে রাজা শশাঙ্ক রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং এই দ্বাদশ জন গ্রহবিপ্র ব্রাহ্মণগণকে বহু ভূসম্পত্তি ও অর্থ প্রভৃতি দান করেন।

(১) কাশ্যপ গোত্রীয় বিষ্ণু, (২) শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সনাতন, (৩) পরাশর গোত্রীয় দেববর, (৪) ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় চতুর্ভুজ, (৭) গৌতম গোত্রীয় শঙ্কর, (৮) ভরদ্বাজ গোত্রীয় সুযজ্ঞ, (৯) গর্গ গোত্রীয় চক্রপাণি, (১০) আলম্যান গোত্রীয় মাধব, (১১)বাৎস্য গোত্রীয় সুশর্ম্মা এবং (১২) সৌপায়ণ গোত্রীয় লোকেশ মগধ প্রদেশ হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন। উক্ত দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ আগমনের পর মগধ প্রদেশ হইতে আরও কতিপয় গ্রহাচার্য্য বঙ্গদেশে আগমন করতঃ উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্মযামল, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও শাম্বপুরাণের গ্রহাচার্য্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি অনেকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন।

কুলাচার্য্য ও কুলগ্রন্থ।

হিন্দু রাজগণ ব্রাহ্মণগণের আভিজাত্য রক্ষার নিমিত্ত এক-শ্রেণীর সৎব্রাহ্মণ নিযুক্তকরিতেন। তাঁহারা বিশুদ্ধ কুলীন শ্রোত্রীয় বংশের বংশাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। কালক্রমে এই-সকল ব্রাহ্মণগণ কুলাচার্য্য বা ঘটক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। যে সমস্ত মাহাত্মা ব্রাহ্মণ-সমাজ ও বংশের বিবরণ স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের নাম ও তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কুলাচার্য্যের নাম ও পরিচয়।	গ্রন্থের নাম।
১। ভট্টনারায়ণ হইতে দশম মহেশ্বর মিশ্র কৃত	কুলপঞ্জিকা।
২। ছান্দর হইতে দশম এড়ু মিশ্র কৃত	কুলার্ণব।
৩ দক্ষ হইতে অধস্তন ২৩ পুরুষ বাচষ্পতি মিশ্র কৃত	কুলরমা।
৪। ভট্টনারায়ণ হইতে অষ্টাদশ দেবীবর কৃত	মেল পর্য্যায় প্রভৃতি।
৫। ভট্টনারায়ণ হইতে ষোড়শ ধ্রুবানন্দ মিশ্র কৃত	মহাবংশাবলী।
৬। ধ্রুবানন্দ পুত্র সর্ব্বানন্দ মিশ্র কৃত	কুলতত্ত্বার্ণব।
৭। শ্রীহর্ষ হইতে ঊনবিংশ যোগেশ্বর পণ্ডিত ও কামদেব পাণ্ডবের পিতা হরি মিশ্র কৃত	সারাবলী।
৮। দক্ষ হইতে ঊনবিংশ চৈতলী চট্টবংশে নুলো পঞ্চানন কৃত	গোষ্ঠী কথা।

এতদ্ভিন্ন বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকা, বৈদিক কুলমঞ্জরী, বৈদিককুল-দীপিকা প্রভৃতি কুলগ্রন্থের নাম উল্লেখ যোগ্য।

একাদশ অধ্যায়।

বংশাবলী।

ব্রহ্মা ও ১০ জন প্রজাপতির একদেশ বংশাবলী
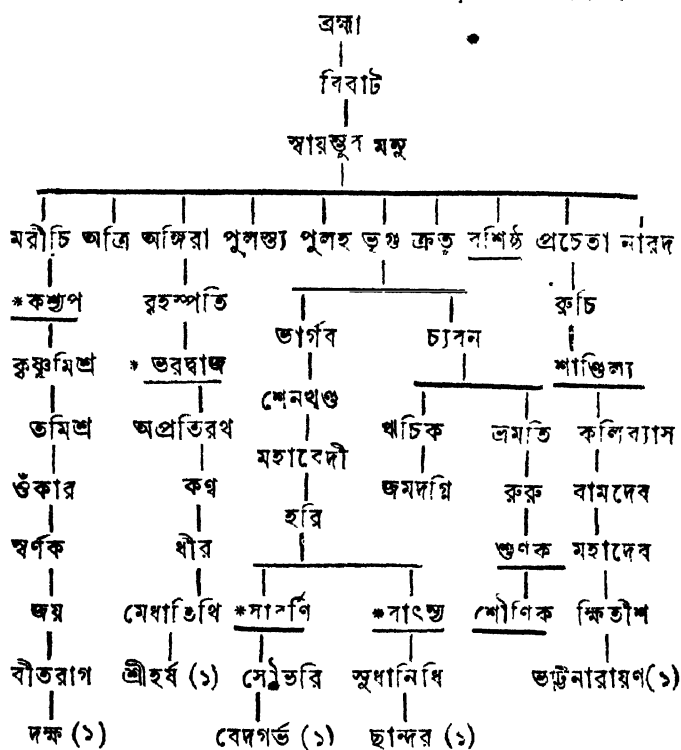
* কশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, সাবর্ণি ও বাৎস্য প্রভৃতি মুনিগণের পর যে সমস্ত মহর্ষির নাম উল্লিখিত হইল তাহারা কোন মতে তৎবংশজ কোন মতে তৎপুত্র বলিয়া বর্ণিত।

—— নিম্নরেখ নামগুলি গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিগণের নাম।

(১) দক্ষ, শ্রীহর্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দর ও ভট্টনারায়ণ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বন্দ্যবংশের একদেশ বংশাবলী।
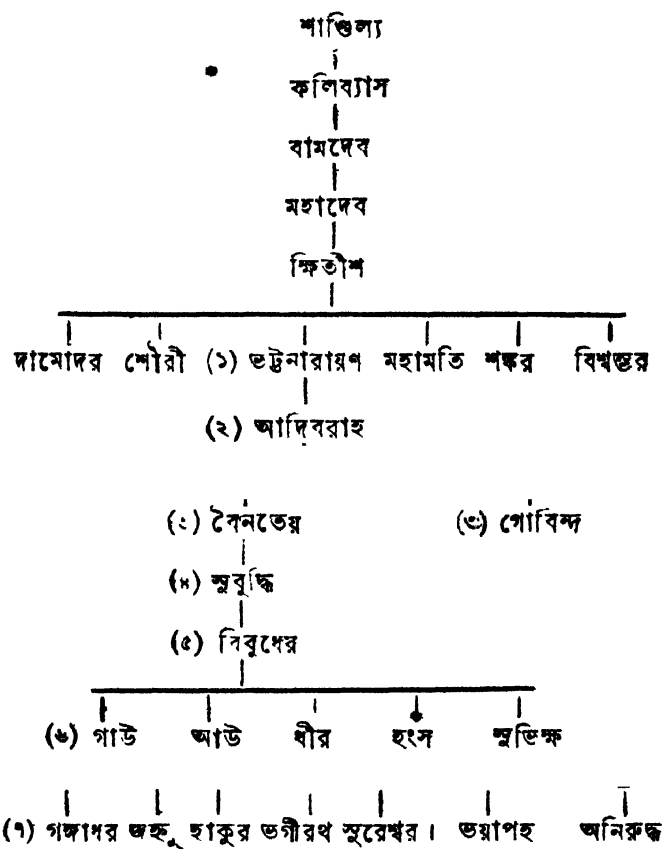
১ ভট্টনারায়ণ আদিশূর আনীত ও যজ্ঞ কর্ত্তা।

২ আদিবরাহ বন্দ্যঘটী গ্রাম প্রাপ্ত।

৩ সুবুদ্ধির অন্য নাম অনিরুদ্ধ।
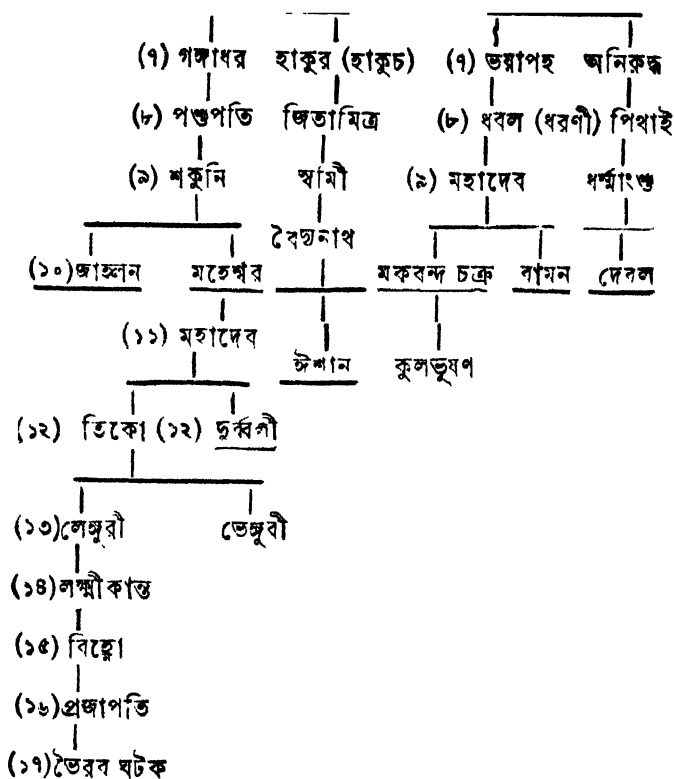
(১) মহেশ্বর, জাহ্লন, ঈশান, দেবল, বামন, মকরন্দ এই ছয় জন কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(১১) তিকো বাব্লাবাসী জন্য ইহার বংশধরগণ বাব্লার বন্দ্য নামে পরিচিত।

(১৭) ভৈরব ঘটক ভৈরব ঘটকী মেলের নায়ক।

(১০) দুর্ব্বলী

(১১)অনন্ত (১২)সঙ্কেত (১৩)হরি নারায়ণ ভাস্কর

পদ্মনাভ জনার্দ্দন বৎস উৎসাহ (১৪)উদয়ন পীতাম্বর

বৈদ্যনাথ পদ্মনাথ অনিরুদ্ধ (১৫)মাধব শ্রীরঙ্গ

আনায়ী লক্ষ্মীকান্ত (১৬) বিষ্ণু গৌতম

সর্ব্বানন্দ (১৭)ধ্রুবানন্দ মিশ্র দিগম্বর

লক্ষ্মীনাথ রঘুনাথ গঙ্গাধর ত্রিলোচন

(১৮)দেবীবর ঘটক

ষষ্ঠীদাস (১১)নারায়ণ (১৯) কাশীনাথ হরিহর

শ্রীপতি (২) রঘুনন্দন

দুর্গাদাস

রামকৃষ্ণ রামেশ্বর রাঘব রামকান্ত

গোপী রাম রঘু লক্ষ্মণ কামদেব জয়রাম

রুদ্ররাম রঘুরাম কেশবরাম

কালাচাঁদ, ভৃগু, দুর্গা, শ্যাম

(১১) অনন্ত গয়ঘর বাসী। ইহার বংশধরগণ গয়ঘর বন্দ্য নামে খ্যাত। (১৩) হরি সাগরদিয়া বাসী, ইহার বংশধরগণ সাগরদিয়ার বন্দ্য নামে খ্যাত। (.) সঙ্কেত বাঙ্গালপাশ গ্রামবাসী ইহার বংশধরগণ বাঙ্গালপাশী বন্দ্য নামে খ্যাত। নারায়ণ বেল-শেখর গ্রামবাসী ইহার বংশধরগণ বেলশেখর বন্দ্য নামে খ্যাত।

(১১) বিনায়ক ফুলিয়ার নিকটবর্ত্তী নপাড়ায় বাস করিতেন জন্য ইহার বংশধরগণ নপাড়ার বন্দ্য নামে পরিচিত।

(১১) দাশরথির (দাশুর) পৌত্র কাটাদিয়া বাস করেন জন্য ইহাদের বংশধরগণ কাটাদিয়ার বন্দ্য নামে পরিচিত।

(১৭) বল্লভাচার্য্য বল্লভী মেলের নায়ক।

(১৭) শুভরাজখান শুভরাজখানী মেলের নায়ক।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখটীবংশের একদেশ বংশাবলী।
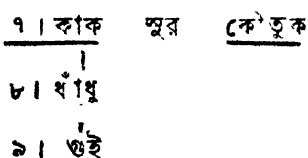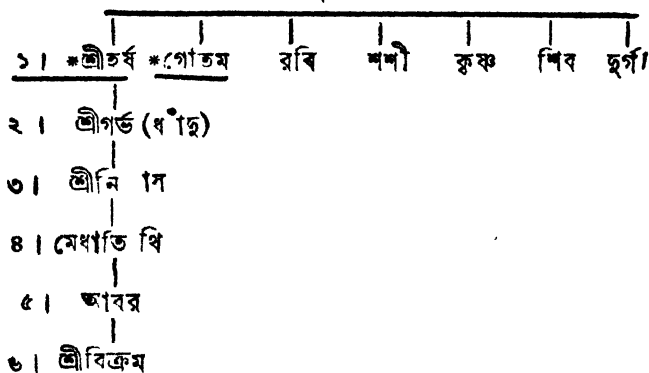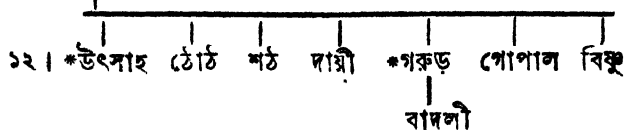
(১) শ্রীহর্ষ মহারাজা আদিশূর আনিত যজ্ঞকর্ত্তা। গোতম ভরদ্বাজ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। (১২) উৎসাহ ও গরুড় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত। (১২) ঠোঠ প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ।

(১৮) নৃসিংহ, ফুলিয়া গ্রামে বাস করেন। (১৯) অর্জ্জুন মিশ্রের বংশধরগণ কাচনার (কাচড়াপাড়া) মুখটী নামে পরিচিত (২০) কৃত্তিবাস বাঙ্গালার আদি ও প্রসিদ্ধ কবি। (২১) যোগেশ্বর দিগম্বর, কামদেব খড়দহ মেল ও পণ্ডিত উপাধি প্রাপ্ত। (২৩) কানাই সর্ব্বকনিষ্ঠ জন্য "কানাই ছোট ঠাকুর" নামে প্রসিদ্ধ। ১৯। মদনবংশে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জন্ম।
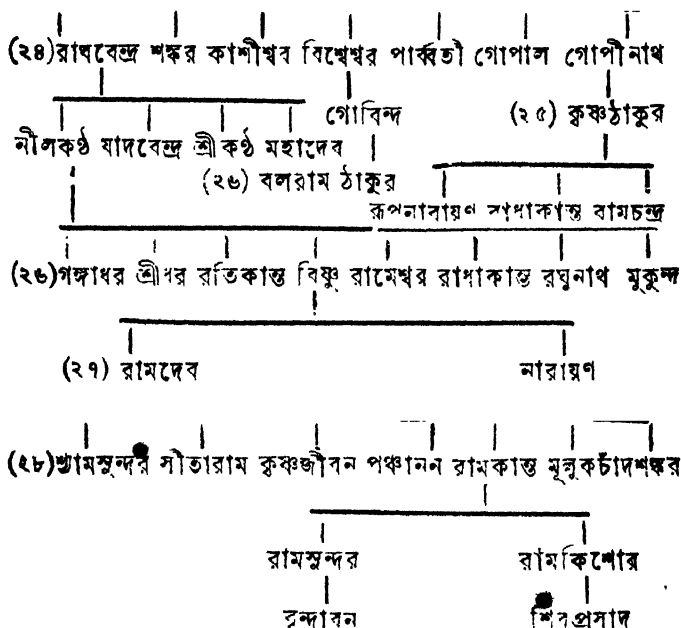
(২৪)পার্ব্বতী নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্রের কন্যা বিবাহ করেন।

(২৫) কৃষ্ণঠাকুরের বংশধরগণ যশোহর জেলার লক্ষ্মীপাশা রামপুর, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, হুগলী জেলার জনাই, নদীয়া জেলার অন্তর্গত গরিবপুর এবং ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা ও খুলনা জেলার বিভিন্ন গ্রামে বাস করিতেছেন।

(২৬)নীলকণ্ঠের আট পুত্র সকলেই "ঠাকুর" উপাধি প্রাপ্ত।

(২৬) বলরামের অন্য দুই ভ্রাতার নাম রুদ্র ও জনার্দ্দন।

(২৮) বিষ্ণুবংশে সীতারাম, মুলুকচাঁদ ও (৩০) বৃন্দাবন সমধিক প্রসিদ্ধ।

কাশ্যপ গোত্রীয় চট্টবংশের একদেশ বংশাবলী।
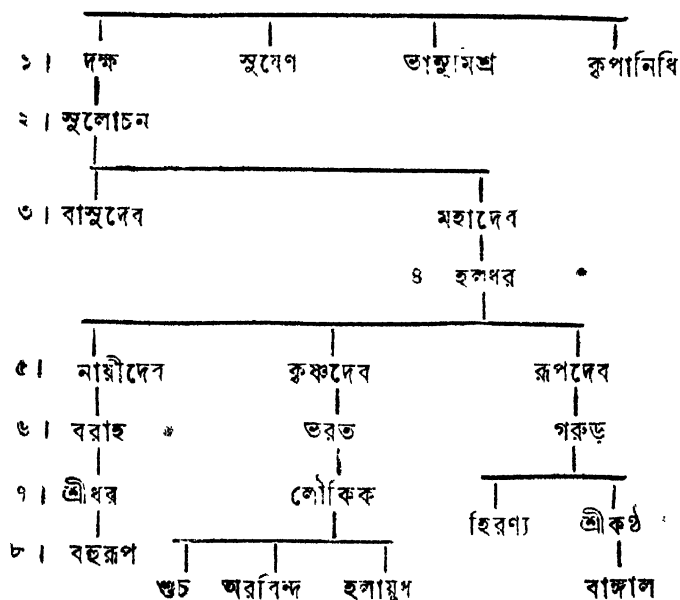
(১) দক্ষ আদিশূরের যজ্ঞকর্ত্তা। সুষেণ কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মূল বা আদিপুরুষ।

(২) শুলোচন চট্টগ্রামী।

(৮) বহুরূপ, শুচ অরবিন্দ হলায়ুধ (বা উষাপতি) ও বাঙ্গাল মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত।
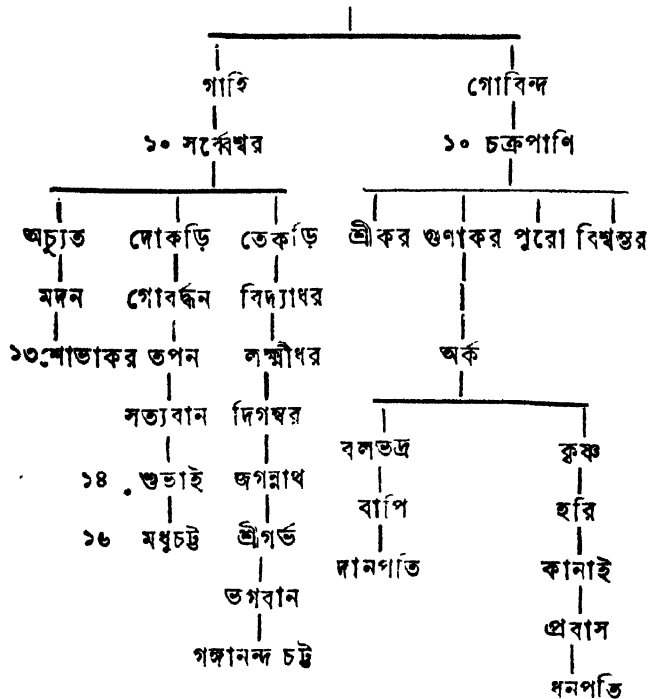
১০। সর্ব্বেশ্বর অবসথ যজ্ঞ করিয়া অবসথী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৩। শোভাকর দেবীবরের গুরুদেব। ১৮। গঙ্গানন্দ অবসথী গঙ্গানন্দ নামে খ্যাত। ১১। শ্রীকর খনিয়াবাসী ইহার বংশধরগণ খনিয়ার চাটুতী নামে খ্যাত। ১১। পুরো নাদাবাসী ইহার বংশধরগণ নাদার চট্ট নামে খ্যাত। ১১। বিশ্বম্ভর বেতড় গ্রামবাসী ইহার বংশধরগণ বেতড়ার চট্ট নামে খ্যাত। ২০। ধন পতি পুত্র যুধিষ্ঠির; যুধিষ্ঠির পুত্র ছকড়ি ও জগন্নাথ; ছকড়ি পুত্র বংশীবদন; বংশীবদন পুত্র নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদাস; চৈতন্যদাস পুত্র শচীনন্দন ও রামাই ঠাকুর। রামাই ঠাকুর সন্ন্যাসী। শচীনন্দনের বংশধরগণ বাঘনাপাড়ার গোস্বামী নামে পরিচিত।

- ৮ অরবিন্দ
  - ৯ আহিত
    - ১০ দয়াকর
      - ১১ পণো
      - ১১ ধন
        - ১২ গণপতি
          - ১৩ ব্যাস
            - ১৪ আনাই
              - ১৫ নাথাই
                - ১৬ গঙ্গানন্দ
                  - ১৭ ভুবন
                    - ১৮ রতি
                      - ১৯ রামচন্দ্র
                      - ১৯ নারায়ণ
                        - ২০ রামদেব
                        - কামদেব
                        - নরেন্দ্র
                        - আত্মারাম
                        - রঘুদেব
          - বশিষ্ঠ
      - ১১ মন
        - চাঁদ
          - ১৩ তপন
            - ১৪ হরিদাস
              - ১৫ গৌরীদাস
                - ১৬ মাধব
                  - গোপীবল্লভ গোস্বামী
      - বস্তো

- ৮ বাঙ্গাল
  - কীত বা কীর্ত্তি
    - নৃসিংহ
      - আভো
        - স্বরূপ (সপন)
          - ১৩ চৈতলী
            - রঘু
              - শ্রীবৎস
                - বলভদ্র
                  - উদয় কুলবর
            - মহী
            - রাঘব
              - ০
                - দিনকর
                  - ০
                    - ১৮ কুলোপঞ্চানন
        - ভীম
    - বামদেব

১১। ধন বা ধনঞ্জয়ের বংশধরগণ ধনোর চাটুয্যে নামে খ্যাত। ১৩। চৈতলীর বংশধরগণ চৈতলী চট্ট নামে খ্যাত। ১৫। নাথাই চট্ট গুপ্তিপাড়ার নিকট দীর্ঘবাটী গ্রামে বাস করিতেন।

১৬। মাধব চট্ট নিত্যানন্দ কন্যা গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন ইহাঁদের বংশধরগণ জীরটের গোস্বামী।

১৯। নারায়ন "ঠাকুর" উপাধি প্রাপ্ত।

সাবর্ণ গোত্রীয় গাঙ্গুলী ও কুন্দগ্রামীয় একদেশ বংশাবলী।

(১) বেদগর্ভ

২ হল গাঙ্গুলী	২ রাজ্যধর
৩ শোভন	৩ রত্নগর্ভ
৪ শৌরী	৪ বিশো
৫ পীতাম্বর	৫ হেরম্ব
৬ দামোদর	৬ মঙ্গল
৭ কুলপতি	৭ ব্রহ্মচারী
৮ শিশু	৮ রোষাকর
৯ গদ	৯ গিরিধর
১০ হল	১০ এড়ু মিশ্র
১১ আয়ু	
১২ বিনায়ক	
১৩ শিব, শূলপাণি, কেশব	

২। বেদগর্ভ পুত্র হলের অন্য নাম বীরভদ্র। ইহার কুলপতি উপাধি ছিল।

৮ শিশু গাঙ্গুলী ও কুন্দগ্রামবাসী রোষাকর মহারাজা বল্লাল সেনের নিকট হইতে কৌলিন্য মর্যাদা প্রাপ্ত। দেবীবরের সময় রোষাকরের বংশধরগণ বংশজরূপে পরিগণিত।

১৩ শিব আমাটে গ্রামে বাস করিতেন।

---

১৩ শিবের বংশধরগণ শিবের সন্তান আমাটের গাঙ্গুলী নামে প্রসিদ্ধ।

২০ রাঘব গাঙ্গুলী ঢাকা জেলার অন্তর্গত বেগে গ্রামের বটব্যালের (বড়ালের কন্যা বিবাহ করেন।

২১ রামচন্দ্র রঘুনাথ শ্রীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ গাঙ্গুলী এবং ইহাদের বংশধরগণ বেগের গাঙ্গুলী নামে প্রসিদ্ধ।

বাৎস্য গোত্রীয় ঘোষাল, কাঞ্জিলাল ও পুতিতুণ্ড বংশের একদেশ বংশাবলী।

১ সুরভি ঘোষাল বংশের, শ্রীধর কাঞ্জিলাল বংশের রবি পুতিতুণ্ড বংশের আদি পুরুষ। ঘোষাল বংশের ১১ শিব কাঞ্জিলাল বংশের কানু কুতুহল, পুতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধন বল্লাল সেনের নিকট কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত।

কংসারি মিশ্র ও অরবিন্দ বংশের ঘোষালগণ এড়িয়াদহের ঘোষাল নামে খ্যাত।

১৩ শ্রীরঙ্গভট্ট শ্রীরঙ্গ ভট্ট মেলের নায়ক।

কানু (কাঞ্জিলাল বংশে)

- ১২ চাঁদ
  - ১৩ ভৈঁই
    - ১৪ গোপী
      - ১৫ কুশল
        - ১৬ কাঞ্জিনর
        - নরপতি
          - ১৭ কৃষ্ণ
            - ১৮ প্রজাপতি
              - ১৯ রামচন্দ্র
                - ২০ শ্রীগর্ভ
                - রত্নগর্ভ
              - রামভদ্র
              - পুরুষোত্তম
              - গঙ্গাধর
            - বিষ্ণু
          - মধুসূদন
      - কৌতুক
    - তপন
    - ভীম
    - গঙ্গাধর
  - রুদ্র
  - হিঙ্গল
  - ত্রিলোচন
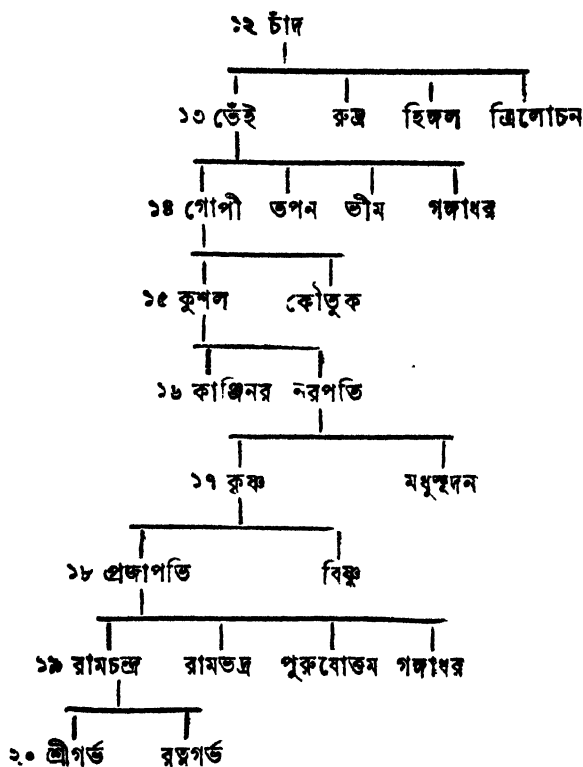
১৭ কৃষ্ণ আচার্য্য ও মধুসূদন আচার্য্য দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেল বন্ধনে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাবলী।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্টের একদেশ বংশাবলী।

১১। আদিমাধব চম্পটী গ্রামবাসী।
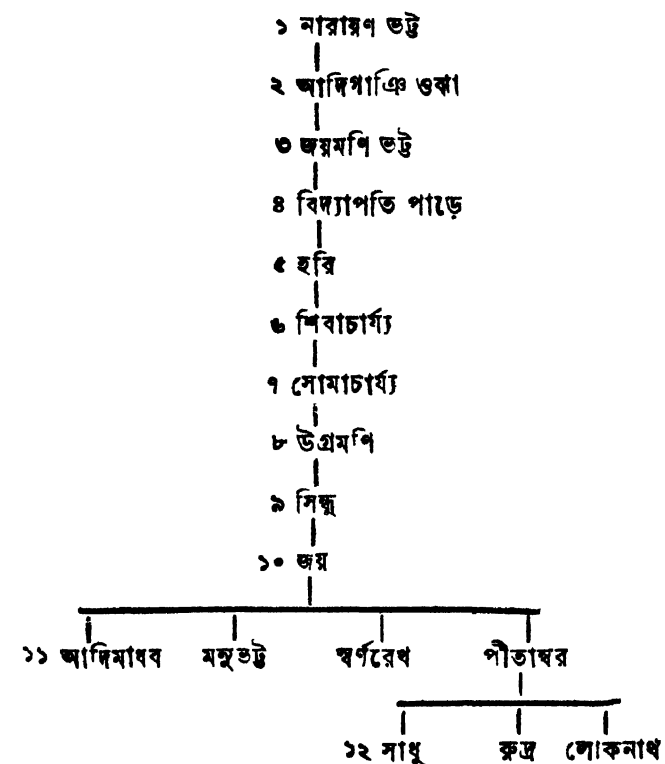
১১। মনুভট্ট নন্দনাগ্রামবাসী।

১১। স্বর্ণরেখ সিহরি বা শ্রীহরি গ্রামবাসী।

১২। পিতাম্বর পুত্র সাধু ও রুদ্র বাগছিগ্রামবাসী।

১২। লোকনাথ লাহিড়ী গ্রামবাসী।

১৯। মনুসংহিতার টীকাকারক কুল্লুকভট্ট প্রসিদ্ধ পণ্ডিত।

২১। সাধু বাগচি বংশে ধোঁইবাগচি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

১৭। লোকনাথ লাহিড়ী বংশে বল্লভাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র বংশের একদেশ বংশাবলী।

বীতরাগ

দক্ষ | ভানুমিশ্র | সুষেণ | কৃপানিধি

২ ব্রহ্মওঝা

৩ দক্ষ

৪ পীতাম্বর

৫ শান্তনু

৬ হিরণ্যগর্ভ

৭ ভূগর্ভ

৮ বেদগর্ভ

৯ জীবনী মহামুনি

১০ স্বর্ণরেখ

১১ সিন্ধু

১১ কৈতাই | মৈতাই | গরুড়
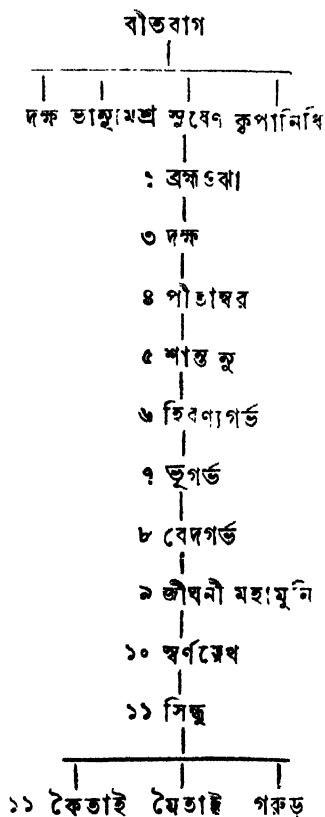
বাৎস্য গোত্রীয় বারেন্দ্র ধরাধর বংশের একদেশ বংশাবলী।

লক্ষ্মীধর সপ্তামিনী বা সান্যাল গ্রামবাসী।
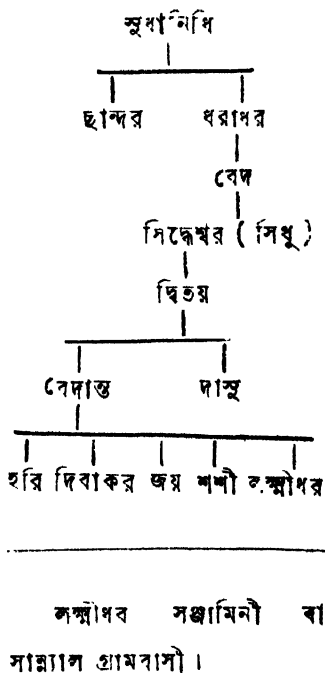
১২। কৈতাই ভাদুড়ী গ্রামী। এই বংশের বৃহস্পতির পুত্র উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বিখ্যাত পণ্ডিত। উদয়নাচার্য্যের পুত্র পশুপতি কুলীন। অন্য ছয় পুত্র আদি কাপ।

১২। মৈতাই মৈত্রীগ্রামী।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—**—

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় প্রসিদ্ধ বংশ ও ব্যক্তি।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের একদেশ বংশাবলী।

(১) ভট্টনারায়ণ, (২) নীপ, (৩) হলায়ুধ, (৪) হরিহর, (৫) বিশ্বেশ্বর, (৬) কন্দর্প, (৭) নরহরি, (৮) নারায়ণ, (৯) প্রিয়ঙ্কর, (১০) তারাপতি, (১১) কামদেব, (১২) বিশ্বনাথ, (১৩) রামচন্দ্র, (১৪) সুবুদ্ধি, (১৫) কংসারি, (১৬) ত্রিলোচন, (১৭) ষষ্ঠীদাস, (১৮) কাশীনাথ, (১৯) রামসমাদ্দার, (২০) ভবানন্দ, (২১) গোপাল, (২২) রাঘব, (২৩) রুদ্ররায়, (২৪) রামজীবন, (২৫) রঘুরাম, (২৬) রাজপেয়ী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র, (২৭) শিবচন্দ্র, (২৮) ঈশ্বরচন্দ্র, (২৯) গিরিশচন্দ্র, (৩০) শ্রীশচন্দ্র, (৩১) সতীশচন্দ্র, (৩২) ক্ষিতীশচন্দ্র, (৩৩) মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(২) নীপ কেশর কোনীগ্রাম প্রাপ্ত। (১২) বিশ্বনাথ পূর্ব্ববঙ্গে কাগদি পরগণার জমিদার ছিলেন। (১৯) রামচন্দ্র হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাদ্দার উপাধি প্রাপ্ত হন।

(২০) ভবানন্দ নবাবের কাননগু পদ ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহের অভিযান কালে ভবানন্দ মানসিংহকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়া নদীয়া তালুকা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, ইসলামপুর প্রভৃতি ১৫।২০ খানা পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় তিনি মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রামসমাদ্দারের অন্য তিন পুত্রের নাম জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি। জগদীশ কুড়ুলগাছিতে হরিবল্লভ ফতেপুরে এবং সুবুদ্ধি পাটিকাবাড়ীতে বাস করেন।

(২১) ভবানন্দের ৩ পুত্র গোপাল, গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ।

গোপাল দিল্লীসম্রাটসাহাজাহানের নিকট হইতে শান্তিপুর,যুগাজোড় রাজপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া রেউই গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। গোবিন্দ দিগম্বরপুরের জমীদারী গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মবৃত্তি দ্বারা জীবনযাপন করিতেন। ইহার বংশধরগণ শ্রীকৃষ্ণপুর,শিবালয় ভাতশালা প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন।

(২৩) রুদ্ররাম রেউই গ্রামকে কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করেন। রুদ্ররামের দুই সন্তান রামকৃষ্ণ ও রামজীবন।

(২৬) মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাং ১১১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৮৯ সালে ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

(২৭) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ৬ সন্তান (১) শিবচন্দ্র, (২) ভৈরবচন্দ্র, (৩) হরচন্দ্র, (৪) মহেশচন্দ্র (৫) ঈশানচন্দ্র, (৬) শম্ভুচন্দ্র। শিবচন্দ্রের বংশধরগণ কৃষ্ণনগরের মহারাজা ; ঈশানচন্দ্রের সন্তানগণ শিবনিবাসের রাজা ; শম্ভুচন্দ্রের সন্তানগণ তরধামের রাজা।

রাজা রামমোহন রায়ের একদেশ বংশাবলী।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (১) ভট্টনারায়ণ, (২) আদিবরাহ, (৩)সুবুদ্ধি (৪) বৈনতেয়, (৫) বিবুধেশ, (৬) গাউ, (৭) গঙ্গাধর, (৮) পশুপতি, (৯) শকুনি,(১০) মহেশ্বর, (১১) মহাদেব, (১২) দুর্ব্বলী,(১৩) সঙ্কেত (১৪) উৎসাহ, (১৫) রঘুপতি, (১৬) নিত্যানন্দ, (১৭) বরদানন্দ (১৮) গোবিন্দ, (১৯) কমল, (২০) রাধানাথ, (২১) সুন্দর, (২২) পরশুরাম, (২৩) শ্রীবল্লভ, (২৪) কৃষ্ণ,(২৫) ব্রজবিনোদ, (২৬) রামকান্ত, (২৭) রাজারামমোহন রায়, (২৮) রাধাপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ, (২৯) রামপ্রসাদের সন্তান হরিমোহন ও প্যারিমোহন রায়।রাজা রামমোহনরায় বাঙ্গালা সংস্কৃত ইংরাজী ফরাসী আরবী পারসী গ্রীক্ ল্যাটিন উর্দ্দু হিব্রুএই দশটী ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

নলডাঙ্গা রাজবংশের একদেশ বংশাবলী।

১ ভট্টনারায়ণ, ২ আদিবরাহ, ৩ সুবুদ্ধি, ৪ বৈনতেয় ৫ বিবুধেয়, (৬) সুভিক্ষ, অনিরুদ্ধ, (৮) পিপ্পাই, (৯) ধর্ম্মাংশু (১০) দেবল, (১১) যোগী, (১২) পণ্ডিত, (১৩) আথগুল (১৪) তপন, (১৫) কৌতুক, (১৬) কেশব, (১৭) কমলাকান্ত, ১৮ বিষ্ণুদাস, (১৯) শ্রীমন্ত, (২০) গোপীনাথ, (২১) রাজা চণ্ডীচরণ (২২) কামদেব, (২৩) রঘুদেব, (২৪) কৃষ্ণদেব, (২৫) রামশঙ্কর, (২৬) রাজা প্রমথভূষণ।

(১৩) আথগুল, (১৪) তপন, (১৫) কৌতুক, (১৬) কেশব, (১৭) নরহরি, (১৮) বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

১৩ আথগুল বংশ্য হলধর ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ যশোহর জেলায় বাস করিতেন। ইহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ বিষ্ণু হাজারা সন্ন্যাসী অবস্থায় কোন বন মধ্যে তপস্যা করিতেন। বাদশাহের বহুলোক দৈবক্রমে তথায় খাদ্যাদি না পাইয়া উক্ত বিষ্ণু হাজরার আশ্রয় লইয়াছিল। তিনি তাহাদের ইচ্ছামত খাদ্য প্রদান করিলে বাদশাহ তাহাকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন। বিষ্ণু হাজরার সন্তান শ্রীমন্তখান পরে মহম্মদশাহী পরগণা দখল করেন। পৌত্র চণ্ডীচরণ বাদশাহের নিকট হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বংশধরগণ নলডাঙ্গার রাজবংশ।

(১০) বাসুদেব সার্ব্বভৌম গৌরাঙ্গের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইহার বংশধরগণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভুরা বানিয়াজুরী রাথুরা প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইহারা খাগড়াকুলীর বৈষ্ণব নামে প্রসিদ্ধ। অদ্বৈত বংশের শিষ্য।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক হিন্দু-কুলতিলক স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (১) ভট্টনারায়ণ (২) আদিবরাহ, (৩) বৈনতেয়, (৪) সুবুদ্ধি, (৫) বিবুধেয়, (৬) সুভিক্ষ, (৭) ভয়াপহ, (৮) শকুনি, (৯) মহাদেব, (১০) মকরন্দ, (১১) বিনায়ক, (১২) বহ্নি, (১৩) ঈশান, (১৪) লক্ষ্মণ, (১৫) হরি, (১৬) বশিষ্ঠ, (১৭) সর্ব্বানন্দ, (১৮) বলভদ্র, (১৯) গুনানন্দ, (২০) নারায়ণ, (২১) রাম, (২২) রমাবল্লভ, (২৩) রামকান্ত, (২৪) রামশরণ, (২৫) দুর্গাদাস, (২৬) মাণিক, (২৭) রামচন্দ্র, (২৮) **গুরুদাস**, (২৯) ইঁহার বর্ত্তমান ৪ পুত্র ;—হারান, শরৎ; উপেন্দ্র, সুরেন্দ্র,। মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৫০ সনে মাঘ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১২৯৫ সনে ৪ঠা অগ্রহায়ণ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারক হইয়াছিলেন। ১৩১০ সনে হাইকোর্টের বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩২৫ সনে ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখে সোমবার রাত্রে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

হারাণ পুত্র (৩০) শ্রীশ, সতীশ, ক্ষিতীশ সুধীর, সুশীল, সুবোধ।

শরৎ পুত্র (৩০) গিরীশ, জগদীশ, যোগেশ।

উপেন্দ্র পুত্র (৩০) শৈলেন্দ্র, গিরীন্দ্র, নগেন্দ্র।

সুরেন্দ্র পুত্র (৩০) সিদ্ধেশ্বর।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (১) ভট্টনারায়ণ, (২) আদিবরাহ, (৩) বৈনতেয়, (৪) সুবুদ্ধি, (৫) বিবুধেয়, (৬) গাউ, (৭) গঙ্গাধর, (৮) পশুপতি, (৯) শকুনি, (১০) মহেশ্বর, (১১) মহাদেব, (১২)

দুর্ব্বলী, (১৩) নারায়ণ, (১৪) পিতাম্বর, (১৫) শ্রীরঙ্গ, (১৬) নিত্যানন্দ, (১৭) প্রজাপতি, (১৮) পুণ্ডরীকাক্ষ, (১৯) শিবনাথ, (২০) কৃষ্ণচন্দ্র, (২১) রাজেন্দ্র, (২২) রঘুনাথ, (২৩) রামকমল, (২৪) রামবল্লভ, (২৫) মাণিক, (২৬) শ্রীনাথ, (২৭) রামকমল, (২৮) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

মাননীয় বাগ্মীবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় (১) ভট্টনারায়ণ, (২) আদিবরাহ, (৩) বৈনতেয়, (৪) সুবুদ্ধি, (৫) বিবুধেশ, (৬) গাউ, (৭) গঙ্গাধর, (৮) পশুপতি, (৯) শকুনি, (১০) মহেশ্বর, (১১) মহাদেব, (১২) দুর্ব্বলী, (১৩) হরি, (১৪) উদয়ন, (১৫) মাধব, (১৬) বিষ্ণু, (১৭) পিথাই, (১৮) গঙ্গাধর, (১৯) ভগীরথ, (২০) শ্রীপতি, (২১) দুর্গাদাস, (২২) রাঘব, (২৩) জয়রাম, (২৪) রুদ্ররাম, (২৫) অভিরাম, (২৬) মধুসূদন, (২৭) লক্ষ্মীনারায়ণ, (২৮) গোলক, (২৯) দুর্গাচরণ, (৩০) মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। (৩১) ভব শঙ্কর।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২৪) রুদ্ররাম, (২৫) অভিরাম, (২৬) রাম, (২৭) রত্নেশ্বর, (২৮) গোলক, (২৯), কৈলাস, (৩০) কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিরামপুর, ২ পরগণা।

(২৪) রুদ্ররাম, (২৫) অভিরাম, (২৬) মধুসূদন, (২৭) লক্ষ্মীনারায়ণ, (২৮) ভবানীচরণ, বা শ্রীধর, গোলক, (২৯) ভবানীপুত্র *কালীচরণ, (৩০) নীলকমল, (৩১) অক্ষয়কুমার, সতীশচন্দ্র।

---

* কালীচরণ বরিষার সাবর্ণ চৌধুরীবংশে বিবাহ করিয়া ভঙ্গহন। (৩০) নীলকমল খুলনা জেলায় সেনহাটী গ্রামে ভট্টাচার্য্য বংশে বিবাহ করিয়া বরেয়া গ্রামে বাস করেন।

সতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার গঙ্গাটিকুরী।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ১ ভট্টনারায়ণ, ২ আদিবরাহ, ৩ বৈনতেয়, ৪ সুবুদ্ধি ৫ বিবুধেয় ৬ গাউ ৭ গঙ্গাবর ৮ পশুপতি ৯ শকুনি ১০ মহেশ্বর ১১ মহাদেব, ১২ দুর্ব্বলী ১৩ সঙ্কেত, ১৪ উৎসাহ ১৫ রঘুনাথ ১৬ লম্বোদর ১৭ চাঁদাই ১৮ জীব-ধর ১৯ দৈবকীনন্দন ২০ হরিদাস ২১ রাজেন্দ্র ২২ বিনোদ ২৩ কিঙ্কর ২৪ রাজারাম ২৫ গঙ্গাধর ২৬ অভয়চরণ, ২৭ ভোলানাথ ২৮ রামচরণ ২৯ ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা পত্রিকার সুদক্ষ ও সুরসিক লেখক এবং হাইকোর্টের উকিল ছিলেন ৩০ সতীন্দ্র।

কামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় দেওভোগ, ঢাকা।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ১ ভট্টনারায়ণ ২ আদিবরাহ ৩ বৈনতেয় ৪ সুবুদ্ধি ৫ বিবুধেয় ৬ গাউ ৭ গঙ্গাধর ৮ পশুপতি ৯ শকুনি ১০ মহেশ্বর ১১ মহাদেব ১২ দুর্ব্বলী ১৩ হরি ১৪ উদয়ন ১৫ মাধব, ১৬ বিষ্ণু ১৭ পিথাই ১৮ গঙ্গাধর ১৯ ভগীরথ ২০ শ্রীপতি ২১ দুর্গাদাস ২২ রাঘব ২৩ জয়রাম ২৪ রঘুরাম ২৫ কালাচাঁদ ২৬ যোগেশ্বর ২৭ রামদুলাল ২৮ নীলকান্ত ২৯ রামরতন ও বাণী। রামরতন পুত্র ৩০ কামিনী, ললিত, কিশোরী ও মোহিনী ৩১ কামিনী পুত্র জিতেন্দ্র অলঙ্ক ও প্রভাস। কন্যা সুরবালা ও সুহা-সিনী। ললিত পুত্র ৩১ সুরেন্দ্র, অজিত, পন্না। কিশোরী পুত্র ৩১ সুরেশ, শশাঙ্ক, বিশ্বম্ভর, রবি। মোহিনী পুত্র ৩১ মণি ও অমিয়মোহন। নীলকান্ত পুত্র বাণী। বাণী পুত্র ৩০ চাঁদ, যতীন্দ্র, রাইমোহন, রাজেন্দ্র, হরিদাস ও বিজেন্দ্র। বাণী কন্যা কাদম্বিনী।

ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং ভাটদি, ফরিদপুর।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ১ ভট্টনারায়ণ ২ আদিবরাহ ৩ বৈনতেয় ৪ সুবুদ্ধি ৫ বিবুধেশ ৬ গাউ ৭ গঙ্গাধর ৮ পশুপতি ৯ শকুনি ১০ মহেশ্বর ১১ মহাদেব ১২ দুর্ব্বলী ১৩ হরি ১৪ উদয়ন ১৫ মাধব ১৬ বিষ্ণু ১৭ পিথাই ১৮ গঙ্গাধর ১৯ ভগীরথ ২০ শ্রীপতি ২১ দুর্গাদাস ২২ রাঘব ২৩ জয়রাম ২৪ রুদ্র রঘু, কেশব। পুত্র ২৫ রামজয় ২৬ জন্মেজয় ২৭ লক্ষ্মীকান্ত (ভাটদি চৌধুরীর দৌহিত্র) ২৮ ভগবান। ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত স্থলবেতীল নিবাসী শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কন্যা জয়কালী দেবীকে বিবাহ করেন। ভগবান সালদহ গোবিন্দপুরের শম্ভুরায়ের দৌহিত্র। ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্র হরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

মতিলাল, অক্ষয়, প্রাণগোবিন্দ, জীবন ও যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (স্থল, পাবনা)

২৪ কেশব, ২৫ হরিরাম ২৬ রামকান্ত, ২৭ ভৈরব, ২৮ রাধামোহন, ২৯ আনন্দ ৩০ বেহারী, ৩১ মতিলাল, অক্ষয়, প্রাণগোবিন্দ, জীবন ও যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

জগত্তারণ, জগদীশ, জীবনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (স্থল, পাবনা)

১ ভট্টনারায়ণ, ২ আদিবরাহ, ৩ বৈনতেয়, ৪ সুবুদ্ধি, ৫ বিবুধেশ, ৬ গাউ, ৭ গঙ্গাধর, ৮ পশুপতি ৯ শকুনি, ১০ মহেশ্বর ১১ মহাদেব ১২ দুর্ব্বল, ১৩ হরি, ১৪ উদয়ন ১৫ মাধব, ১৬ বিষ্ণু, ১৭ পৃথ্বিধর ১৮ গঙ্গাধর, ১৯ ভগী-

রথ, (২০) শ্রীপতি, (২১) দুর্গাদাস, (২২) রাঘব, (২৩) জয়রাম, (২৪) রঘুরাম (২৫) দুর্গারাম (২৬) রামশরণ, (২৭) নন্দকিশোর, (২৮) আনন্দকিশোর (২৯) নবীনচন্দ্র (৩০) জগত্তারণ জগদীশ,জীবন। নবীনচন্দ্র কন্যা বিধু,জগৎমোহিনী,দক্ষিণাকালী।

প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্থল, পাবনা)

২৪ রঘুরাম, ২৫ কৃষ্ণরাম, ২৬ হরিহর, ২৭ শিবপ্রসাদ, ২৮ কালীনাথ, ২৯ হৃদয় ও দুর্গানাথ। দুর্গানাথ পুত্র ৩০ প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উকিল, পাবনা।

হরিপদ,মধুসূদন,শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়(স্থলপাবনা)

২৪ রুদ্ররাম ২৫ কৃষ্ণরাম ২৬ সন্তোষ, ২৭ ভবানী। ২৮ রাজচন্দ্র ২৯ বদন ৩০ গোবিন্দ। গোবিন্দ পুত্র ৩১ হরিপদ, শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক নায়ক।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ১ ভট্টনারায়ণ ২ আদি বরাহ ৩ বৈনতেয় ৪ সুবুদ্ধি ৫ বিবুধেয় ৬ গাউ, ৭ গঙ্গাধর, ৮ পশুপতি ৯ শকুনি, ১০ মহেশ্বর ১১ মহাদেব ১২ দুর্ব্বলী ১৩ অনং ১৪ জনার্দ্দন ১৫ পদ্মনাভ ১৬ আনায়ী ১৭ লক্ষ্মীনাথ ১৮ ষষ্ঠীদাস ১৯ মথুরেশ২০ বলরাম ২১ কৃপারাম ২২ রামনিধি ২৩ ঈশান ২৪ বেণী ২৫ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ,মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ১ ভট্টনারায়ণ ২ আদিবরাহ ৩ বৈনতেয় ৪ সুবুদ্ধি ৫ বিবুধেয় ৬ সুভিক্ষ ৭ জয়াপহ ৮ ধরণী ৯ মহাদেব ১০ মকরন্দ ১১ দাশরথি (দাশু) ১২ বনমালী

১১ ভব ১৪ ভিযো ১৩ দিগম্বর ১৬ সর্ব্বানন্দ ১৭ শ্রীমন্ত ১৮ ব্যাস ১৯ মাধব ২০ মহেশ্বর ২১ দুর্গাদাস ২২ রামচন্দ্র ২৩ শ্রীকৃষ্ণ ২৪ রামজীবন ২৫ জগন্নাথ ২৬ রাধাকৃষ্ণ ২৭ রামগোপাল ২৮ রাখাল ২৯ কালীপ্রসন্ন ৩০ মনোরঞ্জন।

ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া, হুগলী।

১ ভট্টনারায়ণ ২ আদিবরাহ ৩ বৈনতেয় ৪ সুবুদ্ধি ৫ বিবুধেয় ৬ গাউ, ৭ গঙ্গাধর ৮ পশুপতি ৯ শকুনি ১০ মহেশ্বর ১১ মহাদেব ১২ দুর্ব্বলী ১৩ হরি ১৪ মধুসূদন ১৫ মাধব ১৬ বিষ্ণু ১৭ গঙ্গাধর ১৮ গঙ্গাধর ১৯ ভগীরথ* ২০ জিতামিত্র ২১ বাণীনাথ ২২ ভবনাথ ২৩ মধুসূদন ২৪ বাসুদেব ২৫ দুর্গাচরণ ২৬ রামলোচন ২৭ ভৈরব ২৮ ঈশ্বর ২৯ প্যারিলাল (সবজজ) ও ভুবন। (শ্রীহট্টের প্রধান উকিল ভুবন মোহন ৫০ বৎসর বয়সে প্রভুত ধনসম্পত্তি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করেন।) ভুবনপুত্র ৩০ মোহিনীমোহন, মনোমোহন (মুন্সেফ), ললিতমোহন, কৃষ্ণ, গোপাল ও নেপাল ৩০ মনোমোহন পুত্র ৩১ পশুপতি, কন্যা করুণাময়ী ৩১ ললিত মোহন কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া ৩০ নেপাল পুত্র বীরেশ্বর।

*ভগীরথ পুত্র শ্রীপতি ফুলিয়ামেল এবং জিতামিত্র ও শ্রীমন্ত খড়দহ মেল প্রাপ্ত। রুদ্ররামের পুত্রগণ অভিরাম, কৃষ্ণরাম ইত্যাদি। রঘুরামের পুত্রগণ কালাচাঁদ, রামপ্রসাদ, শ্রীধর, রামলোচন, দুর্গারাম ধংশুরাম, ভৃগুরাম কেশবরামের পুত্রগণ হরিরাম, বিষ্ণুরাম, রামানন্দ আনন্দীরাম, রামজয় ইত্যাদি। কৌশল্যার পুত্র রুদ্র, রঘু কেশব সারলের কাঞ্জাড়া বংশীয় কুমুদ ন্যায়ালঙ্কারের দৌহিত্র।

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পোঃ দাসার্ত্তা, গ্রাম বাঘিয়া, জেলা ফরিদপুর।

* রঘুরাম। তৎসুত রামপ্রসাদ। তৎসুত ব্রজমোহন। ব্রজমোহন সুত শিবচন্দ্র। শিবচন্দ্র সুত রূপচন্দ্র। রূপ সুত রাজমোহন ও লোকনাথ। রাজমোহনের চারিপুত্র যথা—কালীপ্রসন্ন, যোগেন্দ্র মোহন, ব্রজেন্দ্রমোহন ও মধুসুদন। কালীপ্রসন্ন সুত নলিনী ও ভুবন। লোকনাথ পুত্র হেম ও উপেন্দ্র। হেম পুত্র প্রতাপ ও মনোরঞ্জন।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায আমগ্রাম, ফরিদপুর।

(২৪) রঘুরাম, (২৫) দুর্গারাম, (২৬) রামশরণ (২৭) গোবিন্দ প্রসাদ, (২৮) রাধাকিশোর, (২৯) প্রসন্নচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র, (৩০) প্রসন্ন পুত্র নীলরতন। হরিশ্চন্দ্র সুত রাসবিহারী। নীলরতন স্থলের প্রাণচন্দ্র পাকড়াশীর কন্যা ষোড়শী দেবীকে বিবাহ করেন। নীলরতন পুত্র গোপাল, গোবিন্দ। রাসবিহারী স্থলের লালমোহন পাকড়াশীর কন্যা বিবাহ করেন।

* কেহ কেহ বলেন রঘুরাম ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর আরিয়ল গ্রামে বাস করিতেন এবং কেশবরাম যশোহর জেলার জয়পুর লক্ষ্মীপাশা গ্রামে বাস করিতেন।

নিত্যানন্দবংশের একদেশ বংশাবলী।

১ নিত্যানন্দ পুত্র বীরভদ্র এবং কন্যা গঙ্গাদেবী। ২ বীরভদ্রের ৩ পুত্র, ৩ রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ গোপীজনবল্লভ। ৩ রামচন্দ্র খড়দহ বাস করেন। ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, খড়দহ, বুতনী, উদ্ধারনপুর, ঢাকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন। ৩ রামকৃষ্ণ মালদহে বাস করেন। ইহার বংশধরগণ বৃন্দাবন, গয়েশপুর, সুদপুর, কানাইডাঙ্গা, গোরাবাজার, মারো প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ৩ গোপীজনবল্লভ সাহেবগঞ্জের নিকট লতাদহে বাস করেন। ইহার বংশধরগণ লতাদহ নূপুরবল্লভপুর, পাবনা জেলার কোদলা, পূর্ণিয়ার মোক্তারপুর, আগরতলা ও যশোহর জেলায় বাস করিতেছেন। ৩ রামকৃষ্ণ পুত্র, ৪ রামদেব, কৃষ্ণদেব, রাধামাধব, বিষ্ণুদেব। ৪ রাধামাধব পুত্র, ৫ গোপীকান্ত, রাঘব, রাজেন্দ্র, যাদব বলরাম।

৫ রাজেন্দ্র পুত্র ৫ হরিগোবিন্দ। ইনি খড়দহ হইতে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বুতনীগ্রামে বাস করেন। ৬ হরিগোবিন্দের পুত্র ৭ সর্ব্বেশ্বর, বঙ্গেশ্বর, রত্নেশ্বর।

৭ সর্ব্বেশ্বর পুত্র ৮ লক্ষ্মীকান্ত, গোপীকৃষ্ণ, রতনকৃষ্ণ।

৮ লক্ষ্মীকান্ত পুত্র ৯ কৃষ্ণকিশোর (ও অন্যান্য) তৎপুত্র ১০ চন্দ্রমোহন অলোকমোহন প্রভৃতি ১০ চন্দ্রমোহনপুত্র ১১ নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গোরাচাঁদ। ১২ অলোকমোহন পুত্র কৃষ্ণগোপাল প্রাণগোপাল ৮ গোপীকৃষ্ণ দৌহিত্র ১০রাসকমোহনচট্টোপাধ্যায়।

৮ রতনকৃষ্ণ পুত্র ৯ নন্দকিশোর, তৎপুত্র ১০ রমণীমোহন। তৎপুত্র ১১ যতীন্দ্রলাল গোস্বামী ও মহেন্দ্রলাল গোস্বামী।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ঈশান নাগর বংশ।
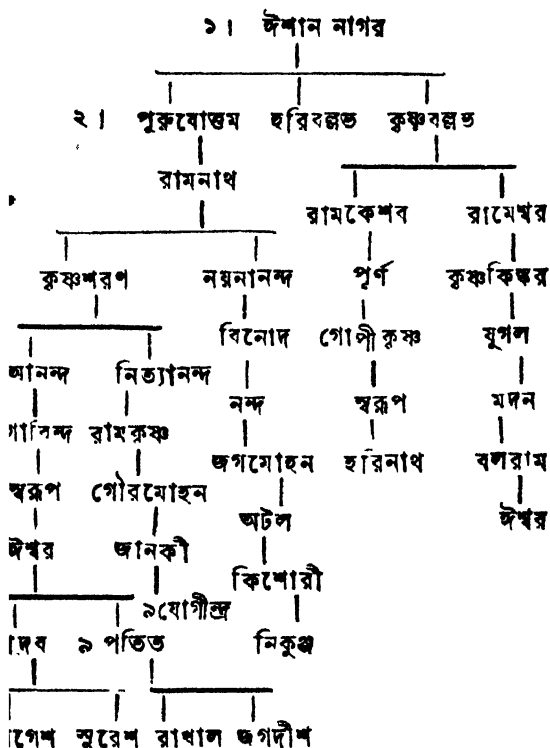
(১) ঈশান নাগরের আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলার লাউড পরগণার অন্তর্গত নবগ্রাম। ইনি শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ঈশান নাগর শান্তিপুর হইতে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ঝাকপাল গ্রামে আসিয়া বৃন্দাবন চন্দ্র বিগ্রহ স্থাপন করিয়া বাস করেন। পণ্ডিত, যোগেশ, সুরেশ প্রভৃতি ঝাকপাল আছেন। (২) যোগেন্দ্র ফরিদপুর হয়দারপুর ও হরিনাথ সোনাকান্দর গ্রামেবাস করেন।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় প্রসিদ্ধ বংশ ও ব্যক্তি।

উত্তরপাড়া মুখোপাধ্যায় জমিদারবংশ।

১ শ্রীহর্ষ, ২ শ্রীগর্ভ, ৩ শ্রীনিবাস, ৪ মেধাতিথি, ৫ আবর, ৬ শ্রীবিক্রম, ৭ কাক, ৮ ধাঁধু, ৯ গুই, ১০ মাধব আচার্য্য, ১১ কোলাহল, ১২ উৎসাহ, ১৩ আহিত, ১৪ উদ্ধব, ১৫ শিব, ১৬ নৃসিংহ, ১৭ গর্ভেশ্বর, ১৮ মুরারী ওঝা, ১৯ অনিরুদ্ধ ২০ লক্ষ্মীধর, ২১ মনোহর, ২২ গঙ্গানন্দ, ২৩ বামাচার্য্য, ২৪ রাঘবেন্দ্র, ২৫ নীলকণ্ঠ; ২৬ গঙ্গাধর ঠাকুর, (বিষ্ণু ঠাকুরের ভ্রাতা), ২৭ গোপীরমণ, ২৮ গৌরীচরণ, ২৯ হরেকৃষ্ণ, ৩০ নন্দগোপাল, (ইহার পূর্ব্বনিবাস খামারগাছি), তৎসুত ৩১ জগন্মোহন।

৩২ জয়কৃষ্ণ সুত ৩৩ হরমোহন, রাজা প্যারীমোহন ও রাজমোহন। হরমোহন সুত ৩৪ রাসবিহারী ও শিবনারায়ণ। শিবনারায়ণ সুত ৩৫ অবনী। অবনী সুত ৩৬ কৌস্তুভভূষণ ও গিরিজাভূষণ। রাজা প্যারীমোহন সুত, ৩৪ রাজেন্দ্র, ভূপেন্দ্র জিতেন্দ্র। রাজেন্দ্র সুত ৩৫ তারকনাথ লোকনাথ, অমরনাথ, চন্দ্রনাথ। ভূপেন্দ্র সুত ৩৫ পঞ্চানন ও যোগেশ।

৩৩ রাজমোহন সুত ৩৪ সুরেশ, পরেশ, প্রবল। সুরেশ সুত ৩৬ জহরলাল, পান্নালাল, মণিলাল। পরেশ সুত ৩৫

দুর্গাচরণ, সত্যচরণ, অম্বিকাচরণ। প্রবল সুত ৩৫ বৈদ্যনাথ, রামলাল, বামণদাস, জগন্নাথ।

রাজকৃষ্ণস্য সুত ২২ হরিহর, মনোহর, বিশ্বেশ্বর, কাশীশ্বর। ৩৩ হরিহর পুত্র ৩৪ রাজা জ্যোৎকুমার। তৎপুত্র ৩৫ সনৎকুমার। সনৎকুমার সুত ৩৬ প্রসাদকুমার।

৩৩ মনোহর সুত ৩৪ বীরেন্দ্র, হরেন্দ্র, যতীন্দ্র, মণীন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, ধীরেন্দ্র। ৩৪ বীরেন্দ্র সুত ৩৫ শ্যামাচরণ, শিবচরণ, বিষ্ণুচরণ। হরেন্দ্র সুত ৩৫ সুধাংশু, নীরোদ। যতীন্দ্র সুত ৩৫ নকড়ি। মণীন্দ্র সুত ৩৫ কানাই, বলাই ও নিতাই। মহেন্দ্র সুত ৩৫ অনুরূপ। ভূপেন্দ্র পুত্র ৩৫ রামকৃষ্ণ।

৩১ নবকৃষ্ণস্য পুত্র ৩২ প্রতাপনারায়ণ, রামনারায়ণ, সূর্য্যনারায়ণ, রাজনারায়ণ। প্রতাপনারায়ণ পুত্র ৩৪ কুমারকৃষ্ণ ও অমরকৃষ্ণ। রামনারায়ণ পুত্র ৩৪ বিনয়, রঞ্জিত, অনুপ, কমল। সূর্য্যনারায়ণ পুত্র ৩৪ অনীল। রাজনারায়ণ পুত্র ৩৪ ধীরেন্দ্রনারায়ণ ও নৃপেন্দ্রনারায়ণ।

বিজয়কৃষ্ণস্য পুত্র ৩৪ নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, নগেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, যতীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, ভূপেন্দ্র। নরেন্দ্র পুত্র ৩৪ কমল, ললিত, বরেন্দ্র, হেমেন্দ্র। কমল পুত্র ৩৪ পাঁচু, তাপস। হেমেন্দ্র পুত্র ৩৫ অজয়, আতস।

সুরেন্দ্র পুত্র ৩৪ নীলাদ্রি, হিমাদ্রি ও বিন্ধ্যাদ্রি। নগেন্দ্র পুত্র ৩৪ কালিদাস, পন্টু। মহেন্দ্র পুত্র ৩৪ সরোজ। যতীন্দ্র পুত্র ৩৪ প্রদ্যোত, গোপীনাথ। ভূপেন্দ্র পুত্র ৩৪ গদাধর।

৩২ নবীনকৃষ্ণস্য পুত্র, ৩৩ উপেন্দ্রনারায়ণ। উপেন্দ্র নারায়ণ পুত্র ৩৪ শ্যামাপ্রসাদ।

গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় জমিদার বংশ।

১ শ্রীহর্ষ ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৫ আবর ৬ শ্রীবিক্রম ৭ কাক ৮ ধাঁধু ৯ শুই ১০ মাধব আচার্য্য ১১ কোলাহল ১২ উৎসাহ ১৩ মহাদেব ১৪ বিশ্বেশ্বর ১৫ ভব ১৬ পশুপতি ১৭ কৃষ্ণ ১৮ মহেশ্বর ১৯ হরিমিশ্র ২০ যোগেশ্বর ২১ জানকী ২২ অনন্ত ২৩ রাজীব ২৪ কালিদাস ২৫ রঘুদেব ২৬ রামচন্দ্র ২৭ হরিরাম ২৮ খেলারাম ২৯ কালীপ্রসন্ন ৩০ সারদাপ্রসন্ন ৩১ গিরিজা, অন্নদা, প্রমদা, জ্ঞানদা।

উলার মুখোপাধ্যায় জমিদার বংশ।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় ১ শ্রীহর্ষ ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৫ আবর ৬ শ্রীবিক্রম ৭ কাক ৮ ধাঁধু ৯ শুই ১০ মাধবাচার্য্য ১১ কোলাহল ১২ উৎসাহ ১৩ আহিত ১৪ উদ্ধব ১৫ শিব ১৬ নৃসিংহ ১৭ গর্ভেশ্বর ১৮ মুরারী ওঝা ১৯ অনিরুদ্ধ ২০ লক্ষ্মীধর ২১ মনোহর ২২ গঙ্গানন্দ ২৩ রামাচার্য্য ২৪ রাঘবেন্দ্র ২৫ যাদবেন্দ্র ২৬ রামচন্দ্র ২৭ কৃষ্ণরাম ২৮ কালীচরণ ২৯ মুরারী ৩০ মহাদেব ৩১ দুর্গা-প্রসাদ ৩২ বামণদাস, গৌরিপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ। বামণ দাস পুত্র ৩৩ উমানাথ, তারানাথ, কালিদাস, শ্রীনাথ, অরুণ, মথুর। গৌরীপ্রসাদ পুত্র ৩৩ সারদাপ্রসাদ। অন্নদাপ্রসাদ পুত্র ৩৩ ব্রজেন্দ্র, উপেন্দ্র, বিজয়।

তালখড়ির ভট্টাচার্য্য বংশ।

১ শ্রীহর্ষ ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৬ আরব ৭ শ্রীবিক্রম ৭ কাক ধাঁধু ৯ গুই ১০ মাধবাচার্য্য ১১ কোলাহল ১২ উৎসাহ ১৩ আহিত ১৪ উদ্ধব ১৫ শির ১৬ দ্যাকর ১৭ সারঙ্গ ১৮ ধন্য ১৯ পুরুষোত্তম ২০ জগন্নাথ ২১ গোবিন্দ ২২ পদ্মনাভ ২৩ লোকনাথ গোস্বামী গৌরাঙ্গের সমসাময়িক মহাপুরুষ। নরোত্তমদাসের মন্ত্রদাতা, গুরুদেব। পদ্মনাভের অন্য তিন পুত্র ভবনাথ, পূর্ণানন্দ ও রঘুনাথ। ইহারা সকলেই কাচনার মুখটি। ইহাদের বংশধরগণ তালখড়ির ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারক স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সরস্বতী।

১ শ্রীহর্ষ ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৫ আরব ৬ শ্রীবিক্রম ৭ কাক। ৮ ধাঁধু ৯ গুই ১০ মাধবাচার্য্য ১১ কোলাহল ১২ উৎসাহ ১৩ আহিত ১৪ উদ্ধব ১৫ শির ১৬ রাম ১৭ সুশোধন ১৮ লক্ষ্মীপতি ১৯ দিগম্বর ২০ ধনপতি মাধব ২১ সুরানন্দ ২৩ রাঘব ২৪ কুমুদ ২৫ হরিদেব ২৬ রামশরণ ২৭ কৃষ্ণবল্লভ ২৮ পুরুষোত্তম ২৯ রামরাম ৩০ বলরাম ৩১ রামজয় ৩২ বিশ্বনাথ ৩৩ গঙ্গাপ্রসাদ গঙ্গাপ্রসাদ সুত ৩৪ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী।

কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

পোঃ দাসার্ত্তা, গ্রাম বাঘিয়া, জেলা ফরিদপুর।

(২৬) বিষ্ণুঠাকুর* (২৭) রামদেব, (২৮) কন্দর্প, (২৯) পদ্মনাভ (৩০) জগন্নাথ, (৩১) শম্ভুচন্দ্র, (৩২) গুরুচরণ, (৩৩) গুরুচরণ সুত কৃষ্ণচন্দ্র। কৃষ্ণ চন্দ্রের শ্যামাপদ প্রভৃতি চারি পুত্র।

জেলা ঢাকা, বিক্রমপুর, পশ্চিমপাড়া, মুখোটী বংশের একদেশ বংশাবলী।

শ্রীহর্ষ, শ্রীগর্ভ, শ্রীনিবাস, মেধাতিথি, আরব, ত্রিবিক্রম, কাক, ধাধু গুহ, মাধবাচার্য্য, কোলাহল সন্ন্যাসী, উৎসাহ আদিত্য উদ্ধব শিব নরসিংহ গর্ভেশ্বর, মুরারী, অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীধর, (২২) ত্রিলোচন (২২) মাধব সদানন্দ খাঁ* (২৩) শ্রীধর, (২৪) নরহরি (২৫) জানকীনাথ (২৬) গৌরীদাস (২৭) কৃষ্ণরাম (২৮) দয়ারাম (২৯) জগন্নাথ, (৩০) গৌরসুন্দর, (৩১) নন্দকুমার ও পদ্মলোচন নন্দসুত (৩২) কৃষ্ণকুমার ও রজনী। রজনী সুত (৩৩) দ্বারকানাথ, পার্শ্বনাথ, জয়নাথ, তারকনাথ, শ্রীনাথ, বাণীনাথ, পার্শ্বনাথ পুত্র (৩৪) মণীন্দ্র সত্যেন্দ্র বীরেন্দ্র রবীন্দ্র। মণীন্দ্র পুত্র (৩৫) চিত্তরঞ্জন, অমররঞ্জন, হরিদাস। জয়নাথ সুত সতীন্দ্র, ধীরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, নগেন্দ্র, তেজেন্দ্র।

*কেহ কেহ বলেন বিষ্ণু ঠাকুর বেলধবিয়ায় বাস করিতেন।

* মাধব সদানন্দখান মেলনায়ক।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

১ শ্রীহর্ষ ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৫ আরব ৬ শ্রীবিক্রম ৭ কাক ৮ ধাঁধু ৯ গুহি ১০ মাধবাচার্য্য ১১ কোলাহল ১২ উৎসাহ ১৩ মহাদেব ১৪ বিশ্বেশ্বর ১৫ ভব ১৬ পশুপতি ১৭ কৃষ্ণ ১৮ মহেশ্বর ১৯ হরিমিশ্র ২০ কামদেব ২১ মধুসূদন ২২ সন্তোষ ২৩ রামকান্ত ২৪ গোপীবল্লভ ২৫ রামকানাই ২৬ রামেশ্বর ২৭ হরিনারায়ণ ২৮ বিশ্বনাথ ২৯ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ৩০ গোবিন্দদেব ও মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

উদয় ও রামকুমার মুখোপাধ্যায়। সাং বকচর।

১ শ্রীহর্ষ, ২ শ্রীগর্ভ, ৩ শ্রীনিবাস, ৪ মেধাতিথি, ৫ আরব, ৬ বিক্রম, ৭ কাক, ৮ ধাঁধু ৯ গুহি ১০ মাধবাচার্য্য ১১ কোলাহল, ১২ উৎসাহ, ১৩ আহিত, ১৪ উদ্ধব, ১৫ শিব, ১৬ নৃসিংহ, ১৭ গর্ভেশ্বর, ১৮ মুরারি ওঝা, ১৯ অনিরুদ্ধ, ২০ লক্ষ্মীধর, ২১ মনোহর পণ্ডিত, ২২ গঙ্গানন্দ, ২৩ রামাচার্য্য ২৪ গোপীনাথ, ২৫ কৃষ্ণঠাকুর, ২৬ রূপ নারায়ণ, ২৭ রতিরাম, ২৮ মহাদেব, ২৯ জগন্নাথ, ৩০ উদয় ও রামকুমার ৩১ উদয় পুত্র মহিম (তিতু)। মহিম পুত্র, ৩২ শরৎ, হেম, প্রসন্ন, ৩২ শরৎ পুত্রে ৩৩ শ্রীশ, দীনেশ, রমেশ, ত্রিলোকেশ, জগদীশ। হেম পুত্র, ৩৩ আশুতোষ, আশুতোষ পুত্র ভবতোষ, সন্তোষ, ভোলানাথ, শম্ভুনাথ, ব্যোমকেশ, গদাধর। প্রসন্ন পুত্র উপেন্দ্র, দীনেন্দ্র, হরেন্দ্র, হেরম্ব সুরেন্দ্র। সাং লক্ষ্মীকোল, ঢাকা। ৩০ রামকুমার কন্যা ৩১ লক্ষ্মীপ্রিয়া, রামকুমার দৌহিত্র ৩২ গোপাললাল চট্টোপাধ্যায়; সাং বুতনী, জেলা ঢাকা।

রাজকুমার ও সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

২৬ বিষ্ণু ২৭ রামদেব, ২৮ কৃষ্ণজীবন. ২৯ মদনগোপাল ৩০ হরনাথ ৩১ গুরুদাস ও ভুবন। গুরুদাস পুত্র, ৩২ রাজকুমার তৎপুত্র ৩৩ নন্দলাল, শশধর, প্রবোধ, ৩১ ভুবন, ৩২ সিদ্ধেশ্বর. তৎপুত্র ৩৩ চুনিলাল ও কিশোরী। শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রোয়াইল, ঢাকা।

(বিষ্ণুবংশ মুলুক চাঁদের ধারা)

২৬ বিষ্ণু ২৭ নারায়ণ, ২৮ মুলুকচাঁদ ২৯ মাণিক ৩০ দুর্গা ৩১ গৌরীপ্রসাদ ৩২ গোকুল ৩৩ অনুকূল ৩৪ চন্দ্রকিরণ।

শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় খালিয়া, ফরিদপুর।

১ শ্রীহর্ষ, ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৫ আবস ৬ শ্রীবিক্রম ৭ কাক ৮ধাধু, ৯ গুই, ১০ মাহেশাচার্য্য, ১১ কোলাহল, ১২ উৎসাহ, ১৩ মহাদেব, ১৪ বিশ্বেশ্বর, ১৫ ভব, ১৬ পশুপতি, ১৭ কৃষ্ণ, ১৮ মহেশ্বর, ১৯ হরিমিশ্র, ২০ যোগেশ্বর ২১ শঙ্কর, ২২ নয়ন ২৩ রামভদ্র, ২৪ কৃষ্ণবল্লভ, ২৫ মধুসূদন, ২৬ তৎপুত্র গঙ্গাধর (খাসবাড়ী), রামচন্দ্র (কাশীপুর), যাদবেন্দ্র, (বালী), (২৭) রামচন্দ্র পুত্র প্রসাদ, ২৮ মৃত্যুঞ্জয়, ২৯ চণ্ডীচরণ, ৩০ হরিহর ও গঙ্গাচরণ ৩১ হরিহর পুত্র ৩২ শ্রীনাথ, যদুনাথ, সীতানাথ। শ্রীনাথ পুত্র, ৩৩ উপেন্দ্র, প্রিয়নাথ, নরেন্দ্র জিতেন্দ্রনাথ।

বলরামের ৪ পুত্র রঘুনন্দন, ভৃগুরাম, জয়রাম, রামনারায়ণ। ফুলিয়া মেল। কামদেবের ১১পুত্র—শ্রীধর, শ্রীকণ্ঠ, ভাস্কর, মধুসূদন, বাণী, বৈকুণ্ঠ, ভরত, সুধাকর, মৃত্যুঞ্জয়, সুন্দর, অনিরুদ্ধ। যোগেশ্বরের ৭ পুত্র—জানকীনাথ, শঙ্কর, কমলা, মুকুন্দ, ত্রিবিক্রম, রুক্মিণীকান্ত, শত্রুঘ্ন। কামদেব দিগম্বর ও যোগেশ্বর খড়দহ মেল।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,
ষ্টেশন মাষ্টার, ধোলাইগঞ্জ ই, বি, আর,
সাং সাজানপুর, জেলা ফরিদপুর।

১ শ্রীহর্ষ, ২ শ্রীগর্ভ ৩ শ্রীনিবাস ৪ মেধাতিথি ৫ আবর ৬ শ্রীবিক্রম ৭ কাক ৮ ধাঁধু ৯ গুই ১০ মাধবাচার্য্য ১১ কোলাহল ১২ উৎসাহ ১৩ আহিত ১৪ উদ্ধব ১৫ শিব ১৬ নৃসিংহ ১৭ গভেশ্বর ১৮ মুরারি শুক্ল ১৯ অনিরুদ্ধ ২০ লক্ষ্মীধর ২১ মনোহর ২২ গঙ্গানন্দ ২৩ রামাচার্য্য ২৪ রাঘবেন্দ্র ২৫ নীলকণ্ঠ ২৬ বিষ্ণু ২৭ রামদেব ২৮ সীতারাম ২৯ রামরাম ৩০ লক্ষ্মীকান্ত ৩১ ভগবান ৩২ আদিত্য ৩৩ কৃষ্ণচন্দ্র (প্রকাশ) চন্দ্রকান্ত।
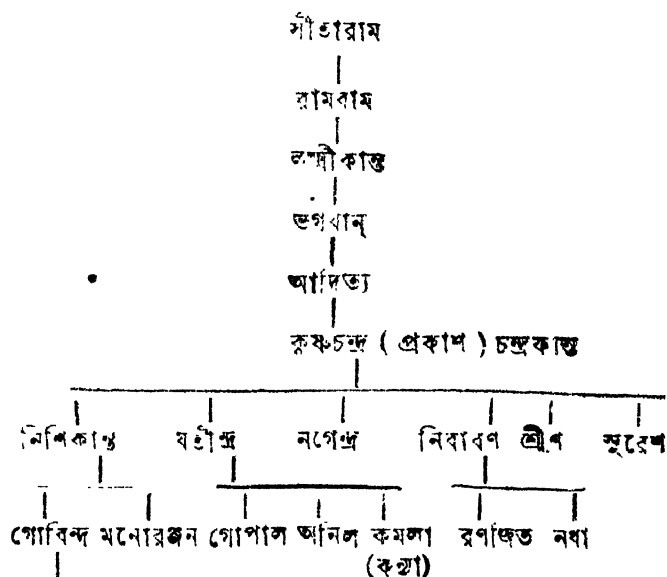
(২৭) বিষ্ণু ঠাকুর পুত্র রামদেব (বড ঠাকুব)। তাহার ৭ পুত্র যথা :—(১) সীতারাম (২) শ্যামসুন্দর (৩) খেলারাম (৪) কৃষ্ণজীবন (৫) পঞ্চানন বা পাঁচু (৬) কন্দর্প (৭) রাজকিশোর।

রামদেবের পুত্র সীতারামের ৭ পুত্র যথা :—(১) রামরাম (২) ব্রজকিশোর (৩) কৃষ্ণচন্দ্র (৪) রামচন্দ্র (৫) শঙ্কর (৬) সদাশিব (৭) শুকদেব।

(২৭) বিষ্ণু ঠাকুর পুত্র নারায়ণ (ছোট ঠাকুর)। তাহার ৩ পুত্র যথা :—(১) রামকান্ত (২) মুলুকচাঁদ (৩) শঙ্কর।

নারায়ণ পুত্র রামকান্ত। তাহার ৩পুত্র যথা—রামসুন্দর, রামকিশোর, রাম কানাই। (২৯)রামসুন্দর পুত্র সন্তানে। বৃন্দাবনের ৭ পুত্র যথা—কৃষ্ণচন্দ্র, বাঞ্ছা, স্বরূপ, শ্যাম, রাধাচরণ, ঈশ্বর, ভগবান।

নারায়ণ পুত্র শঙ্করের ৪ পুত্র যথা :—(১) রামচন্দ্র (২)রামনাথ (৩) রাধাকান্ত (৪) কৃষ্ণকিশোর। মুলুকচাঁদ পুত্র গোপাল মাণিক।

লক্ষ্মীকান্ত পুত্র ৩১ ভগবানের ৯ পুত্র যথা—আদিত্য,দুর্গাচরণ মদন, আনন্দ, বৃন্দাবন, প্রসন্ন, মহিম, কৈলাস, নবীন।

ভগবানের পুত্র ৩২ আদিত্যের ১২ পুত্র যথা,—রাজকুমার, কৃষ্ণচন্দ্র (চন্দ্রকান্ত) রজনী,কালীমোহন, মদন, করুণা, নীলকমল, পূর্ণ কাশীশ্বর, কামিনী, হর্ষনাথ, ক্ষেত্রমোহন।

আদিত্য পুত্র ৩৩ মদনের ৫ পুত্র যথা,—শ্রীনাথ, হেমচন্দ্র (পশ্চিম পাড়া) বিধু, নিখিল, হেম, (বাঘড়া) ভগবান পুত্র ৩২ দুর্গাচরণের ৩ পুত্র, যথা,—গিরিশ, বিহারী, বিপিন।

খড়দহ ও রড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ।
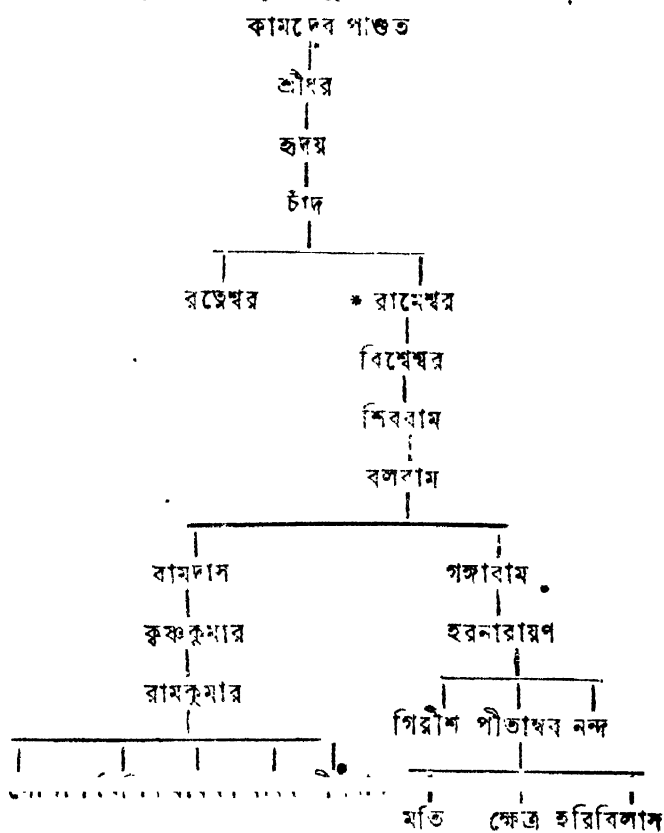
শ্রীধরের ছয় পুত্র যথাঃ—পুরাই, লোহাই, জগদীশ, হৃদয়, জগদানন্দ ও রূপচাঁদ। হৃদয়ের তিন পুত্র যথা—চাঁদ, বল্লভ ও কৃষ্ণদাস। চাঁদের ৪ পুত্র যথা—রত্নেশ্বর, কাশীশ্বর, রামানন্দ, রামেশ্বর। রামেশ্বর বীরভদ্র পৌত্রী রামচন্দ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ করেন। রত্নেশ্বর হইতে রড়ার মুখোপাধ্যায়গণের উৎপত্তি। রামকুমার; দ্বারকা, মাধব, দীননাথ ঢাকা জেলার বুতনী গ্রামে বাস করেন।

নদিয়া মেহেরপুরের মুখোপাধ্যায় বংশের একদেশ বংশাবলী।

(দুর্গাবর বংশ) । (বল্লভী মেলপ্রাপ্ত)

২১। দুর্গাবর। ২২। প্রাণকৃষ্ণ ও মনোহর। ২৩। প্রাণকৃষ্ণ সুত অমর। ২৪। অমর সুত ধনরাম (বনরাম)। ২৫। সদাশিব। ২৬। গজেন্দ্রনারায়ণ। ২৭। গজেন্দ্র সুত ঘনশ্যাম, গোলক, গোবিন্দ, আশানন্দ, গোপালকৃষ্ণ, অনুপ। ২৮। গোলক সুত মথুরা। ২৯। মথুরা সুত চন্দ্রমোহন। ৩০। চন্দ্রমোহন সুত মহেন্দ্র, বসন্ত, মহেশ্বর। ৩১। মহেন্দ্র সুত ভূপতি। ৩২। ভূপতি সুত ভবানী প্রসাদ। ৩১। বসন্ত সুত অতুল। ৩২। অতুল সুত দুর্গাপ্রসাদ। ২৭। গোবিন্দ। ২৮। হরিমোহন, গোলক, ক্ষেত্র। ২৯। হরিমোহন সুত বাণী, ভুবনমোহন। ৩০। বাণী সুত রঘুনাথ, তারক। ৩০। ভুবন সুত শচীন্দ্রনাথ। ২৭। আশানন্দ। ২৮। শ্রীকৃষ্ণ। ২৯ দীননাথ। ৩০। দীননাথ সুত নিত্য, ললিত, গোপাল, শিশির কুমার, মোহিনী, উমানাথ কিশোরী। ব্রজরাজ, যদুনাথ, দীননাথ। ব্রজরাজ সুত অঘোর, শ্রীশ, গৌর দীননাথ সুত অমূল্য।

রতিকান্তঠাকুরের একদেশ বংশাবলী।

(২৬) রতিকান্ত, (২৭) রামেশ্বর; (২৮) প্রাণবল্লভ, (২৯) সত্যনাথ, (৩০) রাজকৃষ্ণ, (৩১) গৌরচন্দ্র (৩২) হরিহর, (৩৩) কেদারেশ্বর, (৩৪) নকুলেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, অখিলেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর।

---

(৩০) রাজকৃষ্ণের অন্য পুত্রের পুত্র শ্যাম কুড়লী বাস করেন রাজকৃষ্ণের ৩য় পুত্রের পৌত্র প্রতাপ সোমভাগ বাস করেন। প্রতাপের ভ্রাতা ভুবন জীবনরা বাস করেন। (৩৪) নকুলেশ্বর প্রভৃতি তারপাশা ত্যাগ করিয়া মাধবপুর বাস করেন।

যশোহর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গার মুখোপাধ্যায় বংশের একদেশ বংশাবলী ।

দেবনারায়ণ ও রাজনারায়ণ বৈমাত্র ভ্রাতা। রামচরণ ও গিরীশ বৈমাত্র ভ্রাতা। রামচরণ ঢাকা জেলার ছোট বুতনী গ্রামের ভগবান চৌধুরীর কন্যা বিবাহ করেন। তরঙ্গ মল্লিকপুর গ্রামে বাস করেন। উদয়নারায়ণ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধর ঢাকা গালিমপুর গ্রামে বাস করেন। প্রেমনারায়ণের বংশধর জয়নগরে বাস করেন।

ভরদ্বাজ গোত্রীয়, ডিংসাই গাঞি, সিদ্ধশ্রোত্রীয় বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত আগরডাঙ্গার চৌধুরী বংশের একদেশ বংশাবলী।

* রুক্মিণী দেবী সহমৃতা হইয়াছিলেন। চিত্রাঙ্গদার কন্যা ঊষা কুলকুমারী, অমিয়া, অন্নাকালী। গোলাপ সুন্দরী পুত্র দ্বিজপদ হরিপদ, রেণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীপদ পুলিশ সব ইনস্পেক্টার

কাশ্যপগোত্রীয় প্রসিদ্ধ বংশ ও ব্যক্তি পরিচয়।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল রাজবংশের একদেশ বংশাবলী।

(১) বজ্রেশ্বর (২) শিবচন্দ্র (৩) নারায়ণ (৪) কুশধ্বজ (৫) জানকীনাথ (৬) শ্রীকৃষ্ণ রায় (৭) জয়দেব (৮) ইন্দ্রনারায়ণ (৯) চন্দ্রনারায়ণ (১০) লোকনারায়ণ (১১) গোলোকনারায়ণ (১২) রাজা কালীনারায়ণ রায় (১৩) রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় (১৪) কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ, কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ, কুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়।

১। পূর্বকাল হইতে বজ্রেশ্বরের ঢাকা জেলার অন্তর্গত বজ্রযোগিনী গ্রামে বাসস্থান ছিল।

২। কুশধ্বজ মুর্শিদাবাদ নগরে নবাব সরকারের উকীল ছিলেন। তিনি ভাওয়ালের জমিদারের দৌলত গাজীর মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়া জয়দেবপুরের নিকট চাঁদনাগ্রাম পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। কুশধ্বজ মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৬) শ্রীকৃষ্ণ রায় নবাবের নিকট হইতে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৭) জয়দেব নিজ নামানুসারে ইহাদিগের বাসস্থানের নাম "জয়দেবপুর" রাখেন।

১২। কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৩। রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাবনা জেলার অন্তর্গত স্থল, বেতিল ও নওহাটার পাকড়াশী ভট্টাচার্য্য বংশের একদেশ বংশাবলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় (১) দক্ষ (২) বনমালী (৩) বিধু (৪) ত্রিপুরারি (৫) দিনকর (৬) অনন্ত (৭) হারদাস (৮) কালিদাস (৯) জগন্মোহন (১০) নৃসিংহ (১১) উমেশ (১২) শ্রীপতি (১৩) জগদানন্দ (১৪) কালীকিঙ্কর (১৫) বিশ্বেশ্বর (১৬) তারণচন্দ্র (১৭) সতীশচন্দ্র (১৮) রামনারায়ণ (১৯) গোবিন্দ (২০) কমলাকান্ত (২১) অনন্ত (২২) গৌরীদাস (২৩) হরিদেব, রুদ্রদেব, রামদেব।

২। বনমালী পকটী গ্রামী।

২৩। হরিদেবের পিতা যশোহর জেলায় সোরশুনা গ্রামে বাস করিতেন। এই সময় নাটোরের মহারাজা রামজীবনের মৃত্যু হইলে রামকান্ত নাটোরাধিপতি হইয়াছিলেন। নানা প্রকার ঘটনাচক্রে রাজা রামকান্ত কিছুদিনের [illegible] রাজ্যচ্যুত হইলে মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠের সহায়তায় [illegible] দরবার করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে হরিদেব জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনা করিয়া মহারাজকে বলিলেন, 'মহারাজার অসময় [illegible] দূর হইয়া সুসময় উপস্থিত হইবে।" মহারাজা হরিদেবকে [illegible] সঙ্গেই রাখিলেন। ফলতঃ হরিদেবের বাক্য অন্যথা হইল না, মহারাজা নবাবের নিকট হইতে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া হরিদেবকে অতি সামান্য করে পুরস্কারস্বরূপ পাবনা জেলার [illegible] বেতিল, শুয়ারেখী গোবিন্দবাটী, কোণাবাড়ী, মিশ্রিগাতি [illegible] বাড়ীশ্রী, অর্জ্জুনাদয়া দীঘিবাড়ী, থরপোতাজিয়া, পাথাইলকান্দি [illegible] বারবয়লা এই ১২ খানা মৌজা প্রদান করিলেন। হরিদেব [illegible] পর সোরশুনা

হইতে স্থলে আসিয়া বাস করেন। হরিদেবের ভ্রাতা রুদ্রদেব স্থলের নিকট লাঙ্গলঘুড়া আসিয়া বাস করেন। হরিদেবের রাধা-বল্লভ বিগ্রহ ছিল। তাহার বংশধরগণ বর্ত্তমানেও তাঁহার যথাবিহিত সেবা করিতেছেন। হরিদেবের বংশধরগণ সমাজে বিভিন্ন বংশের উচ্চ কুলীনে কন্যাদি প্রদান করিয়া এবং দান-সাগরাদি কার্য্য করিয়া রাঢীয় ব্রাহ্মণ সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ।

(২৩) হরিদেব

(২৪) রামচন্দ্র, রাজারাম, বীরভদ্র, মণিভদ্র, তারাচাঁদ

(স্থল) বড়বাড়ী

হরিদেবের ১ম পুত্র রামচন্দ্রের বংশ

(২৪) রামচন্দ্র পুত্র গঙ্গানারায়ণ (২৫), তৎপুত্র ব্রজমোহন ও সৃষ্টিধর(২৬),ব্রজমোহন পুত্র নবীন (২৭),তৎসুত ভুবন (২৮), সৃষ্টি-ধর পুত্র বিশ্বম্ভর(২৭), নীলাম্বর(২৮) কন্যা ক্ষেমঙ্করী, শিবসুন্দরী ও শ্যামা। নীলাম্বরপুত্র কালীপদ, হরিপদ, শ্যামাপদ, তারাপদ ও রামপদ, কন্যা ভববাসিনী ইত্যাদি (২৯) শিবসুন্দরী নিঃসন্তান।

(স্থল নওহাটা) দক্ষিণবাড়ী

হরিদেবের ২য় পুত্র রাজারামের বংশ।

(২৪) **হরিদেবের ২য় পুত্র** রাজারাম পুত্র ভবানী চরণ (২৫), তৎপুত্র গোবিন্দচরণ কৃষ্ণশরণ কেবলকৃষ্ণ ও রাম-রতন (২৬), গোবিন্দপুত্র কালীশঙ্কর (২৭), তৎপুত্র শিবশঙ্কর, গিরীশচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র ও কৈলাসচন্দ্র (২৮), কন্যা মুক্তেশ্বরী। শিব-

শঙ্কর কন্যা মোক্ষদা। মোক্ষদা পুত্র অনুকূল, যোগেশ ইত্যাদি। গিরীশচন্দ্র পুত্র সতীশ (২৯) সতীশ পুত্র দেবেন্দ্র, বীরেন্দ্র ও জিতেন্দ্র (৩০) কন্যা হেমন্তকালী, অভয়াকালী ও মহামায়া। হরিশ্চন্দ্র নিঃসন্তান। কৈলাসের পুত্র শ্রীশ, হেরম্ব, দিনেশ ও রাম (২৯) কন্যা ত্রৈলোক্যময়ী, হৈমবতী, সৌদামিনী কুসুম-কামিনী। শ্রীশ পুত্র বৈদ্যনাথ ও নিকুঞ্জ (৩০ কন্যা মনোরমা ও অনুপমা। হেরম্ব পুত্র চারু, অতুল, গোপাল, অবিনাশ ও সুধীর (৩০) কন্যা নিরুপমা ও সুরুপমা।

কৃষ্ণশরণ (২৬) পুত্র ভৈরব ও ভগবান (২৭) ভৈরব পুত্র তারিণীচরণ (২৮) কন্যা চন্দ্রমণি। ভগবান নিঃসন্তান। তারিণী পুত্র নন্দলাল ও গোবিন্দলাল (২৯) কন্যা প্রসন্নময়ী দ্রবময়ী ও স্বর্ণময়ী। নন্দলাল পুত্র বেণী রাজেন্দ্র, বংশলাল প্রভৃতি (৩০) কন্যা যামিনীসুন্দরী, বসন্তকুমারী ও শরৎকালী।

কেবলকৃষ্ণ (২৬) পুত্র কালাচাঁদ, কৃপানাথ ও শিবনাথ (২৭) কৃপানাথ পুত্র সূর্য্যকুমার (২৮) সূর্য্যকুমার কন্যা ঈশানী। শিবনাথ পুত্র আশুতোষ ও অনাদি (২৮) আশুতোষ পুত্র কিশোরী-মোহন ও দুর্গামোহন (২৯) কন্যা নিস্তারিণী। কিশোরীমোহন পুত্র সরোজমোহন (৩০) অনাদি পুত্র বসন্ত ও বিজয় (২৯) কন্যা অন্নদাসুন্দরী। বসন্ত পুত্র অশ্বিনী, মিহির (৩০) বিজয় পুত্র গণেশ (৩০) কন্যা সুরেশমোহিনী।

(২৫) রামরতন পুত্র শিবচন্দ্র, কাশীচন্দ্র, কালীচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র ২৭ কন্যা জয়দুর্গা, চিত্রমণী ও অন্নপূর্ণা। শিবচন্দ্র পুত্র ২৮ হেমচন্দ্র নিঃসন্তান। কাশীচন্দ্র পুত্র তারকচন্দ্র ২৯ কন্যা মিঠুমণি। তারকচন্দ্র পুত্র মুকুন্দ দিগেন্দ্র ও হীরালাল ২৯

কন্যা কামিনী। মুকুন্দ পুত্র কান্তিচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র ৩৯ কন্যা নিরোদবালা ও চারুবালা। দিগেন্দ্র পুত্র সত্যপ্রিয় ও সুশীল ৩০ কন্যা সুকুমারী ও সুরবালা। হীরালাল পুত্র শ্যামলাল ৩০ কালীচন্দ্র নিঃসন্তান। শম্ভুচন্দ্র পুত্র ভরতচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র ২৮ উভয়েই নিঃসন্তান। জগচ্চন্দ্র পুত্র হরিচরণ ও তেজশ্চন্দ্র ২৮ কন্যা দিগম্বরী। হরিচরণ পুত্র প্রিয়নাথ ও বামাচরণ ২৯ কন্যা নিতম্বিনী, হেমাঙ্গিনী, মোহিনী ও ক্ষীরোদবাসিনী। প্রিয়নাথ পুত্র অমিয়লাল ও গোপাল ৩০ তেজচন্দ্র নিঃসন্তান।

(স্থলবেতিল) মাঝার বাড়ী

হরিদেবের ৩য় পুত্র বীরভদ্রের বংশ।

২৪ বীরভদ্র পুত্র রামধন, রামবল্লভ ও প্রাণবল্লভ ২৫ কন্যা সুরধুনী। রামধন পুত্র নীলমণি, গুরুপ্রসাদ ও দুর্গাপ্রসাদ ২৬ কন্যা যমুনাসুন্দরী।

রামবল্লভ সুত ২৬ রামলোচন শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণগোবিন্দ ও শিবনারায়ণ ২৬ রামলোচন সুত চন্দ্রমোহন, প্যারিমোহন, মনোমোহন,রাজমোহন, বেহারী ও আনন্দমোহন, কন্যা নবদুর্গা ক্ষান্ত ২৭ চন্দ্রমোহন সুত শ্যামাচরণ, সুতা বামা ও ঈশ্বরমণী ২৮ শ্যামাচরণ সুত ২৯ ভগবতীচরণ কৃষ্ণচরণ, শম্ভুচন্দ্র সুত ২৭ কালীনাথ উমানাথ নিত্যানন্দ ও কালীচরণ, কন্যা জয়কালী ও তারাকালী। নিত্যানন্দ সুত ২৮ গিরিজানন্দ। তৎসুত ২৯ কিশোরী, সিদ্ধেশ্বর, সুবল,সুতা ব্রজবালা। ২৭জয়কালী কন্যা ২৮ মনোমোহিনী তৎপুত্র হরিলাল চট্টোপাধ্যায়। কৃষ্ণগোবিন্দ ২৭সুত বিশ্বেশ্বর ২৮ তৎসুত গঙ্গাগোবিন্দ। গঙ্গাসুত ২৯ গুরুগোবিন্দ ও

রামগোবিন্দ ২৬ শিবনারায়ণ সুত ২৭ রাজনারায়ণ, সুতা রাসমণি। রাজনারায়ণ—সুত ২৮ হরেন্দ্র, মহেন্দ্র গজেন্দ্র ও মণীন্দ্র। সুতা অম্বিকা ও ঈশানী। গজেন্দ্র সুত ২৯ উপেন্দ্র।

প্রাণবল্লভ ২৫ সুত রমাবল্লভ ২৬ তৎসুত শীতল, কাশীকান্ত ও কমল ২৭ সুতা রুদ্রমণি। ও জয়মণি। শীতল সুত গোপাল ২৮ তৎসুত শ্রীপতি ও শ্রীহরি ২৯ সুতা সৌদামিনী ও অম্বালিকা। শ্রীপতি সুত যদুপতি রঘুপতি ৩০ সুতা বসন্তকুমারী ও হেমন্তকুমারী। কাশীকান্ত সুত বৈকুণ্ঠ ও পরমানন্দ ২৮ সুতা কুললক্ষ্মী পুত্র হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈকুণ্ঠ সুত হরপদ ২৯ সুতা রত্নদা ও মনোরমা। পরমানন্দ সুত ত্রৈলোকেশ ২৯ সুতা গুরুদাসী ও শঙ্করদাসী। কমল সুতা স্বর্ণময়ী।

(স্থল) নয়াবাড়ী

হরিদেবের ৪র্থ পুত্র মণিভদ্রের বংশ

মণিভদ্র ২৪ সুত শ্রীনারায়ণ ২৫ তৎসুত শিবনারায়ণ ও গৌরসুন্দর ২৬ সুতা ত্রিপুরাসুন্দরী।

শিব নারায়ণ ২৬ সুত জন্মেজয় ও ধনঞ্জয় ২৭ জন্মেজয় সুত জগচ্চন্দ্র, কেশব, মাধব ও দীননাথ ২৮ কেশবসুত ক্ষীরোদ ও বসন্ত ২৯ ক্ষীরোদ সুত নারায়ণ ও ভূপেন্দ্র ৩০ সুতা সৌদামিনী। বসন্ত সুত শান্তি, সুতা কিরণশশী। মাধব সুত যোগানন্দ ২৯ সুতা সরোজিনী। দীননাথ সুতা শ্যামাকালী তৎসুত রামদাস, ভরত। ধনঞ্জয় সুত কালীকমল ২৮ সুতা ত্রৈলোক্য ও কামিনী। কালীকমল সুত জগদীশ ২৯।

গৌরসুন্দর ২৬ সুত ২৭ গতিনাথ, জানকিনাথ ও দ্বারকানাথ নিঃসন্তান। সুতা কাশীশ্বরী, মুক্তেশ্বরী ও চন্দ্রকালী।

(স্থল) উত্তরবাড়ী বা ছোটবাড়ী।

২৪ তারাচাঁদ সুত **সোনারাম, সর্ব্বেশ্বর, শোভারাম** ২৫ সুতা কাত্যায়নী। কাত্যায়নী সুত মদনগোপাল, জয়গোপাল মুখো। মদনগোপাল পুত্র রজনী ও চন্দ্রনাথ। রজনী কন্যা গঙ্গামোহিনী। চন্দ্রনাথ পুত্র কুলদা, কুলদা পুত্র অমর, দুর্গাচরণ। জয়গোপাল পুত্র ক্ষেত্রমোহন, তৎপুত্র অভয়; তৎসুত ভবানী ও ননী। **সোনারাম** সুত রামগোপাল, নবকুমার, অমৃতকুমার, নন্দকুমার, আনন্দকুমার ২৬ সুতা পরশমণি। রামগোপাল সুত চন্দ্রকিশোর ২৭ সুতা অনঙ্গমণি। চন্দ্রকিশোর সুত দীনতারণ, পাতিতারণ ও কালীকিশোর ২৮ সুতা, মহালক্ষ্মী। দীনতারণ সুত যোগেশচন্দ্র ও রামচন্দ্র ২৯ সুতা গঙ্গাতারিণী। পতিতারণ সুত জগন্নাথ ২৯ কালীকিশোর সুত হরকিশোর ২৯ অনঙ্গমণি সুত রসিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎসুতা জাহ্নবী তৎসুত অভয়। নবকুমার সুত হরকুমার ২৭ সুতা ভুবনদেব্যা। হরকুমার সুত হেমন্ত, অনন্ত, মধুসূদন ২৮ সুতা কালীতারা। হেমন্ত ও মধু নিঃসন্তান। অনন্ত সুত চিন্তাহরণ ২৯ সুতা অন্তিমকালী। অমৃতকুমার সুত রুদ্রকুমার ও শশীকুমার ২৭ সুতা ভবতারিণী ও দিগম্বরী। শশীকুমার নিঃসন্তান। রুদ্রকুমার অপুত্রক, সুতা দক্ষিণাকালী, বিনোদিনী, কাত্যায়নী ও মেনকা। নন্দকুমার কন্যা কাশীশ্বরী। রামকুমার কন্যা কন্যা চন্দ্রকালী ও ফটিকমণি। আনন্দকুমার অপুত্রক, কন্যা উমাশঙ্করী ও ব্রহ্মময়ী। উমাশঙ্করী পুত্র বিজয়গোবিন্দ ও কালীকমল। কালীকমল পুত্র কৃষ্ণকমল ও রামকমল।

সর্ব্বেশ্বর ২৫ সুত রামকৃষ্ণ, ঈশ্বরচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র ২৬ ঈশ্বরচন্দ্র ও জগচ্চন্দ্র নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণ সুত গুরুদাস ঠাকুর-

দাস, দেবীচরণ, ইন্দ্রভূষণ ও চন্দ্রভূষণ (২৭) সুতা সারদা ও
মুক্তা। সারদাসুত কালীকুমার, তৎসুত অশ্বিনী ও কৃষ্ণ। গুরুদাস
ইন্দ্রভূষণ ও চন্দ্রভূষণ নিঃসন্তান। দেবীচরণ কন্যা কালীতারা।
ঠাকুরদাস সুত ভবতারণ, কালীতারণ ও অভয়তারণ (২৮)
কন্যা কাদম্বিনী। ভবতারণ পুত্র কালীদয়াল বনীলাল, কানাইলাল
ও হীরালাল (২৯) কন্যা [illegible]। কালীতারণ কন্যা সরোজ-
বাসিনী, বিজয়া। অভয়তারণ [illegible] ভূষণ, মাখনলাল,
সিদ্ধেশ্বরী, বলাই ও অভিরাম (২৯) কন্যা কৈলাসবাসিনী

শোভারাম (২৬) পুত্র ব্রজসুন্দর ও রামকমল (২৭) ব্রজসুন্দর
পুত্র ঈশানচন্দ্র ও হরচন্দ্র (২৭) কন্যা গোলোকমণি ও জগদম্বা।
রামকমল পুত্র তারিণী, কৃষ্ণলাল ও রামলাল (২৭) কন্যা
গোবিন্দমণি।

ঈশানচন্দ্র পুত্র কেদারনাথ, দুর্গানাথ ও রাজকুমার (২৮)
কন্যা শরৎকালী, জগৎকালী, শশীমুখী, সুখদা, অম্বিকা, ও অন্নদা।
কেদারনাথ পুত্র বিজয়, দেবেন্দ্র ও নগেন্দ্র (২৯) কন্যা যোগমায়া
ও অনন্তকালী। বিজয় পুত্র তারকচন্দ্র (৩০) কন্যা জয়ন্তি, প্রফুল্ল
ও অন্নপূর্ণা। তারকচন্দ্র পুত্র শশীচন্দ্র (৩১) কন্যা লবঙ্গলতা।
দেবেন্দ্র পুত্র দ্বিজরাজ ও হেমচন্দ্র (৩০) দুর্গানাথ পুত্র প্রসন্ন, যামিনী,
ভুবন, গণেশ ও কৃষ্ণচন্দ্র (২৯) কন্যা বাসন্তি, সরোজা ত্রিনয়নী
ও শৈলবালা। প্রসন্ন পুত্র প্রফুল্ল, অমূল্য সত্যেন্দ্র ও সুরেন্দ্র, কন্যা
ইন্দুবালা ও সত্যবালা। যামিনী পুত্র চারু শিশির নির্মল কেশব,
কন্যা উমাসুন্দরী, কমলা, লাবণ্য ও অমিয়বালা। ভুবন কন্যা সুর-
বালা। রাজকুমার পুত্র গিরিজাকুমার, প্রিয়নাথ, জিতেন্দ্রকুমার
সুকুমার অজিৎকুমার ও প্রদ্যোৎকুমার (২৯)। কন্যা মনোরমা

প্রভাবতী, সরলা ও যোগমায়া । গিরিজা পুত্র প্রাণকুমার, সুশীল (৩০) কন্যা চন্দ্রবালা ও আশালতা ।

হরচন্দ্র সুত **সারদা** (২৮) সুতা নরেশ্বরী ও ভবতারিণী । সারদা পুত্র সুরেশ, দিনেশ, দেবেশ, জ্ঞানেশ ও নরেশ (২০) সুতা শৈলজাসুন্দরী, রাজরাজেশ্বরী, ধনেশ্বরী হেমনন্দিনী ও সুরেশ্বরী । সুরেশ পুত্র [illegible] ও দ্বিজেশ (৩০) কন্যা তরঙ্গিণী, সুশীতলা । দিনেশ পুত্র ভবেশ । কন্যা চারু । দেবেশ কন্যা শকুন্তলা । ভবতারিণী পুত্র প্রাণচন্দ্র, লালমোহন, মোহনলাল ও দুর্গামোহন (২৮) কন্যা [illegible] ও [illegible] । প্রাণচন্দ্র পুত্র অনুকূল প্রবোধ ও যোগীন্দ্র (২৯) কন্যা [illegible], জগৎকামিনী ও কৈলাসবাসিনী । প্রবোধ পুত্র প্রকাশ, [illegible], বলরাম ও [illegible] (৩০) লালমোহন পুত্র পঞ্চানন, লক্ষ্মণ, কালাচাঁদ ও [illegible] (২৯) কন্যা উমাঙ্গিনী ও [illegible] । মোহনলাল পুত্র [illegible], [illegible] ও সুধীর ; কন্যা পদ্মা (২৯) দুর্গামোহন পুত্র শিবপ্রসাদ, শম্ভু, শঙ্করপ্রসাদ হরপ্রসাদ (২৯) কন্যা সুকুমারী, কুসুম, শরৎ ।

[illegible] পুত্র বিনোদলাল (২৮) তৎপুত্র ক্ষীরোদলাল, অনন্ত, উপেন্দ্র, ব্রজেন্দ্র [illegible], নগেন্দ্র ও গোপেন্দ্র (২৯) কন্যা হেমলতা । অনন্ত পুত্র [illegible] । উপেন্দ্র পুত্র ভূপেন্দ্র (৩০) ব্রজেন্দ্র পুত্র (৩০) [illegible] ।

রামলাল পুত্র দেবনাথ (২৮) সুতা গিরিবালা । দেবনাথ পুত্র অখিল (২৯) অখিল পুত্র চারুচন্দ্র (৩০) সুতা সিদ্ধেশ্বরী গোপেশ্বরী । রামকমল কন্যা গোবিন্দমণি পুত্র জগত্তারণ, জগদীশ জগজ্জীবন । কন্যা বিধু জগৎমোহিনী দক্ষিণাকালী ।

রুদ্রদেব (২৩) সুত কৃষ্ণরাম (২৪) তৎসুত কাশীশ্বর রামচন্দ্র (২৫) কাশীশ্বর সুত বিশ্বেশ্বর (২৬) তৎসুত লোকনাথ ও কুড়ান (২৭) লোকনাথ সুত শ্রীনাথ (২৮) কুড়ান সুত হারানাথ (২৮) তৎসুত দেবনাথ ও হৃদয়নাথ (২৯) ।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কাশ্যপ গোত্রীয় রোয়াইল রায় বংশের একদেশ বংশাবলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় ১ দক্ষ ২ জটাধর ৩—৪—৫—৬—৭ মনোহর ৮ গৌরীধর ৯ চিত্রাঙ্গদ ১০ মালধর ১১ গুণাকর ১২ লম্বোদর ১৩ পরমানন্দ ১৪ সদাশিব ১৫ বিভাকর ১৬ যষ্টিধর ১৭ গঙ্গাধর, ১৮ সঞ্জয় ১৯ শ্রী-চন্দ্র ২০ মদনরায় ২১ ভবানী রায় ২২ রামনারায়ণ রায়, ২৩ **নরোত্তম, রামেশ্বর, আত্মারাম, কৃষ্ণরাম,** গোবিন্দরাম, শিবরাম রাজারাম, ২৫ রামমোহন ২৬ ব্রজমোহন ২৭ রাধামোহন, কৃষ্ণমোহন, গৌরমোহন, ২৮।

রাধামোহন পুত্র ২৮ রাজমোহন ও সর্ব্বমোহন।

কৃষ্ণমোহন পুত্র ২৮ গোপীমোহন ও আনন্দমোহন।

গৌরমোহন পুত্র ২৯ ভুবনমোহন ও ভুবন ভ্রাতা।

২৮ **রাজমোহন রায়** ২৯ রমণীমোহন রায় তৎপুত্র মনোমোহন ও নিরদ মোহন ইন্দুমোহন বিএ, ক্ষীরোদমোহন বি এস সি।

২০ **সর্ব্বমোহন রায়** পুত্র সুধন্যমোহন রায় তৎপুত্র ২০ রাজেন্দ্রমোহন রায় এম, এ, ও ভুপেন্দ্রমোহন পৃথ্বীন্দ্রমোহন, ভবেন্দ্রমোহন হিরণ্যমোহন বিএ।

কৃষ্ণমোহন রায় ২৭ পুত্র গোপীমোহন আনন্দমোহন। গোপীমোহন পুত্র হরেন্দ্র। আনন্দমোহন পুত্র যোগেন্দ্র দেবেন্দ্র। হরেন্দ্র পুত্র রমেন্দ্র। দেবেন্দ্র পুত্র নৃপেন্দ্র শচীন্দ্র বি,এ, ও রণেন্দ্র। **যোগেন্দ্রমোহন রায়** পুত্র ক্ষীতেন্দ্রমোহন।

ভুবনমোহন পুত্র শশাঙ্কমোহন ও কিশোরীমোহন। শশাঙ্ক পুত্র নলিনীমোহন; নলিনীমোহন পুত্র লাবণ্যমোহন বি, এ, বি. এল্ ও অমূল্যমোহন এম্-এ বি-এল্ রাজন্যমোহন। কিশোরীমোহন পুত্র বসুধামোহন ও বিধুমোহন। বসুধামোহন পুত্র কামদামোহন

২৯। **ভুবনমোহনের** ভ্রাতষ্পুত্র ললিত, ললিত সুত ষোড়শী ধরণী ও ধবণী পুত্র ধীরেন্দ্র বিএ। সঞ্জয় রায় নবাব সরকার হইতে চাঁদপ্রতাপ, সলিমপ্রতাপ, সুলতান প্রতাপ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাবকে সহস্র সৈন্য সরবরাহ করিবার জন্য সঞ্জয়ের হাজরা উপাধি ছিল।

২৩। নরোত্তম রায়ের বংশধরগণ ঢাকা রঘুনাথপুর ও রামেশ্বর রায়ের বংশধরগণ ঢাকা মহাদেবপুর, কৃষ্ণরাম রায়ের বংশধরগণ ঢাকা সোয়াইল গ্রামে বাস করিতেছেন।

সর্ব্বানন্দ বা সর্ব্ববিদ্যা বংশ।

কাশ্যপ গোত্রীয় পর্কটী গাঞি সম্ভূত বাসুদেব ঠাকুর ইহাদিগের আদি নিবাস সোবজুনা হইতে পূর্ব্বস্থলীতে বাস করেন। বাসুদেব সিদ্ধিলাভের আশায় সস্ত্রীক কামাখ্যাধামে গমন করেন। তথায় বাসুদেব ঠাকুরের প্রতি দৈববাণী হয় যে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার অধীন মেহারেতে পৌত্ররূপে সিদ্ধিলাভ করিবে। বাসুদেব ঐ আদেশে মেহারে আগমন করতঃ বাস করেন। বাসুদেব পুত্র শম্ভূনাথ। তৎপুত্র আগমাচার্য্য ও সর্ব্বানন্দ ঠাকুর। প্রায় ৩০০।৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই সর্ব্বানন্দ ঠাকুর ভৃত্য পূর্ণানন্দকে শবাসন করিয়া মেহারে

সিদ্ধিলাভ করেন। এই সিদ্ধপীঠ যেহারে এখনও বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বানন্দ প্রথম মেহারে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে খুলনা জেলার সেনহাটীতে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। শম্ভুনাথ পুত্র আগমাচার্য্যের বংশধরগণ মেহারে বাস করিতেছেন। সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের পুত্র রতিনাথ ও জানকীনাথ। ইহাদের বংশধরগণ যশোহর জেলার বেন্দা, খুলনা জেলার ঘাটভোগ, সেনহাটী ও বরিশাল জেলার উত্তর সাবাজপুরে বাস করিতেছেন।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাশ্যপ গোত্রীয় (১ দক্ষ (২) সুলোচন (৩) মহাদেব ( ) হলধর (৫) কৃষ্ণদেব (৬) বরাহ (৭) শ্রীধর (৮) বহুরূপ (৯) গাহি (১০) সর্ব্বেশ্বর (১১) ভেকড়ি (১২) বিদ্যাধর (১৩) লক্ষ্মীধর (১৪) দিগম্বর (১৫) জগন্নাথ (১৬) শ্রীগর্ভ (১৭) ভগবান (১৮)গঙ্গানন্দ (১৯) কৃষ্ণবল্লভ (২০) নন্দগোপাল (২১) রামকান্ত (২২) রামজীবন (২৩) রামহরি (২) শিবনারায়ণ (২৫) যাদব (২৫) বঙ্কিম চন্দ্র। সাং ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া। ইনি রায় বাহাদুর ও সি আই ই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সাহিত্য বা উপন্যাস সম্রাট ও “বন্দেমাতরম্” মন্ত্রের ঋষি।

মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ।

(১) দক্ষ (২) সুলোচন ( ) মহাদেব (৪) হলধর (৫) কৃষ্ণদেব ৬) বরাহ ( ) শ্রীধর ( ) বহুরূপ (৯) গাহি (১০) সর্ব্বেশ্বর (১১) গুণাকর (১২) অর্ক (১৩) কৃষ্ণ (১৪) হরি (১৫) কানাই (১৬)প্রবাস

(১৭) ধনপতি (১৮) যুধিষ্ঠির (১৯) জগন্নাথ (২০) হরিনারায়ণ (২১) নৃসিংহ (২২) গণপতি (২৩) রামগোপাল (২৪) রামকিশোর (২৫) রামতনু (২৬) রামচন্দ্র (২৭) রামব্রহ্ম শিরোমণি (২৮) কামাখ্যানাথ। পাটুলীর চট্টোপাধ্যায়। সর্ব্বানন্দী মেল।

কালীঘাটের হালদার বংশের একদেশ বংশাবলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় (১) দক্ষ (২) সুলোচন (৩) মহাদেব (৪) হলধর (৫) কৃষ্ণদেব (৬) বরাহ (৬) শ্রীধর (৭) বহুরূপ। এই বহুরূপ হইতে অধস্তন নবম পুরুষে (১৭) চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী। তৎপুত্র (১৮) পৃথ্বীধর। তৎপুত্র (১৯) ভবানীদাস। তৎপুত্র (২০) যাদবেন্দ্র, রাঘবচন্দ্র। যাদবেন্দ্র পুত্র (২১) পদ্মনাভ। পদ্মনাভ পুত্র (২২) জয়দেব হালদার রাঘবচন্দ্রের পুত্র (২৩) রামগোপাল (২৪) রামবল্লভ (২৫) বিশ্বেশ্বর (২৬) গোকুল ঠাকুর।

ইহাদিগের বংশধরগণই কালীঘাটের হালদারগণ। কথিত আছে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় তাহার গুরুদের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে কালীঘাটের ৺কালীদেবীর সেবায় নিযুক্ত করেন। বহুরূপ চট্ট হইতে নবম পুরুষ অধস্তন কাশ্যপ গোত্রীয় চণ্ডীবর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র খনিয়া নিবাসী ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী উক্ত ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সন্তানাদি না থাকায় উল্লিখিত ব্রহ্মচারীর দৌহিত্র ও তৎবংশধরগণ সেবায়েত রূপে নিযুক্ত হইয়া হালদার নামে পরিচিত আছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল্। নিবাস গাঙ্গুটীয়া, জেলা ময়মনসিংহ।

(১) দক্ষ (২) সুলোচন (৩) মহাদেব (৪) হলধর (৫) নারীদেব (৬) বরাহ ( ) শ্রীধর (৭) বহুরূপ (৯) গাতি (১০) সর্ব্বেশ্বর (১১) দোকড়ি (১২) গোবর্দ্ধন (১৩) লপো (১৪) নিধাই (১৫) **বিদ্যাধর** (১৬) তিলাই (১৭) রত্নগর্ভ (১৮) কমল (১৯) পাচু (২০) জানকী (২১) রামশরণ, (২২) রামনারায়ণ (২৩) রমানাথ (২৪) রুদ্রদেব (২৫) দেবীপ্রসাদ (২৬) রামানন্দ।

রামানন্দ

(২)কালীকিশোর, ঈশান, কালীচন্দ্র, হরিহর, কালীনারায়ণ

কালীকিশোর পুত্র (২৮) দ্বারকানাথ, গিরীশ, সতীশ, গয়াপ্রসাদ, যোগেশ, কালীকিঙ্কর।

দ্বারকানাথ পুত্র গোপাল, বিজয়, আশুতোষ, ইন্দু।

গোপাল পুত্র (৩০) নির্ম্মল।

গিরীশ পুত্র (২৯) বাণীনাথ, শূলপাণি, আদিনাথ, ফণিভূষণ, প্রমথ।

সতীশ পুত্র (২৯) রমাপতি।

হরিহর পুত্র (২৮) অন্নদা, শ্রীপতি।

কালীনারায়ণ পুত্র (২৮) পশুপতি, সোমনাথ, কামাখ্যানাথ, রমানাথ।

খুড়নী চট্টোপাধ্যায় বংশ। জেলা ঢাকা।

(১) দক্ষ (২) সুলোচন (৩) মহাদেব (৪) হলধর (৫) কৃষ্ণদেব (৬) ভগীত (৭) লৌকিক (৮) অরবিন্দ (৯) আহিত (১০) সুধাকর (১১ বন্দ (১২) গণপতি (১৩ দাস (১৪) আনাই (১৫) নাথাই (১৬) গঙ্গাদাস (১৭) ভুবন (১৮) বক্তিরাম (১৯) নারায়ণ।
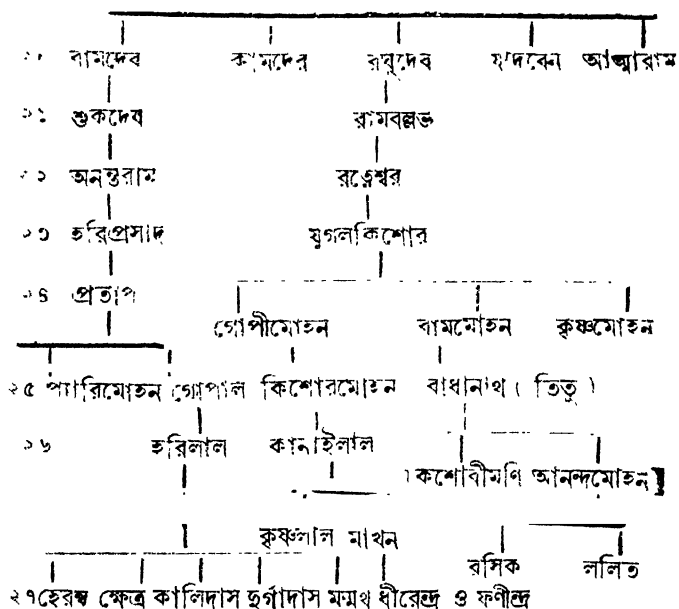
(২৩) হরিপ্রসাদের ৮পুত্র যথা—ত্রিলোচন, গৌরমোহন, রামনিধি, রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ, **প্রতাপ**, হারাণ ও বদন। ইহারা সকলেই যশোহর জেলার হেলাঞ্চা গ্রামে বাস করিতেন। কুন্দসীর চট্টোপাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রিলোচন পুত্র মহিম। গৌরমোহন পুত্র প্রসন্ন ও কৈলাস। রামনারায়ণ পুত্র চন্দ্র ও যজ্ঞেশ্বর। প্রতাপ ৩ বিবাহ করেন, ১ম হেলাঞ্চা গ্রামে দয়াময়ী দেবীকে বিবাহ করেন। ২য় ফরিদপুর জেলার ফুলরা গ্রামে রামনিধি বন্দ্যোর কন্যা শ্যামাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। ৩য় (যশোহর) বকচর নিবাসী রামকুমার মুখোর কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। শ্যামাসুন্দরী গর্ভে পুত্র প্যারিমোহন, কন্যা শশীমুখী। লক্ষ্মীপ্রিয়ার পুত্র গোপাল বুড়নী গ্রামে বাস করিতেছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশার নিকট রামপুর গ্রামে কৃষ্ণঠাকুরের সন্তান হরিনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত শশীমুখীর বিবাহ হয়। শশী কন্যা কাদম্বিনী, তৎপুত্র সুধীর চট্টো। রসিকমোহন মাখনলাল প্রভৃতি বুড়নী গ্রামে বাস করেন।

বিনদলাল চট্টোপাধ্যায়, ভাদড়া, ময়মনসিংহ।

১৯ নারায়ণ, ২০ রামদেব, ২১ বলরাম, ২২ রাধাকান্ত, ২৩ কংস নারায়ণ, ২৪ ভৈরব, ২৫ গৌরমোহন, ২৬ মুকুন্দ, ২৭ বিনদ, ২৮ হীরালাল।

রাজা আশুতোষ রায়, রায়বাহাদুর (কাশিমবাজার)

১ দক্ষ, ২ সুলোচন, ৩ মহাদেব, ৪ হলধর, ৫ কৃষ্ণদেব, ৬ ববাহ, ৭ শ্রীধর, ৮ বহুরূপ, ৯ গাহি, ১০ গোবিন্দ, ১১ চক্রপাণি, ১২ শ্রীকর, (খনিয়া বাসী), ১৩ উষাপতি, ১৪ কামদেব, ১৫ বৃহস্পতি, ১৬ জয়পতি, ১৭ রাজনারায়ণ, ১৮ কৃষ্ণানন্দ, ১৯ দুর্গাদাস, ২০ জয়গোপাল, ২১ ঘনশ্যাম, ২২ অভিমন্যু, ২৩ অযোধ্যারাম, ২৪ দীনবন্ধু, ২৫ জগবন্ধু, ২৬ নৃসিংহ, ২৭ রাজকৃষ্ণ, ২৮ রাজা অন্নদাপ্রসাদ, ২৯ রাজা আশুতোষ রায়।

রবিকর বংশের একদেশ বংশাবলী।

১। দক্ষ। ২। সুলোচনা। ৩। মহাদেব। ৪ হলধর। ৫। লক্ষ্মীদেব। ৬। বরাহ। ৭। শ্রীধর। ৮। বহুরূপ। ৯। গাতি। ১০। সর্ব্বেশ্বর। ১১। তেকড়ি। ১২। সিধো। ১৩। লখো। ১৪। দিগম্বর। ১৫। পনাই। ১৬। লোহাই। ১৭। রবিকর।
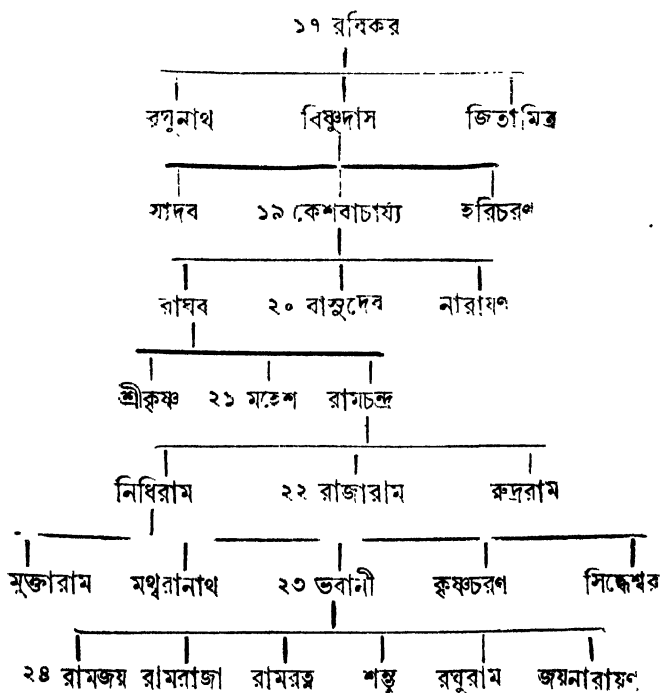
ঢাকা জেলার পাইকপাড়া গ্রামের রবিকর চট্টোবংশের একদেশ বংশাবলী।

২৪ রামজয়
|
২৫ চন্দ্রনাথ
|
২৬ জগবন্ধু
|
২৭ কালীপ্রসন্ন

সুরেশ যোগেশ রমেশ গোপেশ খগেন্দ্র

সুরেশ পুত্র—নিরঞ্জন, মনোরঞ্জন, সুধীররঞ্জন।

যোগেশ পুত্র—সন্তোষকুমার, সুধাংশুকুমার সুশীলকুমার।

রমেশ পুত্র—রমেন্দ্র।

যোগেশ ঢাকা ইচ্ছাপুরা নিবাসী রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন। রমেশ কনকসার গ্রামের প্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করেন।

রবিকর সর্ব্বানন্দী মেলপ্রাপ্ত। রবিকর সুত রঘুনাথ হইতে রুদ্রকরের চক্রবর্ত্তী বংশের উৎপত্তি। শ্রীকৃষ্ণ হইতে গাউদিয়া চট্টবংশের উৎপত্তি। ২২ রুদ্ররাম হইতে লোনসিংহের চট্ট বংশের উৎপত্তি। ২৪ রামরত্ন হইতে বিঝারীর চট্ট বংশের উৎপত্তি। ২৩ সিদ্ধেশ্বরের বংশধরগণ বিঝারীতে বাস করেন। ২৩ মুক্তারাম হইতে প্রিয়কাঠীর চট্টবংশের উৎপত্তি। ১৯ কেশব আচার্য্য পঞ্চসারে বাস করিতেন। কালীপ্রসন্ন ঢাকা পাইকপাড়া গ্রামে বাস করেন।

সিদ্ধিপাশা কাশিপুর খালিয়ার চট্টোপাধ্যায় বংশ।
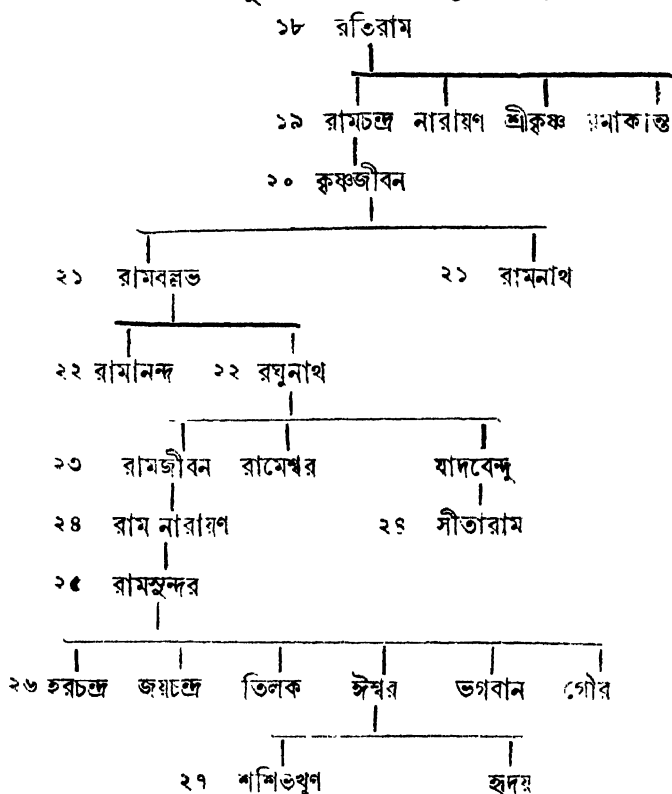
২১ রামনাথের পুত্রগণ ফরিদপুর জিঃ খালিয়া ও ঢাকা জিঃ বিক্রম-পুরে বাস করেন। ২২ রামানন্দের পুত্রগণ যশোহর জিঃ কাশীপুর গ্রামে বাস করেন। ২২ রঘুনাথের পুত্রগণ যশোহর জিঃ সিদ্ধিপাশা গ্রামে বাস করেন। যাদবেন্দু পুত্র ২৪ সীতারাম ও শ্রম নারায়ণ, সীতারাম পুত্র ২৫ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, জনার্দ্দন। শ্রমনারায়ণ পুত্র ২৫ দেবী-প্রসন্ন সূর্য্য গোপীনাথ জগন্নাথ। হৃদয় পুত্র ২৮ মন্মথ, প্রমথ।

(ঢাকা) আরিয়াল ও বাহেরক গ্রামের চট্টবংশ।
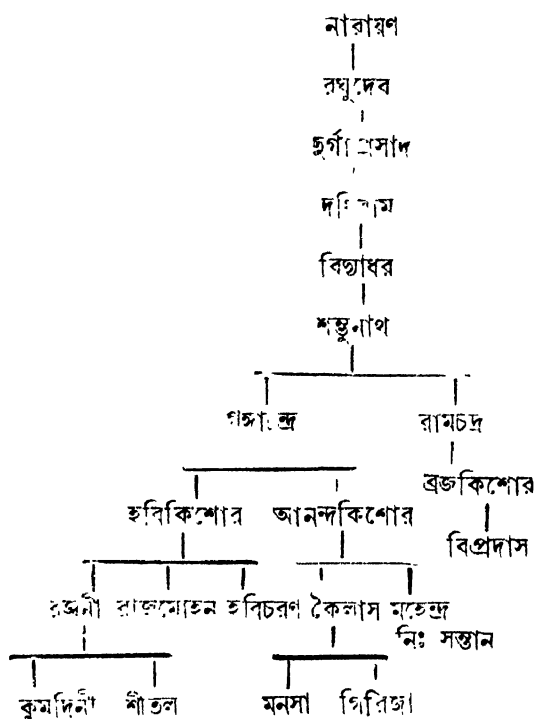
হরিচরণ পুত্র সতীশ, উমেশ, রমেশ, যোগেশ, পরেশ গোবিন্দ সুরেশ, নরেশ। হরিচরণ ধলছত্র মাতুলালয়ে বাস করিতেন। বর্ত্তমানে ঢাকা বাহেরক গ্রামে বাস করেন। বিপ্রদাস মোক্তর (টাঙ্গাইল) পাবনা নওহাটা গ্রামে বাস করেন। বিপ্রদাস পুত্র মনোহর, প্রতাপ, গোবিন্দ।

জেলা যশোহর পাইকড়া গ্রামের চট্টবংশের একদেশ বংশাবলী।
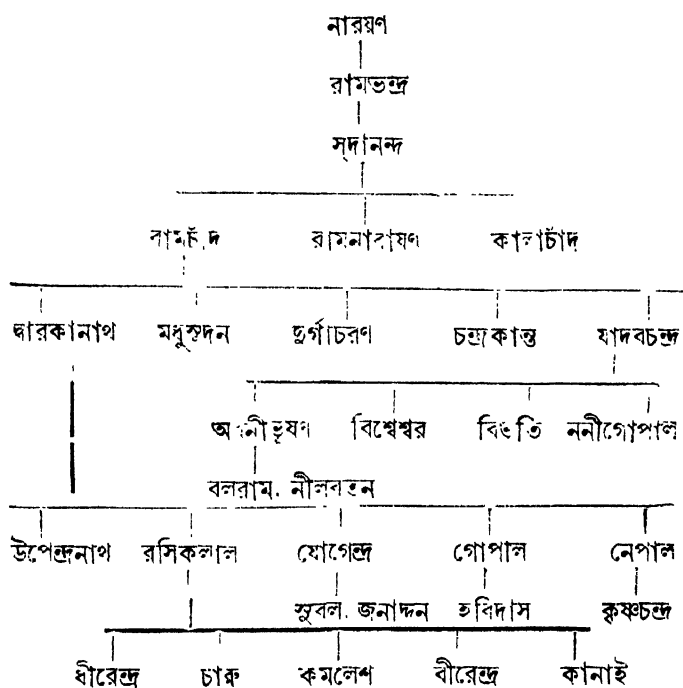
নারায়ণ ঠাকুর বা নারায়ণ চাটুয্যার বংশধরগণ ঢাকা জেলার বৃতনী বাহেরক তেওথা নওশঙ্কর কাইচাইল আবিয়ল, ফরিদপুর জেলায় চান্দুনী ও যশোহর জেলার কুন্দসী হেলঞ্চা বাগ শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

সাবর্ণ গোত্রীয় প্রসিদ্ধ বংশ ও ব্যক্তি।

হরকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, কেওটখালি (ঢাকা) হাং সাং স্কুল।

(১) বেদগর্ভ, (২) হল, ৩ শোভন, ৪ শৌরী ৬ পীতাম্বর, ৬ দামোদর, ৭ কুলপতি, ৮ শিশু, ৯ গদ, ১০ হল, ১১ আয়ু, ১২ বিনায়ক, ১৩ শিব, ১৪ পুরাই, ১৫ ভৈরব, ১৬ শ্রীধর, ২৭ নীলকণ্ঠ ১৮ শ্রীপতি, ১৯ রামনাথ, ২০ **রাঘব,** ২১ রামচন্দ্র, রঘুনাথ, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণপুত্র ২২ রামগোবিন্দ, ২৩ রামকেশব, ২৪ রামগোপাল ২৫ রামলোচন, ২৬ তারিণী ও ঈশান। ঈশান পুত্র ২৭ নিশিকান্ত, হরকান্ত, সারদা, রেবতী। হরকান্ত পুত্র ২৮ যোগেন্দ্র, অমিয়, বীরেন্দ্র, ধীরেন্দ্র, হীরেন্দ্র, ২৫ তারিণী সুত ২৬ শশী ও বসন্ত। শশী সুত ২৭ বিমলা

কলিকাতা বড় বাজারের গাঙ্গুলী বংশ।

সাবর্ণ গোত্রীয় ১ বেদগর্ভ, ২ হল, ৩ শোভন, ৪ গৌরী, ৫ পীতাম্বর ৬ দামোদর, ৭ কুলপতি ৬ শিশু ৯ গদ, ১০ হল, ১১ আয়ু, ১২ বিনায়ক, ১৩ শিব, ১৪ পুরাই, ১৫ ভৈরব, ১৬ শ্রীধর, ১৭ নীলকণ্ঠ, ১৮ শ্রীপতি, ১৯ রামনাথ, ২০ রাঘব, ২১ রামচন্দ্র, ২২ হরিরাম ২৩ রামকান্ত, ২৪ রূপরাম, ২৫ রামলোচন, ২৬ বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলীর বংশধরগণই বড় বাজারের গাঙ্গুলী নামে খ্যাত।

সাবর্ণ গোত্রীয় বড়ীষার রায়চৌধুরী বংশ।

সাবর্ণ গোত্রীয় (১) বেদগর্ভ ২ হল। হলগাঙ্গুলী হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ অধস্তন কামদেব ১৫ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার রায় চৌধুরী, ১৬ গৌরী রায়, রাম রায়, গোপাল, বিশ্বেশ্বর কৃষ্ণ, মহাদেব। গৌরী পুত্র ১৭ শ্রীমন্ত, ১৮ কেশব, ১৯ সন্তোষ রায়। ইহাদিগের বংশধরগণ, সাবর্ণ চৌধুরী নামে খ্যাত। সন্তোষ রায় কলিকাতার দক্ষিণ প্রদেশের ব্রাহ্মণ সমাজের সমাজপতি ছিলেন। ইনি কালীঘাটের কালীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই। সন্তোষ রায়ের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রামলাল রায় ও সন্তোষ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজীবলোচন রায়ের দ্বারায় ১৮০৯ খ্রীঃঅব্দে কালীমন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছিল।

বাৎস্য গোত্রীয় ভুকৈলাসের ঘোষাল বংশ।

বাৎস্য গোত্রীয় ১ ছান্দর, ২ সুরভি, ৩ সাগর, ৪ তমোপহ, ৫ হল, ৬ মুরারী ৭ বিশ্বামিত্র ৮ জিত ৯ শরণি, ১০ পিঙ্গল, ১১ শির ১২ উদ্ধব, ১৩ কোচ ১৪ আভো, ১৫ গদাধর, পশুপতি গেথো। পশুপতি সুত ১৬ তেয়ী, ১৭ উদয়, ১৮ গণেশ্বর ১৯ বিশ্বনাথ ২০ কংসারি ২১ শ্রীধর, ২২ যদুনাথ ২৩ গোপিকান্ত, ২৪ রামকৃষ্ণ ২৫ রাজেন্দ্র, ২৬ বিষ্ণুদেব, ২৭ কন্দর্প, ২৮ কৃষ্ণচন্দ্র, ২৯ মহারাজা জয় নারায়ণ ঘোষাল ৩০ কালীশঙ্কর। কালীশঙ্কর পুত্র ৩১ কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ সত্যচরণ সত্যকিঙ্কর, রাজাবাহাদুর সত্যশরণ। সত্যচরণ পুত্র ৩২ রাজাবাহাদুর সত্যানন্দ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাবলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেন বংশের ময়মনসিংহের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণজমিদারগণের একদেশ বংশাবলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ পুত্র ১ দক্ষ, সুষেন, ভানুমিশ্র কৃপানিধি। সুষেন পুত্র ২ ব্রহ্মা ওঝা, ৩ দক্ষ, ৪ পীতাম্বর, ৫ শান্তানু, ৬ হিরণ্যগর্ভ, ৭ ভূগর্ভ, ৮ বেদগর্ভ, ৯ জিঘনী মহামুনি ১০ স্বর্ণরেখা, ১১ সিন্ধুওঝা, ১২ মৈতাই, কৈতাই গরুড়। মৈতাই পুত্র ১৩ স্থির, ১৪ দৌপাচার্য্য, ১৫ মহানিধি আচার্য্য, ১৬ বৃহস্পতি। বৃহস্পতি পুত্র ১৭ সোল, রূপ ও কৃপওঝা। ১৮ সোল ওঝা পুত্র অম্বর, কেশব, মাধব। এই মাধব ওঝা হইতে মেন্তারা প্রভৃতি গ্রামের ভট্টাচার্য্য অর্দ্ধকালীবংশের উদ্ভব। কুপ ওঝার পুত্র, ১৮ জীবর ওঝা। ১৯ সুধাই ২০ শঙ্করপাণি, ২১ শ্রীনিবাস। শ্রীনিবাস পুত্র ২২ রামশরণ দিবাকর। এই দিবাকর হইতে নাটোর রাজবংশের উদ্ভব। রামশরণ পুত্র ২৩ শূলপাণি, ২৪ হরিপণ্ডিত ও বাচস্পতি মিশ্র। হরিপণ্ডিত পুত্র ২৫ কেশব ২৬ গঙ্গানন্দ। গঙ্গানন্দ পুত্র ২৭ গজেশ্বর ও জয়নারায়ণ তলাপাত্র। জয়নারায়ণ সুত ২৮ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী।

১৮ জীবর ওঝা তাহেরপুরের কংসনারায়ণ রায়ের নিয়মানুসারে প্রথমে কাপ হইয়াছিলেন পরে শ্রোত্রীয় বরে কন্যাদান করিয়া শ্রোত্রীয় দলভুক্ত হইয়াছিলেন।

২৬ গঙ্গানন্দ হালদার পরে আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন।

২৭ জয়নারায়ণ নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া তলাপাত্র উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৮ শ্রীকৃষ্ণ তলাপাত্র নবাব সরকারে নাটোরের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রঘুনন্দনের সহিত কার্য্য করিয়া নবাবের নিকট হইতে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী প্রথমে ময়মনসিংহ জেলায় যে স্থানে সাময়িক "বাসা নির্ম্মাণ করেন সেই গ্রাম বাসাবাড়ী নামে পরিচিত।

২৯ চাঁদরায় নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময় তাহার খালসা বিভাগের উচ্চ কার্য্যকারক ছিলেন।

২৯। কৃষ্ণকিশোর ও কৃষ্ণগোপাল নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২৮। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী

২৯ চাঁদরায় কৃষ্ণকিশোর কৃষ্ণগোপাল গঙ্গা- হরি- লক্ষ্মী-
নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ

সোনারায়

ময়মনসিংহ রামগোপালপুরের রাজবংশ।

২৯ **কৃষ্ণকিশোর** তৎপুত্র ৩০ রামকিশোর ৩১ কালীকিশোর ৩২ কাশীকিশোর ৩৩ রাজা যোগেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী। ৩৪ কুমার নগেন্দ্রকিশোর, যতীন্দ্রকিশোর, সৌরীন্দ্রকিশোর, হরেন্দ্রকিশোর।

ময়মনসিংহ, গৌরীপুরের জমিদার বংশ।

২৯ **কৃষ্ণগোপাল** তৎপুত্র ৩০ যুগল কিশোর ৩১ হরকিশোর ৩২ আনন্দকিশোর ৩২ রাজেন্দ্রকিশোর ৩৪ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তৎপুত্র ৩৫ বীরেন্দ্রকিশোর।

ময়মনসিংহ, বাসাবাড়া ভবানীপুর ও গোলকপুরের জমিদার বংশ।

২৯ **লক্ষ্মীনারায়ণ** তৎপুত্র ৩০ শ্যাম, গোবিন্দ রুদ্র। শ্যামপুত্র ৩১ শম্ভু। শম্ভু পুত্র ৩২ ঈশান, ঈশ্বর ও রাজা হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্র পুত্র ৩৩ উপেন্দ্র ৩৪ সত্যেন্দ্র সাং গোলকপুর। রুদ্র পুত্র ৩১ হরচন্দ্র ও ভৈরব। হরচন্দ্র পুত্র ৩২ রামচন্দ্র ৩৩ শ্রীশ ৩৪ বীরভদ্র।

৩১ ভৈরব পুত্র ৩২ উমেশ, গিরীশ, গোলক। গিরীশ পুত্র ৩৩ রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ৩৪ ক্ষিতীশ, জ্যোতীশ পৃথ্বীশ।

পুটিয়া রাজবংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশীয় সাধু বাকৃচি বংশে ধেঁই বাগচির ভ্রাতা সোমাচার্য্য হইতে পুটিয়া রাজবংশের উদ্ভব। ঠাকুর রামচন্দ্র এই বংশের আদিপুরুষ। ঠাকুর কমলাকান্ত বাদসাহের সৈন্যগণের রসদ সরবরাহ করিবার উপলক্ষে লস্করপুর পরগণা প্রাপ্ত হইয়া উক্ত পরগণার পুটিয়া গ্রামে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। এই বংশের রাজা দর্পনারায়ণ রায় নবাবের দেওয়ান ছিলেন নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামজীবন ও রঘুনন্দন প্রথমে রাজা দর্পনারারণের সাহায্য গ্রহণ করেন।

নাটোর রাজ বংশের একদেশ বংশাবলী।
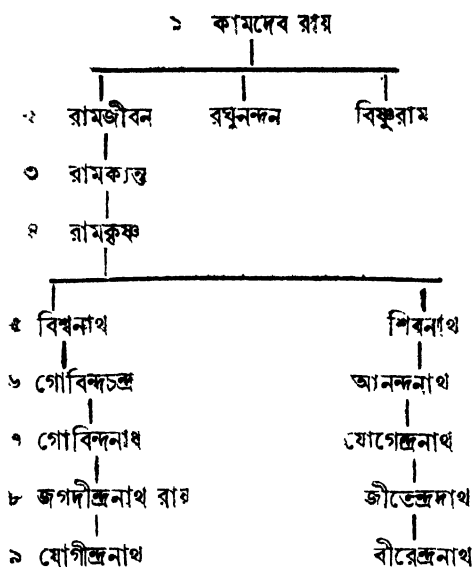
১ কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ হইতে অধস্তন ২২ দিবাকর বংশে কামদেব রায়ের জন্ম।

২ রামজীবনের সময় নাটোরের আয় প্রায় দুই কোটী টাকা ছিল এবং প্রায় ৫২০০০০০৲ টাকা সদর খাজনা দিতে হইত।

৪ রাজসাহী জেলার ছাতিম গ্রামবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী মহারাজা রামকান্তের সহধর্ম্মিণী। রামকৃষ্ণ সম্রাট সাহ আলমের নিকট মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হন।

৮ ১৮৭৭ শকে বড় তরফের রাজা জগদীন্দ্র নাথ রায় মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাজা একজন বিশিষ্ট সাহিত্য সেবক। তৎপুত্র যোগীন্দ্রনাথ।

অদ্বৈত বংশের একদেশ বংশাবলী।

(২) বলরামের ১০ পুত্র মধ্যে মধুসূদন, দৈবকীনন্দন, রামচন্দ্র কুমুদানন্দ, কামদেব, নরোত্তম, নিত্যানন্দ ও মথুরেশ প্রসিদ্ধ। মধুসূদনের বংশীয় গোস্বামীগণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত। বলরামপুত্র দৈবকীনন্দনের বংশের গোস্বামীগণ আতাবনে গোস্বামী নামে অভিহিত। বলরাম পুত্র কুমুদানন্দ বংশীয় গোস্বামীগণ পাগলা গোস্বামী নামে খ্যাত। বলরাম পুত্র মথুরেশ বংশীয় গোস্বামীগণ শান্তিপুরের বড় গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ। মথুরেশের ৩ পুত্র রাঘবেন্দ্র, ঘনশ্যাম, রামেশ্বর। বলরাম পৌত্র ঘনশ্যামের পুত্রগণ শান্তিপুরের মঠো গোস্বামী নামে পরিচিত। মঠো গোস্বামীগণ মধ্যমবাড়ীর গোস্বামী নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন।

২ কৃষ্ণ মিশ্রের দুই পুত্র রঘুনাথ ও দোল গোবিন্দ। কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্র রঘুনাথের বংশে পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণ মিশ্রের পুত্র ৩ দোল গোবিন্দের বংশধরগণ ঢাকা জেলার উথলী গ্রামে বাস করেন।

অদ্বৈত বংশের গোস্বামীগণ নদিয়া জেলার শান্তিপুর, মেহেরপুর, কুমারখালী, পাবনা জেলার বাহাদুরপুর, ঢাকা জেলার উথলী নটাখোলা, ফরিদপুর জেলার গোপালপুর, ঘোপেরঘাট, যশোহর জেলার ভেঘড়ী, গড়ইটুপী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

অৰ্দ্ধকালী বংশ।

দ্বিজদেব সিদ্ধান্ত নামক জনৈক পণ্ডিত ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পণ্ডিতবাড়ী গ্রামে টোল সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করিতেন। কাশ্যপ গোত্রী, দক্ষের ভ্রাতা সুষেনের অধস্তন অষ্টাদশ মৈত্র গাঞি সম্ভূত মাধব ওঝার বংশীয় সিদ্ধ শ্রোত্রীয় রাঘব ভট্টাচার্য্য উক্ত টোলে অধ্যায়ন করিতেন। এই রাঘব পণ্ডিত উক্ত দ্বিজদেব সিদ্ধান্তের কন্যা অর্দ্ধকালীকে বিবাহ করেন॥ রাঘব পণ্ডিত ও অর্দ্ধকালীর বংশধরগণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মেতরা, কলাগড়িয়া খাবাস কৃষ্ণপুর, ময়মনসিংহ জেলার এলাঙ্গা, বেথৈর, শিবপুর, পাবনা জেলার ব্রাহ্মণ গ্রাম (বামনগা), বেতীল ও দুর্গানগর প্রভৃতি গ্রামে বর্ত্তমানে বাস করিতেছেন। রাঘব পণ্ডিতের ভ্রাতার বংশধরগণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত হালালিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

তাহেরপুর, চৌগ্রাম, বলিহার ও আলাপ সিংহের রাজ বংশ।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ বংশীয় নন্দণাবাসী মধুভট্টের ৮ম পুরুষ অধস্তন কুল্লুকভট্টের ভ্রাতা হইতে তাহেরপুরের সিদ্ধশ্রোত্রীয় রাজবংশের উদ্ভব। এই বংশের রাজা কংসনারায়ণ রায় সুবা বাঙ্গালার নবাব দেওয়ান ছিলেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর পটী বিভাগ করেন। তাহেরপুরের বর্ত্তমান রাজা শশী শেখরেশ্বর রায় বাহাদুর এবং চৌগ্রামের রাজা রমণীকান্ত রায় প্রভৃতি এই উদয়নাচার্য্যের বংশধর। লক্ষ্মীধর সান্ন্যাল হইতে বলিহার রাজবংশের উৎপত্তি। কৈতাই ভাদুড়ী হইতে আলাপ সিংহের রাজগণের উদ্ভব।

বাৎস্য গোত্রীয় ভীম কালিয়াই বংশের একদেশ বংশাবলী।
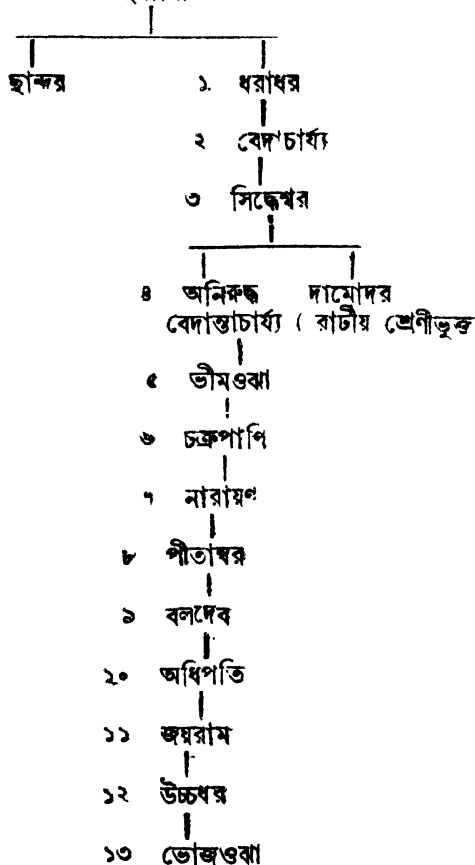
১ কান্যকুব্জাগত ছান্দর ভ্রাতা ধরাধর।

৫ ভীম কালিয়াই গাঞি। ৭। নারায়ণ রাজগুরু ছিলেন। ছাতকের সিন্দুরী গ্রামে বাস করিতেন।
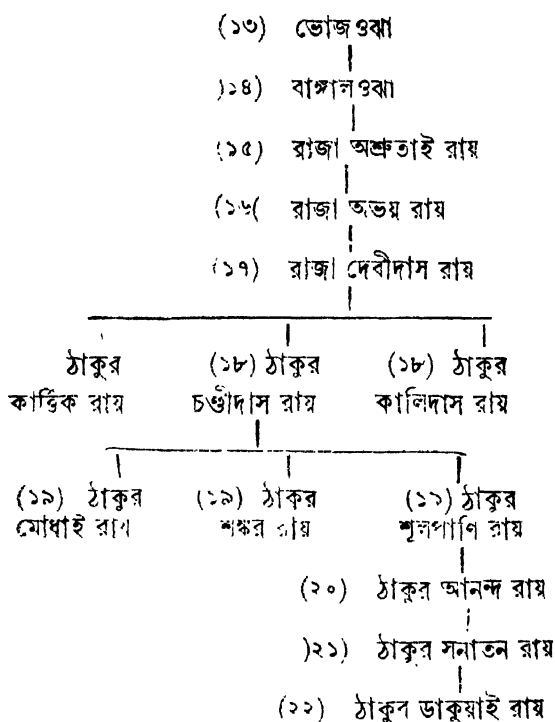
(১৪) বাঙ্গাল ওঝার অন্য নাম রাজা অনন্তরাম রায। ইনি সিন্দুরী বার ভুইঞা নামে পরিচিত। (১৭) দেবীদাস রায ঠাকুর কুশলী নামে পরিচিত। (১) ঠাকুর চণ্ডীদাস রায় কাবারিখোলা গ্রামে বাস করেন। (১৮) ঠাকুর কালিদাস রায় বাগ সিন্দুরীর বার ভুইঞা নামে পরিচিত। (১৯) ঠাকুর মোধাইর বংশধরগণ কাবারিখোলার মৌলিক নামে পরিচিত। (১৯) ঠাকুর শঙ্কর রায়ের বংশধরগণ পাবনা জেলার ভারেঙ্গার চৌধুরী নামে প্রসিদ্ধ। (১৯) ঠাকুর শূলপাণি হাটুরিয়া গ্রামে বাস করেন।
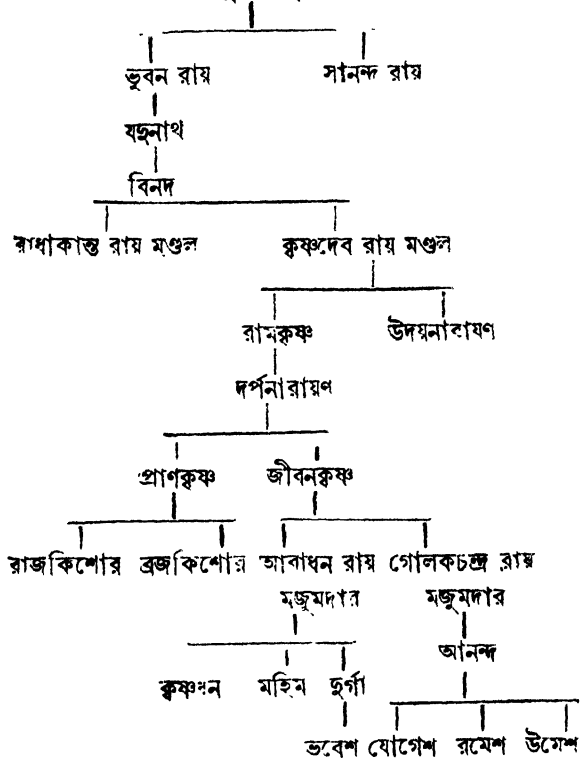
(২৩) ঠাকুর সানন্দ রায়ের বংশধরগণ হাটুরিয়ার রায় ও ভুইঞা নামে পরিচিত। (২৬) রাধাকান্ত হইতে হাটাইলের রায় ও দান্তার ভুইঞা বংশের উৎপত্তি। ভবেশ মজুমদার প্রভৃতি ঢাকা জেলার আমুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

পাবনা জেলার মথুরার ঠাকুর বংশের একদেশ বংশাবলী।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় রত্নাবলী গাঞিসম্ভূত হরিহর ঠাকুর হইতে এই বংশের উৎপত্তি।

বাগকাশীনাথপুরের জমিদার কালিয়াই বংশের তাপসশ্রেষ্ঠ মথুরানাথ রায় কর্ত্তৃক পাবনা জেলার অন্তর্গত মথুরা গ্রামে হরিহর ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।
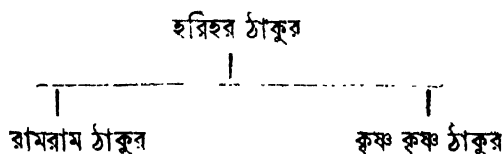
যমুনা নদী দ্বারা মথুরা গ্রাম ভগ্ন হইলে রামরাম ঠাকুরের বংশধরগণ ছোনকা গ্রামে বাস করেন এবং কৃষ্ণকৃষ্ণ ঠাকুরের বংশধরগণ নগরবাড়ী, কালিকাপুর ও কালিয়া গ্রামে বাস করেন। ছোনকাগ্রাম ভাঙ্গিলে তথাকার ঠাকুরগণ ধোপাখোলা ও পুকুর-পার গ্রামে বাস করেন। কালিকাপুর গ্রাম ভাঙ্গিলে কৃষ্ণ কৃষ্ণের বংশধর রামানন্দ ঠাকুর পুকুরপার বাস করেন এবং রামানন্দ ঠাকুরের ভ্রাতষ্পুত্র কৃষ্ণানন্দ রামনগরে বাস করেন। রামানন্দের এক পৌত্র গৌরীনগর থাঁপুরা গ্রামে বাস করেন।

মাধবানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি রামানন্দ ঠাকুরের বংশধর। রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কৃষ্ণানন্দের বংশধর।

কৃষ্ণনগর লাহিড়ী বংশাবলী।

ভট্টনারায়ণের বংশ, শাণ্ডিল্য গোত্র।

১। নারায়ণ ভট্ট, ২। আদি গাঁই ওঝা, ৩। জয়মণি ভট্ট, ৪। হরিকুল, ৫। বিদ্যাপতি, ৬। রঘুপতি, ৭। শিবাচার্য্য, ৮। সোমাচার্য্য, ৯। উগ্রমণি, ১০। তপোমণি, ১১। সিন্ধুসাগর, ১২। বিন্দুসাগর ১৩। জয়সাগর, ১৪। পীতাম্বর, ১৫। লোকনাথ (লাহিড়ী গাঁই), ১৬। ভূতনাথ, ১৭। দিগম্বর, ১৮। চটু ওঝা, * ১৯। **বল্লভাচার্য্য,** ২০। অর্ক (বারকড়িয়া), ২১। শ্রীনাথ ২২। মাধব, ২৩। বারকড়ি, ২৪। নাথাই, ২৫। সোমভট্টাচার্য্য, ২৬। শঙ্কর, ২৭। রামগোপাল, ২৮। রামহরি, * ২৯। **রামগোবিন্দ,** ৩০। কাশীকান্ত, ৩১। রামকৃষ্ণ, ৩২। কালীচরণ, ৩৩। চিরসুহৃদ, ৩৪। **পরমানন্দ,** ৩৪। তারালোচন।

১৯। বল্লভাচার্য্য হইতে বারেন্দ্র সমাজে কুলীনের মধ্যে "করণে"র প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি তাহার কন্যা লীলাবতীকে "করণ" করিয়া উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে সম্প্রদান করেন।

২৯। রামগোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের অপর ভ্রাতা রামকিঙ্কর লাহিড়ী মহাশয় মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় মুনশী ছিলেন। পিতৃ সম্পত্তি বিভাগ কালে এক ভাগে শালগ্রাম শিলা ও অপর ভাগে সমুদায় সম্পত্তি রাখা হয়। রামগোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয় সমুদায় বিষয় ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র পৈত্রিক শালগ্রাম শিলা লয়েন, চিরসুহৃদ লাহিড়ী মহাশয়ের পিতা কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় কৃষ্ণনগরে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, স্বনামধন্য রামতনু লাহিড়ী মহাশয় কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাঢ়ীয় গাঞিএর গ্রাম নির্ণয়।

যে সকল প্রাচীন গ্রামের নাম হইতে যে সকল গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে গাঞি উল্লেখে সেই সকল গ্রামের বর্ত্তমান নাম ও জেলা নিম্নে লিখিত হইল।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গাঞিএর নাম	যে গ্রামের নাম হইতে গাঞি উৎপত্তি	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
বন্দ্যঘটী	বন্দ্য	বাড়র	বর্দ্ধমান।
বটব্যাল বা বড়াল	বড়া	বোড়া বা বৈকুণ্ঠপুর	বাঁকুড়া।
কুশারী	কুশ	কুশো	বর্দ্ধমান।
মাসচটক	মাস	মাসদহ	বীরভূম।
কুশুমকুলী	কুসুম বা কুসুমকুল	কুসুম ও কুলী	বর্দ্ধমান।
ঘোষলী	ঘোষল	ঘোষালদী	মানভূম।
সেয়ক	সেউ	সেউর	মুর্শিদাবাদ।
আকাশ	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।
বসুয়ারী	বসু	বসুয়া	মুর্শিদাবাদ।
করাল	কড়ি	কৌড়ি	বীরভুম।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গাঞিএর নাম	যে গ্রামের নাম হইতে গাঞিএর উৎপত্তি	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
দীর্ঘাঙ্গী	দীর্ঘ	দীঘড়া	হুগলী।
পারিহাল	পারিহা	পারিহাপুর	বীরভূম।
কুলভী	কুলভ	কুলহা	বর্দ্ধমান।
গড়গড়ী	গড়গড়	গড়গড়ে	বীরভূম।
কেশরকুনী	কেশরকোণা	কেশরকোণা	বাঁকুড়া।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় গাঞিএর নাম	প্রাচীন গ্রামের নাম	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
মুখটী	মুখটী	মুকুটী	বাঁকুড়া।
সাহারিক	সাহুড়া	সাহুড়া	মুর্শিদাবাদ।
ডিংসাই	ডিণ্ডিসা	ডিসা বা ডিংসা	বর্দ্ধমান।
রায়ী	রায়	রায়গ্রাম	বর্দ্ধমান।

কাশ্যপ গোত্রীয় গাঞিএর নাম	প্রাচীন গ্রামের নাম	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
চট্ট	চাটুতি	চাটতি	বর্দ্ধমান।
পালধী	পালধি	পালতি	বর্দ্ধমান।
পর্কটী	পর্কটী	পাকুর	বীরভূম।
সিমলাই	সিমলা	সিমলা	হুগলী।

কাশ্যপ গোত্রীয় গাঞিএর নাম	প্রাচীন গ্রামের নাম	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলায় নাম
অম্বুলী	অম্বুল	আমূল	বর্দ্ধমান।
ভুরীগ্রামী	ভূরী	ভুরসুট পরগণা	হুগলী।
তৈলবাটী	তিলাড়া	তিলাড়া	হুগলী।
পলসাঁয়ী	পলশা	পলশা	মুর্শিদাবাদ।
কোয়ারী	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।
পুষলী (পুসিলাল)	পোষল	পোয়েলা	বর্দ্ধমান।
ভট্টশালী	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।
মুলগ্রামী	মলগ্রাম	মূলগ্রাম	বর্দ্ধমান।
গুড়	গুড়	গুড়া	মুর্শিদাবাদ।
হড়	হড়	হড়	বর্দ্ধমান।
পোড়ারী	পোড়াবাড়ী	পোড়াবাড়ী	বীরভূম।
পীতমুণ্ডী	পীতমুণ্ড	পীতমুড়া	সাওতালপরগণা।

সাবর্ণ গোত্রীয় গাঞিএর নাম	প্রাচীন গ্রামের নাম	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
গঙ্গ	গাঙ্গুল	গাঙ্গুর	বর্দ্ধমান।
কুন্দ	কুন্দ	কুন্দ	বর্দ্ধমান।
সিদ্ধল	সিদ্ধল	সিধলা	হুগলী।
নন্দী	নন্দী	নন্দীগ্রাম	বর্দ্ধমান।
বালী	বালী	বালীগ্রাম	মুর্শিদাবাদ

সাবর্ণ গোত্রীয় গাঞিএর নাম	প্রাচীন গ্রামের নাম	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
সিয়ারী	শিহর	সিহারা	বৰ্দ্ধমান।
পুংসিক	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।
ঘাটক (সাণ্ডেশ্বরী)	সাণ্ডেশ্বর	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।
পারী (পালী)	পালী	পালিগ্রাম	বৰ্দ্ধমান।
নায়ী বা নাযারী,	নায়	নায়গ্রাম	বৰ্দ্ধমান।
দায়ী	দায়া	দাওয়া	বীরভূম।
ঘণ্টা বা ঘাটাল	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।

বাৎস্য গোত্রীয় গাঞিএর নাম	প্রাচীন গ্রামের নাম	বর্ত্তমান গ্রামের নাম	জেলার নাম
ঘোষাল	ঘোষ	ঘোরগ্রাম	বীরভূম।
পিপলাই	পিপ্পল	পেপুল	বীরভূম।
কাঞ্জিলাল	কাঞ্জি	কাঞ্জি	বৰ্দ্ধমান।
শিম্বলাল	শিমুল	শিমুল বা শিমুলিয়া	বৰ্দ্ধমান।
কাঞ্জারী	কাঞ্জা	কাঞ্জিয়া কুড়া	বাকুড়া।
বাপুলী	বাপুলী	বাপুলা	বৰ্দ্ধমান।
মহিন্তা	মহন্ত	মহতা !	মুর্শিদাবাদ।
পূতিতুণ্ড	পূতিতুণ্ড	পাতুণ্ডা	মুর্শিদাবাদ।
দীঘল বা দীঘারী	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত	অপ্রাপ্ত।
চোটখণ্ডী	চোৎখণ্ড	চোৎখণ্ড	বৰ্দ্ধমান।
পূর্ব্বগ্রামী	পূর্ব্ব	পূর্ব্বগ্রাম	মুর্শিদাবাদ।

কলিকাতার ঠাকুর বংশের একদেশ বংশাবলী।

ঘটক বিশারদ দেবীবরের মেল বন্ধনের সময় হইতে সামজিক নিয়মের কঠোরতায় অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণও সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত চেঙ্গুটিয়া পরগণায সম্রাটের জনৈক প্রাদেশিক কর্ম্মচারী বাস করিতেন। পির আলী খাঁ ইঁহার নাম ছিল। কথিত আছে ইঁহার ছলনায় উক্ত পরগণার কেশবপুর গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পলাণ্ডু সংযুক্ত পলান্ন ভোজন করিযা যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পরগণার অন্তর্গত নগেন্দ্রপুর গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পীর আলী খাঁর আহ্বানে তাহাব নিকট উপস্থিত হইয়াও পলাণ্ডু মিশ্রিত পলান্ন ভোজন করিয়াছিলেন না। কিন্তু তাহারা ঘ্রাণদোষে পীরালী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। উক্ত নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণগণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় কোয় বংশীয় কুশারী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এই পীরালী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পঞ্চানন কলিকাতা আসিয়া গড় গোবিন্দপুরে বাস করেন। তথায় তিনি পঞ্চানন ঠাকুর নামে অভিহিত হইতেন। তাহা হইতেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের উৎপত্তি। পলাশীর যুদ্ধের পর গোবিন্দপুব স্থানে বর্ত্তমান কেল্লা প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক হইলে তথা হইতে পঞ্চানন পুত্র জয়রাম ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটা আসিয়া বাস করেন।
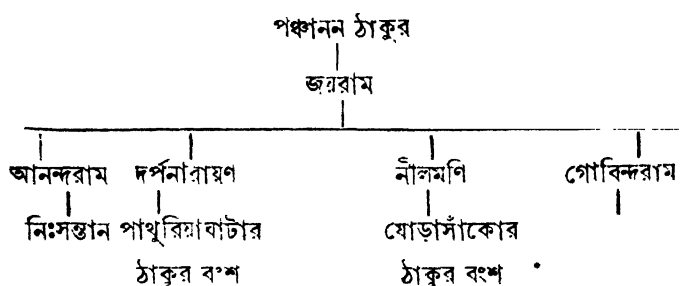
(৩) নীলমণি ঠাকুর পাথুরীয়া ঘাটা পরিত্যাগ করিয়া যোড়াসাঁকোতে বাস করেন। নীলমণি পুত্র (৪) রাধানাথ দ্বারকানাথ, রামনাথ। দ্বারকানাথ পুত্র (৫) দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ। দেবেন্দ্রনাথ পুত্র (৬) হেমেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্র নাথ, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই নিজকবিত্ব প্রতিভায় পাশ্চত্য জগতকে মুগ্ধ করিয়াছেন। দেবেন্দ্র নাথ পুত্র (৭) ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি।

(৩) দর্পনারায়ণ পুত্র (৪) রাধামোহন। গোপীমোহন কৃষ্ণমোহন হরিমোহন প্যারীমোহন। মূলাযোড়ে কালীপ্রতিষ্ঠা গোপীমোহনের অন্যতম প্রধান কীর্ত্তি। গোপীমোহনের পুত্র (৫) চন্দ্রকুমার, কালীকুমার, নন্দকুমার, সূর্য্যকুমার, হরকুমার, প্রসন্নকুমার. প্রথম চারিজন নিঃসন্তান। হরকুমার পুত্র (৬) মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র (৭) মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর।

পরিশিষ্ট

কতিপয় প্রসিদ্ধ শ্রোত্রীয় বংশের বাসস্থান।

ডিংশাই বংশ—বটেশ্বর ও বিড়ালদির ডিংশাই বংশ প্রসিদ্ধ। আমগ্রাম, খালিয়া, ইছাপুরা, কোলা, জীবসরা, বড়ধুল প্রভৃতি গ্রামে ডিংশাই বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন (ভরদ্বাজগোত্র)

মাসচটক বংশ—কয়কীর্ত্তন কুশারীপাড়া কালামেঘা আঁধারমাণিক তস্তুর কোলা, সেখহাটি তেওথা, ঝাক্‌পাল নাড়িয়াকুণ্ড প্রভৃতি গ্রামে মাসচটক বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (শাণ্ডিল্যগোত্র)

কুশারী বংশ—চান্দনী পিঠাভোগ, ছোটবুতনি, ঘাটভোগ, সোণামুখী জীবসরা, আটাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে কুশারী বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (শাণ্ডিল্যগোত্র)

বটব্যাল বংশ—কাঁটাদিয়া নবদ্বীপ বেগে, ঢাকা গ্যাণ্ডারিয়া, খানাকুল প্রভৃতি স্থানে বটব্যালবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (শাণ্ডিল্যগোত্র)

কাণ্ডারী বংশ—সারল, অম্বিকা, কাল্‌না, কুন্দসী প্রভৃতি গ্রামে কাণ্ডারী বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (বাৎস্যগোত্র)

পাকরাশী বংশ—সোরশুনা, স্থলবসন্তপুর, নওহাটা, বেতিল, বেন্দা, ঘাটভোগ, সেনহাটী, মেহার, ছোটবুতনী প্রভৃতি স্থানে পাকরাশী বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (কাশ্যপগোত্র)

পুযিলাল বংশ—বজ্রযোগিনী, ভাওয়াল, জয়দেবপুর,

রোয়াইল, মহাদেবপুর, রঘুনাথপুর, সোমভাগ, জয়রামপুর প্রভৃতি গ্রামে পুষিলাল বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (কাশ্যপগোত্র)

পালধি বংশ—ত্রিবেণী, চুপী, সুঙ্গর, হাসনহাটি প্রভৃতি গ্রামে পালধী বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (কাশ্যপগোত্র)

শিমলাল বংশ—শান্তিপুর মহেশপুর শিমলাল প্রভৃতি গ্রামে শিমলাল বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (বাৎস্যগোত্র)

কোয়ারী বংশ—খিদিরপাড়া, বহর বালিগাও, সুয়া পাড়া, সোণার দেউল, যশোহর আক্‌ড়া হুগলী খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রামে কোয়ারী বংশের ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (কাশ্যপগোত্র)

অম্বলী বংশ—ঢাকা কাইচাইল, করিদপুর চান্দুনী, ত্রিপুরা বিদ্যাকোট প্রভৃতি গ্রামে উক্ত বংশের ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন। (কাশ্যপগোত্র)।

সম্পূর্ণ।